সুবর্ণ-বলয়।

—— * ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

রামচন্দ্রপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা বনিয়াদি বংশ। তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের অনেক কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এখন অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, বহু গোষ্ঠীর বহু পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায়, এখন চৌধুরী-বংশের অনেকেই গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালার অনেক বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন বংশের যে পরিণাম নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত হয়, রামচন্দ্রপুরের চৌধুরীগণেরও অনেকের এখন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বংশের হরদেব চৌধুরী মহাশয় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ অবস্থায় নীলকরের হাঙ্গামায় পড়িয়া তিনি একেবারে নিঃস্ব হন। তাঁহার লোকান্তর-কালে, তাঁহার দুইটী অপগণ্ড শিশু-সন্তানকে লইয়া, তাঁহার পত্নী উমাসুন্দরী যে বিপদ-সাগরে নিপতিত হইয়াছিলেন, অনেকের মুখে আজিও সে বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। উমাসুন্দরী অনেক কষ্টে পরের আশ্রয়ে ছেলে-দুইটীকে মানুষ করেন।

হরদেবের সেই পুত্র দুইটীর নাম—মনোমোহন ও মোহিনী-মোহন। মনোমোহন জ্যেষ্ঠ; তাহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশ বৎসর উত্তীর্ণপ্রায়। মোহিনীমোহন কনিষ্ঠ; বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বর্ষ। উভয়েরই বিবাহ হইয়াছে। উভয়েই এখন সংসারে পিতৃ-প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত। অল্পদিন হইল, উমাসুন্দরীর লোকান্তর ঘটিয়াছে। মনোমোহনকে উপার্জ্জনক্ষম এবং মোহিনীমোহনকে পঠদ্দশায় প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত-মনে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।

মনোমোহন আশানুরূপ বিদ্যার্জ্জন করিবার অবসর পান সেজন্য তাঁহার মনে বড়ই আক্ষেপ আছে। সেই আক্ষেপ নিব জন্য, মোহিনীমোহনের সুশিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রাণপণ মনোমোহন উপার্জ্জনক্ষম বটে, কিন্তু অধিক উপার্জ্জনে সমর্থ না

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্যে তিনি সামান্য কয়েক টাকা মাত্র বেতন পান। তাহার অধিকাংশ মোহিনীমোহনের লেখা-পড়ার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। অনেক সময় তাহাতেও কুলায় না। অগত্যা তাঁহাকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয়। মোহিনীমোহনকে তিনি কলিকাতায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইতেছিলেন, মোহিনীমোহনের যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আপনি অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া, তিনি সে অভাব পূরণ করেন। কনিষ্ঠকে তিনি আপন অভাবের বিষয় আদৌ বুঝিতে দেন না। সাংসারিক অনটনের চিন্তায় মোহিনী মোহনের পাছে পড়া শুনার বিঘ্ন ঘটে,—প্রধানতঃ সেই জন্যই মনোমোহন মোহিনীমোহনের নিকট সাংসারিক অবস্থার বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— * —

হরিষে বিষাদ।

মোহিনীমোহনের এইবার শেষ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, রাজকীয় উচ্চপদ লাভ করিবার আশা আছে। মনোমোহনের আনন্দের অবধি নাই।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল—মোহিনীমোহনের পরীক্ষার ফিসের টাকা জমা দিতে হইবে। শনিবার অপরাহ্নে মনোমোহন সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। বুধবারের মধ্যে ঐ টাকা জমা দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু হাতে একটি পয়সাও নাই। কি উপায়ে ঐ টাকা সংগ্রহ হইতে পারে? যাঁহাদের নিকট ঋণ-প্রাপ্তির আশা ছিল, ঋণের পর ঋণ গ্রহণে এক্ষণে তাঁহাদের সকলের দ্বারই রুদ্ধ। অধিকন্তু তাঁহারা এখন পাওনা টাকার জন্যই তাগাদা আরম্ভ করিয়াছেন। মনোমোহন আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলেন; চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। পত্নী কমলমণি পতির ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই সে রাত্রে জানিতে পারিলেন না। পরদিন প্রভাতেও কিছু জানিবার অবসর পাইলেন না। কারণ, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অতি প্রত্যূষেই মনোমোহন বাটীর বাহির হইয়াছিলেন।

স্নানাহ্নিকের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইল; অথচ, মনোমোহন বাড়ী ফিরিলেন না। কোনও দিন এমন হয় না; আজ হঠাৎ তিনি কোথায় গেলেন? পতির পূজাহ্নিকের আয়োজন করিয়া রাখিয়া, কমলমণি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে, তিনি পতির প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মনোমোহন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। কমলমণি দুই তিন বার বহির্বাটীতে দেখিয়া আসিলেন; পাড়ায় পাড়ায় সন্ধান লইলেন; কিন্তু মনোমোহনের কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না। না বলিয়া না কহিয়া, হঠাৎ তিনি কোথায় গেলেন? যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, উদ্বেগ ততই বৃদ্ধি পাইল। যদিও মনে মনে কতকটা অনুভব করিতে পারিলেন —তিনি টাকার চেষ্টায়ই কোথাও গিয়াছেন; কিন্তু বেলা অধিক বৃদ্ধি হওয়ায়, মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল।

দারুণ দুশ্চিন্তায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়। এমন সময় মনোমোহন গৃহে ফিরিলেন। মুখ বিবর্ণ, বিশুষ্ক, চিন্তাক্লিষ্ট; শরীর

গলদ-ঘর্ম্ম ; নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত। হঠাৎ তাঁহাকে এ অবস্থায় গৃহে ফিরিতে দেখিয়া, কমলমণির যেন হরিষে বিষাদ ঘটিল। তিনি একখানি পাখা লইয়া পতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন,—"এত বেলা হ'ল, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কোথায় গিয়েছিলে ? আসতে দেরী হবে, তা একটু বলে যেতে হয়! বুড়ীর মাকে সাত জায়গায় পাঠিয়েও তোমার খোঁজ পেলাম না! এতখানি সময় এমন করে কি কাটাতে হয়? একটু বলে গেলেই তো হতো!"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কমলমণি অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন!—কোথায় গিয়েছিলে?"

মনোমোহন কাতরস্বরে উত্তর দিলেন,—"কমলা! সে কথা আর না জিজ্ঞাসা করাই ভাল!" মনে মনে কহিলেন,—"আমিই উদ্বেগ-ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমিই ভোগ করি ; তোমায় কেন আর তাহার ভাগী করি!"

মনোমোহনের উত্তর শুনিয়া, কমলমণি যেন অধিকতর আগ্রহান্বিত হইলেন ; কহিলেন,—"কাল বিকেল থেকে তোমায় আমি কেমন যেন আনমনা দেখ্‌ছি! তুমি না বল, কিন্তু তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি—কি দারুণ দুশ্চিন্তায় তোমার চিত্ত চঞ্চল

হ'য়ে আছে! আমি বুঝেছি ;—তুমি ঠাকুর-পোর সেই টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলে—নয় ?"

মনোমোহন ব্যথিত-স্বরে উত্তর দিলেন,—"হাঁ কমলা, তাই বটে!"

কমলমণি।—"কিছু উপায় কর্‌তে পার্‌লে না কি ?"

"আর উপায়!" এই বলিয়া মনোমোহন শিরে করাঘাত করিলেন। সে করাঘাতে যেন কমলার হৃদয়ে বজ্রাঘাত পড়িল।

কমলমণি জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ? কেউ টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকার হল না ?"

মনোমোহন।—"না কমলা, কেউ বিশ্বাস কর্‌লে না।"

কমলমণি।—"চক্রবর্ত্তী মহাশয় তোমাকে বড় খাতির কর্‌তেন শুনেছি। তাঁর কাছে গিয়েছিলে কি ?"

মনোমোহন।—"কোথাও আর যেতে বাকি রাখি-নি। যার ছায়া স্পর্শ কর্‌লে অশুচি হ'তে হয়, তার পায়ে-ধরারও বেশি খোসামোদ করেছি। তবু—"

মনোমোহন আর যেন বলিতে পারিলেন না। কমলা পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—"তবু! চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি বল্লেন ?"

মনোমোহন।—"তিনি অনেক উপদেশ দিলেন! অনেক তত্ত্ব-কথা শুনাইলেন! শেষ বলিলেন—'ভগবান টাকার আকার গোল করেছেন; টাকায় বড় গোল।' আমি অনেক বুঝাইলাম।

আমার নিকট তাঁহার টাকা কোনক্রমেই মারা যাইবার সম্ভাবনা নাই—কত করিয়া বলিলাম। কিন্তু তিনি—"

কমলমণি।—"তিনি কি উত্তর দিলেন?"

মনোমোহন।—"তিনি উত্তর দিলেন, তিনি টাকা-কড়ির লেন-দেন তুলে দিয়েছেন। তবে আমার অনেক পীড়াপীড়িতে, তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু হাওলাত করিয়ে দিতে পারেন—বল্লেন। কিন্তু তাঁর সে বন্ধু শুধু-হাতে কারুকে কিছু ধার দিতে রাজী নন। ফল কথা, যদি কিছু গহনা-গাঁটী দিতে পারা যেত, বন্ধুর নাম করে হলধর বাবু আমায় কিছু টাকা ধার দিয়ে উপকার কর্তে পার্তেন। কিন্তু কমলা, আমাদের ঘরে এমন কি আছে যে, বন্ধক দিতে পারি! তোমার বাপ-মা তোমার যা কিছু দিয়েছিলেন, মোহিনীকে মানুষ কর্বার জন্য, একে একে সবই ত ঘুচিয়েছি কমলা! আর ত কিছুই নেই ঘরে!"

কমলমণি।—"ঠাকুরপোর এখন মোট কত টাকার দরকার?"

মনোমোহন।—"পরীক্ষার ফিস্, কলেজের মাইনে, সব-সমেত এখন অন্ততঃ পঞ্চান্ন টাকার দরকার। সে কিছু বেশীর কথাই লিখেছে। তবে আমি যা বুঝেছি, তাতে পঞ্চান্ন টাকার কম কিছুতেই তার পরীক্ষা দেওয়া ঘটবে না। কমলা, সারা নদী বয়ে, শেষে তীরে এসে নৌকা বাণচাল হল!"

মনোমোহনের হৃদয় ভেদ করিয়া যেন শেষ-বাণী নিঃসৃত হইল; আর সে স্বর কমলমণির কোমল-হৃদয়ে গিয়া বজ্র-সূচীবৎ বিদ্ধ হইল।

কমলমণি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আমার একটা কথা আছে;—তুমি যদি শোন!"

মনোমোহন।—"তোমার অনেক কথাই শুনেছি। কিন্তু তোমার আর যে কোনও কথা থাক্‌তে পারে, তা তো মনে হয় না।"

কমলমণি।—"তুমি আপত্তি করো না। আমি যা বল্‌ছি, শোন। আমার যে বালা-জোড়াটা আছে, তাতে পঞ্চাশ টাকা খুব পাওয়া যেতে পারে।"

মনোমোহন শিহরিয়া উঠিলেন; উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"কমলা! আবার—আবার ঐ কথা!"

কমলমণি।—"কেন! তাতে কি দোষ আছে? একেবারে তো আর নষ্ট কর্‌ছো না! সময় অসময় এমন আবশ্যক হয়! এর পর খালাস করে আন্‌লেই চল্‌বে ত! এই পরীক্ষাই শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার পর ঠাকুরপো নিশ্চয় কিছু আন্‌তে পার্‌বে। তখন অনায়াসেই এ ঋণ শোধ যাবে। দুর্দ্দিন কাহারও চিরকাল থাকে না।"

মনোমোহন।—"সব জানি—সব বুঝি। কিন্তু কমলা, যখন মনে হয়—কি সর্ত্তে ঐ বালা আমরা গ্রহণ করেছি, আর

কি সূত্রে ঐ বালা আমাদের ঘরে এসেছে; তখন প্রাণ থাক্‌তে ঐ বালা হস্তান্তর কর্‌তে আমার সাহস হয় না।”

কমলমণি।—“এর আর সাহস-অসাহস কি? দু'দিন পরে খালাস করে আন্‌লেই চুকে যাবে।”

মনোমোহন।—“এ কল্পনা মনে স্থান দেবার পূর্ব্বে, কমলা, তোমার স্মরণ করা উচিত,—তোমার জননীর—আমার পূজনীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর—শেষ অনুরোধ! মনে হয় কি—ঐ সুবর্ণ-বলয় প্রদান-কালে অন্তিম-শয্যায় শুইয়া কি সর্ত্তে তিনি আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?”

কমলমণি।—“স্মরণ হয় বই কি! তাঁহার সে আদেশ মরণেও বিস্মৃত হইবার নহে। কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন, ঠাকুরপোকে আমি কি চক্ষে দেখি! আমার চক্ষে আমার রমাও যে, আমার ঠাকুরপোও সে! রমাকে আমি পেটে ধরেছি—এই মাত্র পার্থক্য! নচেৎ, স্নেহ-ভালবাসায় ঠাকুরপোর স্থান আমার হৃদয়ে রমা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।”

মনোমোহন।—“তা সত্য! কিন্তু তোমার জননীর শেষ আদেশ বড় কঠোর। অন্তিম-সময়ে তিনি যখন ঐ সুবর্ণ-বলয় তোমার হস্তে অর্পণ করেন, তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন,—ঐ সুবর্ণ-বলয়ে আর কাহারও অধিকার নাই। ঐ বলয় কন্যাগত। তিনি তাঁহার জননীর নিকট উহা পাইয়াছিলেন; সর্ত্ত

ছিল, তিনি তোমাকে দিবেন। আবার তোমাকে দিবার সময়েও সর্ত্ত করাইয়া গিয়াছেন—তুমি তোমার কন্যাকে দিবে। শুধু তাহাই নয়, তোমাকেও আবার তোমার কন্যাকে ঐরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া ঐ বলয় দিতে হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছ। কেমন!—এ সব কথা মনে হয় কি?"

কমলমণি।—"মনে হয় কি!—মনে জাজ্বল্যমান্ জাগিতেছে। তবে আশা সম্পূর্ণ—এ বলয় শীঘ্রই মুক্ত হইয়া আসিবে। ঠাকুর-পো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহার প্রথম উপার্জ্জনেই এই বলয় ঋণ মুক্ত হইয়া গৃহে আসিবে।"

মনোমোহন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"সেই দিনই আসুক কমলা! ভগবান করুন—সেই দিনই আসুক কমলা!"

কমলমণি কহিলেন,—"তখন তোমার উপার্জ্জনের টাকা থেকেও ঋণ শোধ কর্‌বার ব্যবস্থা হতে পার্‌বে। তখন তো আর মাস মাস ঠাকুরপোকে কল্‌কাতার বাসার খরচ যোগাতে হবে না! তুমি অন্য মত করো না। তুমি স্থির হও; স্নানাহার কর। বৈকালে ঐ বালা বন্ধক দিয়েই ঠাকুরপোর ফিসের টাকা যোগাড় করে দিও।"

মনোমোহন পুনরপি আপত্তি জানাইলেন; কহিলেন,—"কমলা! তুমি যতই যা বল, যতই যা বোঝাও, আমার কিন্তু কিছুতেই মন সর্‌ছে না! ভবিষ্যতের কি যেন কি অমঙ্গলের ছায়া

আমার নেত্র-পথে নিপতিত হইতেছে! কমলা, অনেক সয়েছি। মোহিনীমোহনের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যয়ের জন্য তোমার সব গহনা-গুলিই খোয়াইয়াছি। সেই এক এক খানি গহনার সঙ্গে আমার শরীরের এক একটী গ্রন্থি যেন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে! তাতেও আমি এতটা কুণ্ঠা বোধ করি নাই। কিন্তু আজ আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার জননী স্বর্গ হ'তে তোমায় নিষেধ কর্‌ছেন—না—না!—কমলা, সুবর্ণ বলয় হস্তান্তরিত করা হবে না!"

কমলমণি, পতির হস্ত-ধারণ করিলেন; কহিলেন—"বড় বেলা হয়েছে; তুমি ওঠ; হাতে-মুখে জল দাও।"

মনোমোহন আরও কি বলিতে গেলেন। কমলমণি বাধা দিয়া কহিলেন,—"যাক্, ওসব কথা বিকেল বেলা আবার হবে তখন।"

এই বলিয়া মনোমোহনের হাত ধরিয়া কমলা তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য উঠাইলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা-মেঘে মনোমোহনের হৃদয় আচ্ছন্ন হইলেও, কমলমণির উৎসাহ-বাণীরূপ বিদ্যুৎ-বিকাশে মনোমোহনকে একেবারে অভিভূত হইতে দিল না।

* * *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* —— * —— *

ঋণ-গ্রহণে।

বৈকালে পুনরায় বিতর্ক চলিল। মনোমোহন সুবর্ণবলয় গ্রহণ করিতে যতই আপত্তি জানাইতে লাগিলেন, কমলমণি ততই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু না বুঝিলেই বা উপায় কি? টাকা সংগ্রহ করিবার আর তো কোনই সম্বল নাই! সুতরাং একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মনোমোহনকে সম্মত হইতে হইল। পত্নীর নিকট হইতে সেই সুবর্ণবলয় গ্রহণ করিয়া, টাকা সংগ্রহের জন্য মনোমোহন মশাগ্রামাভিমুখে গমন করিলেন।

মশাগ্রামে—কেবল মশাগ্রামেই বা বলি কেন, ঐ অঞ্চলে—হলধর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু লোক আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার ঘরে যত নগদ টাকা আছে, তত টাকা সে অঞ্চলে আর কাহারও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিস্তৃত তেজারতি কারবার। এমন বড়লোক ঐ অঞ্চলে অল্পই আছেন, হলধর চক্রবর্ত্তীর নিকট যাঁহাকে কখনও হাত পাতিতে হয় না। অনেকে পরোক্ষে

তাঁহার নানারূপ কুৎসা প্রচার করেন বটে, কিন্তু দায়ের সময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় না হইলে কাহারও দায় উদ্ধার হয় না।

রামচন্দ্রপুর হইতে মণাগ্রাম ক্রোশেক ব্যবধান। অপরাহ্ণ অনুমান পাঁচ ঘটিকার সময়ে মনোমোহন সুবর্ণবলয় সঙ্গে লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন আপন বৈঠকখানার পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া মুহুরির নিকট খাতাপত্র দেখিতেছিলেন; আর, তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতিবেশী তিন চারি জন ভদ্রলোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, সে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্ব্বাটীর সকল অংশই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত।

মনোমোহন যখন সদর দরজা দিয়া বহির্বাটীতে প্রবেশ করিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্র-দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়া লইলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"এই—বেটা আবার জ্বালাতে এসেছে! বিষয়-সম্পত্তি নেই, জিনিস-পত্র নেই, বেটা টাকা ধার করতে আসে।" এই বলিয়া, দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না ভাণ করিয়া, যথা-পূর্ব্ব কর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত রহিলেন। মনোমোহন যদিও জানিতে পারিলেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন; কিন্তু সহসা সেখানে উপস্থিত হইতে সাহসী হইলেন না; ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ দেওয়াইলেন। সে সংবাদ

যথাকালে পৌঁছিল কি না, বুঝিবার সুযোগ ঘটিল না, কারণ, প্রায় এক ঘণ্টা পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়-ব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন,—"এ কি! মনোমোহন বাবু কত ক্ষণ? কুশল ত।"

মনোমোহন।—"আজ্ঞে হাঁ, এই ঘণ্টাখানেক হয় এসেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"ঘণ্টাখানেক! তা আমাকে একবার খবর দেওয়া উচিত ছিল!"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাকিলেন,—"হরে।—হরে। বেটা মনোমোহন বাবু এসেছেন, আমায় খবর দিস্‌নি?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় রোষ-প্রকাশে ভৃত্য হরচন্দ্রের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভৃত্য হরচন্দ্রের আর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরেকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"ভদ্রলোকেরা এসেছেন; বেটা এক ছিলিম তামাক দেবে,—তাও নয়?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণায় সময়াতিবাহনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সুতরাং যে কথা কহিবার জন্য মনোমোহন তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছেন, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহিবার আর তাঁহার সুযোগ ঘটিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হয় দেখিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সান্ধ্যাহ্নিকের অছিলায় অন্দরে প্রবেশ করিবার ভাব প্রকাশ করিলেন। বুঝিয়া,

মনোমোহন অতি সঙ্কোচের সহিত কহিলেন,—"আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।"

প্রথম বার চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেন শুনিয়াও শুনিতে পাইলেন না। পরন্তু তিনি কহিলেন,—"আপনারা তবে একটু বসুন, আমি আস্‌ছি এখনই।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় একবার অন্দরে প্রবেশ করিলে বাহিরে আসিতে অনেক বিলম্বের সম্ভাবনা; তাই পুনরায় একটু উচ্চকণ্ঠে মনোমোহন কহিলেন,—"আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা ছিল!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"আমার সঙ্গে? কি কথা! বলুন!"

মনোমোহন বলিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"যা কথা থাকে, আপনি বল্‌তে পারেন। এঁরা আমাদের ঘরের লোক; এঁদের সাম্‌নে কোনও কথা বল্‌তে সঙ্কোচ নেই।"

তথাপি যেন মুখ আটকাইয়া আসিতে লাগিল। যেন অনেক চেষ্টার পর, মনোমোহন কহিলেন,—"সেই সকাল বেলা যা বলেছিলাম, সেই কথা।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"ও—সেই টাকা ধারের কথা! তা তো আপনাকে বলেই দিয়েছি! আমার হাতে তো এখন টাকা-কড়ি নেই! থাক্‌লে, আপনি চেয়েছেন, অবশ্যই দিতাম।

কিন্তু কি কর্‌বো—নিরুপায়! জানেনই তো—পাঁচ বেটাকে দিয়েই আমি ফতুর। লোকের দুঃখ দেখ্‌তে পারিনে; তাই ধুলিগুঁড়োও যা থাকে, বার করে দিই। কিন্তু নিমকহারাম বেটারা, নির্ব্বংশের সন্তানেরা, শেষ উঁপুড়-হস্ত হয় না! নেবার বেলায় বাবা বলে, দাদা বলে, কত কি আত্মতা করে; কিন্তু শেষটা আর মনে থাকে না!"

অধমর্ণদিগকে লক্ষ্য করিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যতই গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মনোমোহনের হৃদয়ে ততই যেন সূচীভেদ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল,—মা বসুন্ধরা যদি দ্বিধা হন, তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের উক্তবিধ মন্তব্যে মনোমোহন মনে মনে যদিও বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি নিতান্ত নিরুপায়, তাই তাঁহাকে বলিতে হইল,—"আমার নিকট আপনার টাকা মারা যাইবে না। আমি টাকার জন্য কিছু জিনিস বন্ধক দিতেই প্রস্তুত আছি।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যেন একটু সুর বদলাইয়া লইয়া কহিলেন,—"আরে রাম রাম! আপনার কাছে টাকা মারা যাবে! এ কথা যে মনে ভাবে, সে নরাধম চণ্ডাল! আপনার ঠাকুর হরদেব চৌধুরী মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম নিয়ে এখনও কত লোক অন্ন-সংস্থান কর্‌ছে! আপনি

তাঁর পুত্র,—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ; আপনার সম্বন্ধে কোন্ শালা এমন কথা মনে কব্‌তে পারে? কেমন—মুখুয্যে-মশায়, আপনি কি বলেন?”

যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যের প্রধান ব্যক্তি—রমাকান্ত মুখোপাধ্যায়। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহই কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তির অবকাশ পান নাই। এইবার চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের মুখ ফুটিল; তিনি বলিলেন,—“তার আর সন্দেহ কি! মনোমোহন বাবুর মত শান্ত ও ধর্ম্মভীরু লোক কি আর দ্বিতীয় আছে?”

অযথা আত্মপ্রশংসা-শ্রবণে কুণ্ঠিত হইয়া মনোমোহন কহিলেন,—“আমার এ বিপদে আপনি আমায় রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই।”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—“তা বটে—তা বটে! তবে কি জানেন, লেন-দেনের কারবার আমি দিব্যি-দিবাস্তব করে তুলে দিয়েছি! আর, টাকা-কড়িও আমার হাতে নেই তেমন।”

মনোমোহন।—“তা যাই হোক, আমায় এ যাত্রা রক্ষা কব্‌তেই হবে। আমি এই জিনিস এনেছি; আপনি নেন্; না কব্‌তে হয়, করুন।”

এই সময়ে ভৃত্য হরচন্দ্র সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া গেল।

অন্দর হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—“হরি হে, সকলই তোমার ইচ্ছা!”

সুবর্ণবলয় সম্মুখে রাখিয়া, মনোমোহন আবার কহিলেন,—“যা হয় একটা উপায় করুন। কাল প্রত্যুষেই টাকা পাঠাইতে হইবে।”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যেন শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—“কাল প্রাতেই! কাল কি করে হতে পারে? বলেছি তো—আমার হাতে টাকা-পয়সা নেই; তবে আপনার খাতিরে অন্য কারও কাছ থেকে যদি সংগ্রহ করে দিতে পারি, তার চেষ্টা দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাও বড় শক্ত ব্যাপার। আজকালকার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে সহসা কেউ জিনিস-পত্র বন্ধক রাখ্‌তেই চায় না।”

মনোমোহন উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—“কেন—কেন?”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় রমাকান্ত বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“বলুন তো মুখুয্যে-মশায়—বলুন তো ব্যাপারটা একবার। বেটা কি ঠকানই ঠকিয়েছিল! ভাগ্যিস্ আপনারা পাঁচ জন ছিলেন, নৈলে, কি ঠকানই ঠকিয়েছিল!”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—“তার আর সন্দেহ কি! আপনার ধর্ম্মের সংসার, তাই আপনার দণ্ড গেল না!

গিল্‌টীর গয়না বন্ধক রেখে, শেষে বলে কি না—গিনি সোনার গয়না!”

মনোমোহন কহিলেন,—“এমন লোক এ অঞ্চলে কে আছে, যে গিল্‌টীর গয়না রেখে সোনার গয়না বলে?”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—“নাম আর বল্‌বো কার! আপনার লোকের কথা,—বল্‌তে গেলে নিজেদেরই গায়ে লাগে।”

মনোমোহন।—“তবু! সে সব লোককে চিনে রাখা ভাল।”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—“আমি আর সে নাম কর্‌তে চাই-নে। বলুন—মুখুয্যে-মশায়ই বলুন তো!”

রমাকান্ত।—“আপনি কি শোনেন-নি সে সব কথা! চণ্ডীপুরের আনন্দময় বাবু—আপনাদের বড়-কুটুম্ব ম’শায়!”

মনোমোহন শিহরিয়া উঠিলেন। চণ্ডীপুরের আনন্দময় বাবু—তিনি যে বড় ধার্ম্মিক লোক। না—না—আর কেউ হবে। মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া মনোমোহন কহিলেন,—“কোন্ আনন্দময় বাবুর কথা আপনারা বল্‌ছেন?”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—“চণ্ডীপুরে আবার ক’জন আনন্দময় বাবু আছেন? ওগো! সেই—সেই—তোমাদের সেই সবে ধন নীলমণি!”

বিশ্বাস হইল না। আনন্দময় বাবু যে কোনও প্রবঞ্চনার কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন, মনোমোহন তাহা বিশ্বাস করিতে

পারিলেন না। মনোমোহন কহিলেন,—"তা যাই হোক, আমার এ বলয় সুবর্ণ-নির্ম্মিত, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"না—না, তা বল্‌ছি না—তা বলছি না! আপনার বালা গিল্‌টীর হবে কেন? আপনি প্রাতঃস্মরণীয় হরদেব চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র; আপনার মনে কি কখনও সে প্রবঞ্চনার ভাব জাগ্‌তে পারে? তবে কি জানেন, আমি আপনাকে যতটা শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, যারা টাকা ধার দেবে, তারা যদি ততটা প্রত্যয় না করে;—তাই একটা সংশয় হয়! তা—তা—"

মনোমোহন।—"তা, আপনাকে যা হয় একটা কর্‌তেই হবে। এ সামান্য ক'টা টাকা; খুঁজে পেতে দেখুন; আপনার তবিল থেকেই হবে এখন।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তা হলে, আপনাকে এত বল্‌তে হবে কেন? গয়নাও আনার প্রয়োজন ছিল না। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট বলে মনে করি।"

মনোমোহন।—"তা যাই হোক, আপনি একটু ভাল করে দেখুন। বাড়ী থেকেই হয়ে যাবে এখন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু রোষ-ভাবে উত্তর দিলেন,—"আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি, মনে কর্‌ছেন?"

মনোমোহন অপ্রতিভ হইলেন; অতি সঙ্কোচের সহিত

কহিলেন,—"না—না, আমি তা মনে কর্‌বো কেন? আমি আপনার আশ্রিত, বিপন্ন, অনুগ্রহপ্রার্থী; যা কর্‌লে ভাল হয়, আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন। তবে কাল প্রাতে টাকা না পাঠাতে পার্‌লে, সব মাটি হবে!—বুধবার মোহিনী কোন-ক্রমেই ফিসের টাকা জমা দিতে পার্‌বে না।"

এই বলিয়া মনোমোহন সেই সুবর্ণবলয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া, তাঁহার হাত-দুটী ধরিয়া অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"আমার এ বিপদে আপনাকে রক্ষা কর্‌তেই হবে। আমার টাকার প্রত্যাশায় ভাই আমার পথ-পানে চেয়ে আছে।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যেন বাষ্পাকুল-কণ্ঠ হইয়া কহিলেন,—"অপরের কষ্ট আমি কিছুতেই সইতে পারি-নে। বিশেষতঃ আপনি এসে ধরেছেন;—এ অনুরোধ ছাড়াবার উপায় নেই।"

এই সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি পারিষদবর্গও কহিলেন, —"সত্যই তাই। আপনার হৃদয়, দয়ায় পরিপূর্ণ। সম্মুখে বল্‌তে নেই; নৈলে, এ অঞ্চলে আপনার ন্যায় পরোপকারী মহাত্মা আর দ্বিতীয় আছে কি! আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হউন।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"সকলই হরির ইচ্ছা।"

বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং ঘণ্টা-ধ্বনি হইল। মনো-মোহন চাহিয়া দেখিলেন—নয়টা বাজিল। তিনি ব্যস্ত-সমস্তে

কহিলেন,—"রাত্রি নয়টা বাজিল, আমায় একটু শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করুন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"যখন বলেছি, তখন যা হোক একটা যোগাড় কর্‌তেই হবে। তা কাল যাতে টাকাটার সংগ্রহ হয়, আমি বিধিমতে সে চেষ্টায় রইলাম।"

মনোমোহন।—"কাল? দশটায়! তা হলে চল্‌বে কি করে? সকালেই টাকা না পাঠালে, সময়ে পৌছান সম্ভব নয় তো?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তা' বাপু! এরাত্রে কে আর তোমার জন্য টাকা নিয়ে বসে আছে? তোমার গরজ; কিন্তু যে টাকা দেবে, তার তো আর গরজ নয়? যদি এ ক' ঘণ্টা তোমার সহ্য না হয়, তবে বাপু, তোমার জিনিস নিয়ে যাও।"

মনোমোহন।—"না—না, তা বল্‌ছি-নে; যা ভাল হয়, করুন।"

রমাকান্ত বাবু এই অবসরে কহিলেন,—"আপনি আজ বালা-জোড়াটা চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের কাছে রেখে যান্; তার পর কাল প্রাতে এসে, টাকা নিয়ে যাবেন।"

মনোমোহনের হৃদয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই অযাচিত উপদেশ যেন শেলসম বিদ্ধ হইল। টাকা পাইবেন না, অথচ, জিনিস রাখিয়া যাইতে হইবে—কথাটা তাঁহার প্রাণে বড়ই বাজিল। তিনি কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

মনোমোহনকে চিন্তাক্লিষ্ট নীরব দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"জিনিস আমার কাছে রেখে যাওয়ার দরকার কি? আমি ও সব পরের জিনিস নাড়াচাড়া করা পছন্দ করি না। আমাকে কারোর বিশ্বাস করারও প্রয়োজন নেই।"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুবর্ণ-বলয় বিছানার উপর ছুড়িয়া ফেলিলেন। মনোমোহনের লজ্জার অবধি রহিল না। তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"আপনি সে কি বলেন? আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। আপনাকে আমি আমার প্রধান অভিভাবক বলিয়া মনে করি। আপনার কাছে জিনিস রেখে যেতে আমার কিসের আশঙ্কা? তবে কাল প্রাতেই টাকার প্রয়োজন; তাই এত ব্যস্ততা প্রকাশ করছি।"

রমাকান্ত বাবু আবার কহিলেন,—"প্রাতে টাকার প্রয়োজন, সেই জন্যেই তো জিনিস রেখে যেতে বলছি! আপনি আস্‌বেন, জিনিস দেবেন, তবে উনি টাকা ধার কর্‌তে যাবেন; তার পর, যিনি টাকা দেবেন, তিনি জিনিস যাচাই করে দেখ্‌বেন;—সে ঢের দেরীর কথা! এর মধ্যে সিন্ধুক থেকে টাকা বার কর্‌বার সময়-অসময় আছে; বারবেলা-কালবেলা আছে;—সে অনেক দেরীর কথা! যদি সহজে কাজ মেটাতে চান্, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে, বালা-জোড়াটা রাত্রের মতন রেখে যান। আর তা হলে, কাল প্রাতে টাকাটা নির্ঝঞ্ঝাটে পেয়ে যাবেন।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"না—না, ও সব ঝঞ্ঝাট আর ঘাড়ে চাপাবেন না। আপনারাই তো আমাকে এই রকম করে পাঁচটা বিপদে জড়ান। নেন্—নেন্, মনোমোহন বাবু আপনার জিনিস নিয়ে বাড়ী যান্।"

অভাবে মানুষ দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়। মনোমোহন চারিদিকেই অন্ধকার দেখিলেন। যদি তিনি সুবর্ণবলয় ফিরাইয়া লইয়া যান, কাল প্রাতে আবার কাহার দুয়ারে দাঁড়াইবেন! তাঁহার জন্য টাকা লইয়া কে অপেক্ষা করিতেছে! না—না, সুবর্ণবলয় রাখিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কাল প্রত্যূষে টাকা না পাঠাইতে পারিলে, মোহিনীমোহনের সকল আশা-ভরসা উচ্ছিন্ন হইবে। মোহিনীমোহন যে দাদার আশা-পথ চাহিয়া আছে!

মনোমোহন ব্যাকুল হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চরণ দুটি জড়াইয়া ধরিলেন। বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিলেন,—"আপনি দয়া করিয়া সুবর্ণবলয় রাখিয়া দেন। আমায় পায়ে ঠেলিবেন না। আমি কাল প্রাতে টাকা লইতে আসিব।"

'না-হুঁ-না-হুঁ' ভাব প্রকাশ করিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় সুবর্ণবলয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রির মত বৈঠক ভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুশ্চিন্তায়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবন হইতে বহির্গত হইয়া, মনোমোহন গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাত্রি দেড় প্রহর অতীত-প্রায়। সপ্তমীর চাঁদ তখনও আকাশ আলো করিয়া ছিলেন। মধ্যে মধ্যে খণ্ডমেঘসমূহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছিল; আর, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বায়ু আসিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছিল। মেঘ ও পবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে, তাহাদের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, চাঁদের মুখ কখনও হাস্যছটায় পূর্ণ হইতেছিল, কখনও বা মলিন হইয়া আসিতেছিল।

মনোমোহনের হৃদয়ও, চন্দ্রদেবের ঐ অবস্থা-বিবর্ত্তনের ন্যায়, ক্ষণেক বা আশা-আশ্বাসে উৎফুল্ল হইতেছিল, ক্ষণেক বা দুশ্চিন্তা-নৈরাশ্যে বিমলিন হইয়া আসিতেছিল।

সুবর্ণবলয় রাখিয়া আসিলাম; কিন্তু টাকা আনিতে পারিলাম না! ঘরের লক্ষ্মী—শেষ সম্বল, ঘর হইতে বাহির করিলাম; কিন্তু

রিক্ত-হস্তে ফিরিতে হইল! কি করিলাম? একি ভাল হইল? শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর গচ্ছিত-সম্বল, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় হস্তান্তর করিলাম; কিন্তু ফল কি পাইলাম? কাল প্রত্যূষে মোহিনীকে টাকা পাঠাইতে হইবে;—তাহার উপায়ই বা কি করিলাম? পরহস্তে কোন্ বিশ্বাসে জিনিস ছাড়িয়া আসিলাম! সে আমায় অবিশ্বাস করিল, বিনা জিনিস-বন্ধকে টাকা ধার দিতে সম্মত হইল না; আর আমি তার হাতে বিনা রসিদ-পত্রে সুবর্ণ-বলয় ছাড়িয়া আসিলাম! আমি এ কি করিলাম? বাড়ী গিয়াই বা কি উত্তর দিব? কমলা যখন টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, অথচ টাকা বা সুবর্ণ-বলয় পাইবে না; তখন তাহাকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব?

এক এক পদ অগ্রসর হন, আর মনোমোহনের চিত্ত এইরূপ দুশ্চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হয়। তখন কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল—চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের সম্বন্ধে জন-প্রবাদের বিষয়। মনে পড়িল—তাঁহার কলঙ্ক-কথা। মনে পড়িল—তাঁহার কূট-চরিত্র! শেষ মনে পড়িল,—আনন্দময় বাবুর সহিত তাঁহার প্রবঞ্চনার কাহিনী!

প্রাতঃকালে যদি টাকা না পাই! চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যদি ঐ বলয়ের কথা অস্বীকার করেন! যদি আমার সুবর্ণ বলয়ের পরিবর্ত্তে তিনি এক জোড়া গিল্টির বালা দেখাইয়া, আমায় প্রবঞ্চক বলিয়া তাড়াইয়া দেন! আমি কোন্ মুখে বাড়ী ফিরিব! মোহিনীরই বা কি উপায় হইবে! কমলাকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব!

মনোমোহন আর ভাবিতে পারিলেন না। চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া তিনি পথের ধারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। একবার মনে হইল,—'ফিরিয়া যাই, গহনা ফিরাইয়া আনি।' কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল—'চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের দেউরি বন্ধ হইয়াছে; আমি কাহার নিকট গহনা ফেরত চাহিব!' ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন,—'তবে কি তাঁহার দেউরিতে গিয়া বসিয়া থাকিব; আর প্রভাত হইলে গহনা ফেরত চাহিব!' কিন্তু পরক্ষণেই বাড়ীর ভাবনায় মন বিচলিত করিল। এত রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বাড়ী পৌছিলেন না; বাড়ীতে কমলা কি অবস্থায় আছে, কি মনে করিতেছে! দুশ্চিন্তার এবম্বিধ ঘাত-প্রতিঘাতে মনোমোহন অগ্রসর হইতেও পারিলেন না, পিছাইতেও পারিলেন না। চিন্তাক্লিষ্ট অবসন্ন-দেহে তাই তিনি বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন।

মানুষ যতই অবসন্ন হউক, চিন্তা কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। সংসারে সকলে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু চিন্তা চির-সহচরীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য মানুষের—মানুষেরই বা বলি কেন—বুঝি বা দেবতারও নাই! চিন্তা বহুরূপী। সে কখন্ কি মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়, বুঝিবার সাধ্য নাই। এই যে মনোমোহন ক্ষণ-পূর্ব্বে দুশ্চিন্তা-প্রবাহে ভাসমান হইয়া হতাশ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছিলেন; সেই চিন্তাই পুনরায় তাঁহাকে কূলে আনিয়া উপস্থিত করিল।
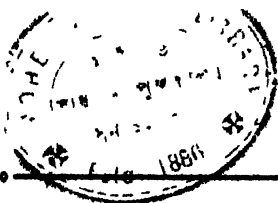
তৃণখণ্ড ভাটার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল ; জোয়ারের জলে আবার যেন তাহাকে ফিরাইয়া আনিল।

মনোমোহন বৃক্ষতলে বসিয়া একদৃষ্টে আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন। সহসা এক বার বায়ু-প্রবাহে মেঘখণ্ড বিচালিত হওয়ায়, শশধরের প্রস্ফুট আলোক তাঁহার নয়ন-পথ আলোকিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ খেলিল। মনোমোহন আপন মনে কহিলেন,—"না—না, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কখনও আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না। এখনও যখন দিনের পর রাত্রি হয়, আঁধারের পর আলোক আসে ; তখন এতটা প্রবঞ্চনা মানুষ কখনই করিতে পারিবে না। আমি সত্য সত্য সুবর্ণ-বলয় রাখিয়া আসিয়াছি ; তিনি টাকা না দিতে পারেন, কিন্তু জিনিসটা একেবারে কখনও উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।"

মনোমোহন যখন এইরূপ চিন্তানিবিষ্ট-চিত্ত, সহসা এক পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল।

"একি দাদাঠাকুর! একলা—এখানে—এত রাতে—কেন দাদাঠাকুর!"

মনোমোহন চমকিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া দেখিলেন—সে ব্যক্তি তাঁহাদেরই প্রতিবেশী পাঁচু ঘোষ।

"এ কে—পাঁচু দাদা? এত রাত্রে তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ দাদা?"

"নগাঁয়ের হাটে গিয়েছিলাম; আস্‌বার সময়ে পুঁটীকে একবার দেখে এলাম।"

"কেমন—পুঁটী ভাল আছে তো?"

"আজ্ঞে হাঁ—দাদাঠাকুর!—আপনাদের আশীর্ব্বাদে, এ যাত্রা মেয়ে আমার রক্ষে পাবে।"

"তা পাবে বৈ কি! তুমি পাঁচু-দা, কখনও কারো অনিষ্টে থাকো না; তোমায় কি ভগবান কখনও শোক দিতে পারেন!"

"আপনাদেরই আশীর্ব্বাদ। দেন দাদাঠাকুর—দুটো পায়ের ধূলো দেন।"

পাঁচু ঘোষ, মাথা হইতে বাজরা নামাইয়া রাখিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল; এবং মনোমোহনের পদধূলি লইয়া মস্তকে ধরিল।

মনোমোহন কহিলেন,—"কেমন পাঁচু-দা, আজকের হাট কেমন হ'ল?"

পাঁচু ঘোষ।—"তা হইছিল ভাল। সতের আনা বিক্রি হয়েছিল। মনে করেছিলাম, কাল আট আনার চাল কিন্‌বো; আর আট আনা মহাজনকে দেব। কিন্তু পুঁটীকে দেখ্‌তে গিয়ে, সে টাকাটা ডাক্তারকে দিয়ে আস্‌তে হলো। সকালের ভাবনা; তা কাল সকালে,—উপায় একটা হবেই! আপনাদের আশীর্ব্বাদে, ভগবান কখনও ছেলে-মেয়ে দুটোকে অনাহারে রাখ্‌বেন না।"

মনোমোহন।—"কেন, কাল সকালে চল্‌বার তোমার কোনও সম্বল নেই নাকি?"

পাঁচু ঘোষ।—"আজ্ঞে, কাল্‌কের ভাবনা আমি থোরাই ভাবি। তবে ভাব্‌ছি "কি—আজ রাতের—"

পাঁচু ঘোষ এই পর্য্যন্ত বলিতেই মনোমোহন চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন,——"তুমি কি বল্‌ছো পাঁচু-দা, আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে।"

পাঁচু ঘোষ।—"আজ্ঞে, সে ভাবনারও কোনও দরকার নেই। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তবে হাত-পা মুখ-চোখ আছে, তাই চেষ্টা কর্‌তে হয়। আপনারা দেবতা-বিশেষ;—আপনাকে আর বল্‌বো কি! আমার ভাবনা—আমি যত না ভাবি, সে যেন সদাই ভাব্‌ছে—দেখ্‌তে পাই। তা চলুন—এখন বাড়ী যাওয়া যাক্।"

পাঁচু ঘোষ যখন ঐ সকল কথা কহিতেছিল, মনোমোহন স্তব্ধ-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। পাঁচু ঘোষ যখন বলিল—'পর দিনের ভাবনা সে অল্পই ভাবে;' মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—'পাঁচু দাদা, তুমিই সুখী!' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল,—'পরদিনের কলুষ-চিন্তায়, তবে আমি কেন আমার মনকে ব্যথিত করি!' তারপর, পাঁচু ঘোষ যখন বলিল—'আমার ভাবনা—আমি যত না ভাবি, সে যেন সদাই ভাব্‌ছে,

দেখ্‌তে পাই!' মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—'পাঁচুদাদা, তুমিই ঠিক বুঝিয়াছ!' সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহনের মন একটু আশ্বস্ত হইল। তাহার ভাবনা যিনি ভাবিতেছেন, আমার ভাবনা কি তিনি ভাবিতে পারেন না! মনোমোহন আপন মনে কহিলেন,—"না—এ ভাব্‌নার বোঝা আমি আর ঘাড়ে রাখিব না। যাহা হইবার, তাহাই হইবে। যাই—বাড়ী যাই!"

মনোমোহন প্রকাশ্যে উত্তর দিলেন,—"চল দাদা, বাড়ী যাই।"

....

মনোমোহনও গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে সপ্তমীর চাঁদ আকাশ-কোলে মুখ লুকাইলেন।

কমলমণি বাতায়ন-পথে আকাশ-পানে চাহিয়া চন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। এত রাত্রি হইল, পতি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না; তাই কমলমণি ব্যাকুলা হইয়া দেবদ্বারে শরণ লইয়াছিলেন। দেবতা তাই যেন তাঁহার পতি-দেবতাকে পৌঁছাইয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

জটলা।

আশা-নৈরাশ্যের সুচিন্তা-দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্ব-কলহে রাত্রি অতিবাহিত হইল। মনোমোহন কখনও হতাশ হইলেন, কখনও আশ্বাস পাইলেন; কখনও আঁধারে ডুবিলেন, কখনও আলোকে ভাসিলেন। কমলমণিও সারারাত্রি চিন্তা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মনোমোহন মশাগ্রাম-অভিমুখে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন।

মনোমোহনও রওনা হইলেন, এদিকে একে একে প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া জটলা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কে আসিলেন, আর কে না আসিলেন, তাহার হিসাবপত্র কেহ রাখেন নাই বটে; কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়,—বিন্দুর পিসী আসিয়াছিলেন, হরির দিদিমা আসিয়াছিলেন, ন-গিন্নী আসিয়াছিলেন, দাসের ঝি আসিয়াছিলেন, আরও কত কে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই শুভাগমনের মূল—সেই বুড়ীর মা।

বুড়ীর মা—চাকরাণী বটে, কিন্তু মনোমোহনের গৃহের যেন কর্ত্রীঠাকুরাণী। বুড়ীর মার এক কন্যা ছিল; তার নাম বুড়ী। বুড়ী—কিশোরী অবস্থাতেই, বুড়ীর মার অন্ধকারা। যে বৎসর বুড়ীর বাপ ওলাউঠায় মারা যায়, আর বুড়ীর মা সেই ভীষণ সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থানে নিপতিত হয়; বুড়ী সেই সময় হইতে বুড়ীর মার অঙ্কভ্রষ্ট। মুখে জলগণ্ডূষ দানের লোক ছিল না, সংক্রামক পীড়ার সংক্রামকতার ভয়ে, আত্মীয়-স্বজন ফিরিয়া চাহে নাই; সেই অবস্থায় বুড়ী, বুড়ীর মার ক্রোড়চ্যুত হয়। জীবন মরণের দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া উঠিয়া, বুড়ীর মা আর বুড়ীকে দেখিতে পায় না। কেহ বলে—বুড়ী ওলাউঠায় মরিয়াছে। কেহ বলে—বুড়ীকে শেয়ালে খাইয়াছে। কেহ বলে—বুড়ীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। বুড়ীর মা, রোগমুক্ত হইয়া, বুড়ীর শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগল হইয়াছিল। কমলমণির পিতা ব্রজবল্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কন্যাশোকে পাগলিনী, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধনয়ন, বুড়ীর মাকে পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া যান। কমলমণি—বুড়ীর সমবয়সী ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচর্য্যায়, পরন্তু কমলমণিকে দেখিয়া, বুড়ীর মার শোক-সন্তাপ অনেকটা দূরীভূত হয়। ক্রমে সে কন্যাজ্ঞানে কমলমণিকে লালন-পালন করিতে আরম্ভ করে। কমলমণিকে ছাড়িয়া সে এক দণ্ড কোথাও থাকিতে পারে না। তাই সে এখন

কমলমণির শ্বশুর-বাড়ীতে বিনা-বেতনে অবস্থিতি করিতেছে। সে সৎগোপের মেয়ে; চাকরাণী বটে; কিন্তু আদরে—সংসারের যেন কর্ত্রী-ঠাকুরাণী।

মনোমোহনের বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব ঘটায়, বুড়ীর মাকে তাঁহার সন্ধান লইতে বলায়, সেই যত গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিয়াছে। এই যে প্রভাতে প্রতিবেশিনীগণ মনোমোহনের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার মূল—বুড়ীর মা।

প্রথমে পদ্ম-ঠাকুরুণের শুভাগমন হইল। কমলমণিকে দেখিয়াই তাঁহার সমবেদনা-সমুদ্র যেন উছলিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আহা হা! সেই বিকেলে বেরিয়েছেন, সারারাত্রি কেটে গেল, এখনও ফির্‌লেন না। কারোকে খোঁজ নিতে পাঠালে না কেন বোন! কার মনে কি আছে—কে জানে! সঙ্গে সোনার গয়না! চোর-ডাকাতেই বা কি কর্‌লে!"

কমলমণি বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন—'তিনি বিপদে পড়েন নাই।'

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পদ্ম-ঠাকুরুণ কহিতে লাগিলেন,—"বিপদে না পড়্‌লেই মঙ্গল! তা বোন, এতখানি বেলা হলো; লোক পাঠাও—লোক পাঠাও। আমার তো আর থাক্‌বার যো নেই! সাঁজো-বাসী পাট আছে; বক্‌নাটাকে এখনও বার করা হয়-নি! যাই—যাই—আমি আবার আস্‌বো এখনি।"

এই বলিয়া পদ্ম-ঠাকুরুণ চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে

বিন্দুর পিসী আসিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"হলধর চক্রবর্ত্তী, দারুণ জোচ্চোর, তার হাতে গিয়ে পড়েছে! এখন বাছা, গয়নাটাই ফিরে পাওয়া দায়! শুনেছো তো, আনন্দময় বাবুর সঙ্গে বেটা কি জোচ্চুরিটাই করেছিল! ভদ্রলোক, সোনার গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে আন্‌লেন; শেষে কি না বেটা পিতলের গয়না ফেরত দেয়। কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ! এতেও বেটার মাথায় বাজ পড়্‌লো না আজও!"

কমলমণি কহিতে গেলেন,—"ভগবান কি এতই নির্দ্দয় হবেন!"

বিন্দুর পিসী।—"তোমার আমার কাছে নির্দ্দয় বৈ কি! শক্তের কাছে তিনি ঘেঁস্‌তেও পারেন না।"

সরসীবালা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে বিন্দুর পিসীর বাক্যসুধা পান করিতেছিল। বিন্দুর পিসী যেই বলিলেন,—'শক্তের কাছে ভগবান ঘেঁসিতে পারেন না,' সরসী উৎকণ্ঠিতা হইয়া কহিল,—"পিসী!—তাই তো পিসী!—তবে কি হবে পিসী!"

বিন্দুর পিসী সরসীকে ধম্‌কাইয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"আ-মর ছুঁড়ী! তোর সে খোঁজে দরকার কি? উনি আদার ব্যাপারী, ওঁর আবার জাহাজের খোঁজ!"

সরসীবালা অপ্রতিভ হইয়া মুখ নত করিল। বিন্দুর পিসী, ভবিষ্যতের অন্ধকারময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সকলের চোখের সমক্ষে

সেই চিত্র ধরিতে লাগিলেন। সে চিত্রে রং ফলাইবার পক্ষে, তাঁহার সহকারিণীর অভাব ঘটিল না।

কাত্যায়নী দেবী কহিলেন,—"জিনিস যা যাবার, তা তো গিয়েছে। এখন মনু আমার প্রাণে প্রাণে অক্ষত-দেহে ফিরে আসুক; এই আমি মা-মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করি।"

আর আর যাঁহারা ছিলেন, প্রায় সকলেই সমান মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ক্বচিৎ কেহ একটু আশা-আশ্বাসের ভাব প্রকাশ করিতে গেলে, তিনি বিড়ম্বিত হইলেন। সেই মহিলা-মজ্‌লিসে অধিকাংশের রায়ে মনোমোহনের বিপদের কথাই বিঘোষিত হইল।

কমলমণি তাঁহাদের সেই অযাচিত উপদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বটে; কিন্তু মেঘের যেখানে উদয় হয়, সেই খানেই বর্ষণ-গর্জ্জন ঘটে;—আবশ্যক হউক বা না হউক, মেঘ কাহারও প্রতীক্ষা করে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। যত কিছু দুর্ভাবনার ও আশঙ্কার কথা ছিল, তৎসমুদায়ই কমলমণির কাছে পুনঃপুনঃ ব্যক্ত হইতে লাগিল।

কমলমণি ডাকিলেন,—"ভগবান, তুমি দেখো! অগতির গতি—তুমি ভিন্ন আর কে আছে?"

* * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

উদ্যোগ-পর্ব্ব।

যে দুশ্চিন্তায় মনোমোহনের রাত্রি কাটিয়াছিল, হলধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সে দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার দুশ্চিন্তা—অন্যবিধ। তাঁহার প্রথম দুশ্চিন্তা—বালাজোড়াটা যাচাই করা সম্বন্ধে। বালা হাতে করিতেই, তিনি উহার অকৃত্রিমত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। তথাপি, কষ্টিপাথর লইয়া দুই চারি বার ঘষিয়া দেখিলেন। রাত্রিতে তেমন বুঝিতে পারিলেন না। প্রভাতে পুনরায় কষিয়া দেখিবেন স্থির করিলেন। তার পর, তাঁহার একটা সন্দেহ হইল—যদি ভিতরে তামার বা লোহার পাত থাকে! তাহাও পরীক্ষা করিবেন—স্থির হইল। শেষ চিন্তা—টাকা দেওয়া সম্পর্কে। যে টাকা ঘরে মজুত আছে, সেই টাকা ভাঙ্গিয়া কি কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে? অথবা, সুদ প্রভৃতি আদায় করিয়া জমাইয়া, পরে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে? এই চিন্তায় অনেক ক্ষণ অতিবাহিত হইল। কিন্তু মনোমোহন যেরূপ আবশ্যকের বিষয় জানাইয়াছে, তাহাতে টাকা দিতে বিলম্ব করিলেই বা চলে কিরূপে? বিলম্ব দেখিয়া, সে যদি জিনিস ফেরত লইয়া যাইতে

চায়! শিকার হাত ছাড়া হইবে! তাহার এরূপ আবশ্যকের সময়ে সুদের মাত্রাও বেশ চড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। শয্যা হইতে উঠিয়া লণ্ঠনটী হাতে লইয়া তিনি একবার বহির্বাটীতে আসিলেন। যে ঘরে হিসাব-পত্র থাকিত, সেই ঘরের চাবি খোলা হইল। একান্তে সেই নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় হিসাবের খাতাপত্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত একাগ্রমনে খাতাপত্র-পরীক্ষা চলিল। মন বড়ই বিষণ্ণ হইল। পরিশেষে, দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে, নয়ন-সমক্ষে যেন আশার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া আপন-মনে কহিলেন,—"বাস্, এই স্থির।"

খাতাপত্র আর আলোড়ন করার আবশ্যক হইল না। প্রকোষ্ঠ বন্ধ করিয়া বারান্দায় আসিয়া তিনি ডাকিলেন,—"হনুমান সিং।" হনুমান সিং সিদ্ধির ঝোঁকে ঝিমাইতে ঝিমাইতে, উত্তর দিল,—"হুজুর!"

হুজুর যে তাহাকে কোন ফরমাইসের জন্য আহ্বান করিতেছেন, সেটুকু তাহার বুদ্ধিতে আসে নাই। অন্যান্য দিন অন্দরে প্রবেশের পূর্ব্বে, তাহাকে হুঁসিয়ার রাখিবার জন্য তিনি যেমন হাঁক দিয়া যান—সেই হাঁক মনে করিয়া, সাড়া দিয়াই হনুমান সিং যথাপূর্ব্ব ঝিমাইতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া, পুনর্বার আর সাড়া না পাইয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় একটু চটিয়া উঠিলেন। হরচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হরে, দেখ্ তো—বেটা ঘুমুচ্ছে বুঝি!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের কোপন-স্বর এবং হরচন্দ্রের উচ্চ-চীৎকার যুগপৎ হনুমান সিংএর কর্ণে আঘাত করিল। হনুমান সিং চক্ষু মুছিতে মুছিতে সঙ্কুচিত ভাবে নিকটে উপস্থিত হইল।

আর কিছু না বলিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"খুব ভোরে পাল্কী-বেহারা চাই; আমায় বিদ্‌গাঁয়ে যেতে হবে।"

"যো হুকুম, খোদাবন্দ্!"

বেহারারা বাবুর খাতক। রাত্রি দ্বি-প্রহরে ডাকিলেও কাহারও কোনরূপ ওজোর করার সাধ্য নাই; সুতরাং হনুমান সিং 'নিস্‌পরোয়ায়' উত্তর দিল,—"যো হুকুম, খোদাবন্দ্!"

হনুমান সিং পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্ত করিতে রওনা হইলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অন্দরাভিমুখে গমন করিলেন। মনে ছিল, শেষ রাত্রিটুকু শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া একটু বিশ্রাম লইবেন। কিন্তু বিশ্রামের আর অবসর কৈ? চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

শর্ব্বরী প্রভাত-কল্পা। পক্ষিকুল বৃক্ষশাখে কল্লোল-কোলাহল উত্থিত করিল। কবি দেখিলেন, পূর্ব্বাশার-দ্বারে উষারাণী উঁকি মারিতেছেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় শুভক্ষণে উষাযাত্রা করিয়া বিদ্‌গাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

— * —

সঙ্কটে।

প্রভাতে বেলা অনুমান আট ঘটিকার সময়ে, মনোমোহন মশাগ্রামে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন। বেলা দশটার পর তাঁহাকে আসিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই; সুতরাং তিনি একটু অগ্রেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

অন্যান্য দিন এমন সময়, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বহির্বাটির বৈঠকখানায় মজ্‌লিস করিয়া বসিতেন। অধমর্ণগণ, মোসাহেবগণ, তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। কিন্তু মনোমোহন আজ এ কি বিপরীত দৃশ্য দেখিলেন! বৈঠখানায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও নাই, তাঁহার পারিষদবর্গও কেহ আসেন নাই; দুই এক জন যাহারা আসিতেছে, ভৃত্য হরচন্দ্র তাহাদিগকে দরজা হইতে বিদায় করিয়া দিতেছে। হরচন্দ্র সদর দরজায় বসিয়া আছে; লোকজন কেহ আসিলে বলিতেছে,—"বাবু বাড়ী নাই, আজ আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।"

মনোমোহন বৈঠকখানার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন,

হরচন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিল। কিন্তু তিনি সে বাধা মানিলেন না। তিনি কহিলেন,—"আমার সঙ্গে পাকা কথা হয়ে আছে। দশটার সময় দেখা হবে; আমি অপেক্ষা কর্‌ছি।"

হরচন্দ্র।—"আজ আর দেখা হওয়ার আশা কর্‌বেন না। তিনি বিদ্‌গাঁয়ে গিয়েছেন; কখন ফের্‌বেন, তার ঠিক নেই।"

মনোমোহন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"বিদ্‌গাঁয়ে গেলেন। কখন্ গেলেন? বিদ্‌গাঁ এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে না?"

হরচন্দ্র।—"আজ্ঞে, তা হবে বৈ কি! তাতেই তো বল্‌ছি, আজ আর দেখা হওয়ার আশা নেই।"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তবে উপায়! আমার টাকার যে বড় দরকার!"

হরচন্দ্র।—"আমি তার কি বল্‌তে পারি! আমি তো আর দেবা-নেবার মালিক নই!"

মনোমোহন।—"আচ্ছা হরচন্দ্র, তুমি কি সত্য বল্‌ছ—তিনি বাড়ী নেই—বিদ্‌গাঁয়ে গিয়েছেন?"

হরচন্দ্র।—"আপনাকে মিথ্যে বলায় আমার লাভ?"

মনোমোহন।—"আচ্ছা, আমার কথা তিনি তোমায় কিছু বলে যান-নি কি?"

হরচন্দ্র।—"কিছু বলে গেলে, আপনাকে গোপন করায় লাভ?"

মনোমোহন।—"তবে আমার কি উপায় হবে—হরচন্দ্র ?"

হরচন্দ্র।—"আমি কি জানি! আর, বল্‌বোই বা কি! তবে আমার এখনই কাজ-কর্ম্মে যেতে হবে; কাজেই সদর দরজা বন্ধ করার দরকার হবে। তা আপনি এখন যান; কাল সকালে তখন আস্‌বেন।"

মনোমোহন।—"সে কি বল—হরচন্দ্র! আমার টাকার বড় দরকার; তাই আগাম জিনিস রেখে গিয়েছি! সকাল বেলা টাকা পাবার পাকা কথা! এখন তুমি আমায় দূর-ছাই করে তাড়ালে, আমি দাঁড়াই কোথায় ?"

হরচন্দ্র।—"এ আর কিছু নতুন নয়। জিনিস. রেখে হাঁটা-হাঁটি করে টাকা সকলকেই নিতে হয়। কাল রাত্রে জিনিস রেখেছেন—বল্‌ছেন; আজই কি টাকা পাওয়া যায়!"

মনোমোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হরচন্দ্র কহিল,—"এখন আর ব'সে থেকে ফল কি ? আপনি এখনকার মত বাড়ী যান; আমি আমার কাজে যাই।"

মনোমোহন ব্যথিত স্বরে কহিলেন,—"হরচন্দ্র! আমার আর বাড়ী ফির্‌বার মুখ নেই। যদি টাকা না নিয়ে যেতে পারি, এই খানেই আমার শেষ!"

মনোমোহনের নৈরাশ্র-ব্যঞ্জক-স্বরে হরচন্দ্র যেন একটু বিচলিত হইল। সে একবার সকল কথা ভাল করিয়া শুনিয়া

লইল। পরিশেষে কহিল,—"দেখুন দাদাঠাকুর, এ সব দেনা-পাওনার ব্যাপারে থাকাও দোষ, আবার না থাক্‌লেও লোকে ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু—"

'কিন্তু' পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু ঢোক গিলিয়া, আবার কহিল, —"কিন্তু লোকের তো সে বিচার নেই! খাট্‌বার সময়ে হরে, কিন্তু একটা পয়সার সময়ে কেউ উপুড়-হস্ত করে না।"

মনোমোহন বুঝিলেন—হরচন্দ্র কিছু পাবার প্রত্যাশা করে। তিনি তখন হরচন্দ্রের হাতদু'টী ধরিয়া বিনয় করিয়া কহিলেন,—"হরচন্দ্র, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে তুমি ডেকে দাও; আমি তোমায় খুসী কর্‌বো।"

হরচন্দ্র।—"খুসী অনেকেই করে থাকে। বল্‌বার সময়ে বলে বটে, কিন্তু কাজে হরচন্দ্রের অদেষ্টে প্রায়ই অষ্টরম্ভা!"

মনোমোহন।—"অন্যে যে যা করুক, তুমি নিশ্চিত জেন, আমি যদি টাকা পাই, তোমাকে কিছু বক্‌সিস্ দেব।"

হরচন্দ্র।—"ভাল, তাই হবে। তা কাল আস্‌বেন; চেষ্টা করে দেখা যাবে।"

মনোমোহন।—"কাল বল কি? আমার আজ টাকা না হলে যে চল্‌বেই না।"

হরচন্দ্র।—"না চল্‌লে আর কর্‌ছি কি! বিদ-গাঁ থেকে ফিরে আসুন; তবে তো!"

হরচন্দ্র সে বেলার মত মনোমোহনকে বিদায় দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা পাইল। কিন্তু মনোমোহন কিছুতেই শুনিলেন না। পরিশেষে, হরচন্দ্রকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া, মনোমোহন বৈঠকখানার বাহিরে একটী বেঞ্চিতে বসিয়া অপেক্ষার সুযোগ পাইলেন।

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। প্রভাতের সূর্য্য মস্তকের উপর উঠিলেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় তখনও প্রত্যাবৃত্ত হইয়েন না। বসিয়া—বসিয়া—বসিয়া, মনোমোহন ভাবনার অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন।

কি করিতে গিয়া এ কি করিলাম! মোহিনীর নিকট টাকা পাঠাইবার সময় অতিবাহিত হইল; কিন্তু টাকা মিলিল না! কুক্ষণে সুবর্ণ-বলয় বাহির করিয়া আনিলাম; বুঝি তাহাও আর ঘরে ফিরিল না।

মনোমোহন আপন মনে কহিলেন,—"ঠিক হইয়াছে! শাস্তি ঠিকই হইয়াছে। এ পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত! বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল বিশ্বাসঘাতকতা! শ্বশ্রূঠাকুরাণী সুবর্ণ-বলয় বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার অধিকার তো আমাদিগকে দেন নাই! আমরা মাত্র উহা রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিলাম। সুবর্ণ-বলয়—পরের সামগ্রী, আমাদের নিকট গচ্ছিত ছিল মাত্র। পরের গচ্ছিত সামগ্রী, নিজের কাজের জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার কি

বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য নয়? এ বিষয়ে কমলা ভাল উপদেশ দেয় নাই! কমলার উপদেশ শোনাও আমার কর্ত্তব্য হয় নাই। বিশ্বাসঘাতক আমি, আমি উপযুক্ত শাস্তি পাইতেছি।"

এ আত্মগ্লানি কিন্তু অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। মনে পড়িল—মোহিনীমোহনের অভাবের বিষয়। মনে পড়িল—তিনি অগ্রজ, তিনি সে অভাব পূরণ না করিলে কে সে অভাব পূরণ করিবে? অনুজ-প্রতিপালন অগ্রজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। সে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইলে, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইতে হইবে না কি? অতএব, মন প্রবোধ মানিল,—"যাহা করিয়াছি, ভালই করিয়াছি।"

ভালই করিয়াছি? পরের জিনিস—যদি ঘরে না থাকিত! তাহা হইলে কি করিতাম? ঐ সুবর্ণ-বলয় ঘরে ছিল না বলিয়া মনে করিলেই তো পারিতাম! যেমন করিয়াই বিচার করিয়া দেখি না কেন, সততার অভাব নিঃসন্দেহ ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রতিফল পাইতেছি। সুবর্ণ-বলয়ও গেল, অর্থও মিলিল না,—প্রায়শ্চিত্ত ঠিকই হইয়াছে।

হতাশে নৈরাশ্যে চক্ষু বিদীর্ণ করিয়া, জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। যদি আজ চক্রবর্ত্তী-মহাশয় প্রত্যাবৃত্ত না হন, যদি আজ টাকা না পাওয়া যায়, জীবন ভার দুর্ব্বহ হইবে,—মনোমোহন আর গৃহে ফিরিতে পারিবেন না। মনোমোহন বড়ই মুহ্যমান হইলেন।

যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই প্রাণ ব্যাকুল হইল যখন। দশটা বাজিল, তখনও একটু আশা ছিল। এগারটা বাজিলে, সে আশা লোপ পাইল। বারটার পর আশামূল উৎপাটিত হইল। তখন আর টাকা পাঠাইবার সময় নাই। ডাক রওনা হইয়া গিয়াছে।

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ভগবান! তুমি এ কি করিলে!"

হরচন্দ্র কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত ছিল। মনোমোহনের সে দীর্ঘনিশ্বাস-সহ চীৎকার তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। সে ঝটিতি আসিয়া একটু রুক্ষস্বরে কহিল,—"ছি ছি-ঠাকুর! পরের বাড়ী, দু'পর বেলা, অমন নিশ্বেস ফেল্‌তে আছে কি? গৃহস্থের অমঙ্গল হবে যে!"

মনোমোহন একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন,—"না—না, হরচন্দ্র, অমঙ্গল হবে কেন? আমি তো কখনও কারো অমঙ্গল-কামনা করি-নি!"

সে করুণ-স্বর হরচন্দ্রের প্রাণে আঘাত করিল। হরচন্দ্র কহিল,—"আপনি উতলা হবেন না। কর্ত্তার নাওয়া-খাওয়াব সময় হলো। তিনি এই এলেন বলে! এতক্ষণ আছেন; আর একটু বসুন।"

নিরাশ-তপ্ত প্রাণে যেন একটু আশার জলসেক পড়িল। মনোমোহন মনে মনে ভগবানকে ডাকিলেন,—"ভগবান, এখনও মুখ তুলে চাও!"

* * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খাতকের গৃহে।

প্রত্যূষে রওনা হইয়া বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্‌গাঁয়ে উপস্থিত হন। ঐ গ্রামে তাঁহার একজন খাতক ছিল। তাহার নাম—রামদাস। ঘর হইতে টাকা বাহির করিতে মমতা হওয়ায়, বিশেষতঃ রামদাসের বাড়ীতে গিয়া জুলুম-জবরদস্তী করিতে পারিলে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা বিধায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্‌গাঁয়ে রওনা হইয়াছিলেন। আজ চার বৎসর হইল, কন্যাদায়-গ্রস্ত হইয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নিকট হইতে রামদাস এক শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। একটী জোত-জমি বন্ধক দিয়া রামদাস ঐ টাকা গ্রহণ করে। সে নাকি চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের বড় অনুগত ব্যক্তি; তাই তাহার জন্য চক্রবর্ত্তী-মহাশয় সুদের হার কিছু কম করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। রামদাস শতকরা চারি টাকা হারে টাকা কর্জ্জ পাইয়াছিল। সুদের টাকা প্রায়ই সে মাসে মাসে শোধ করিয়া আসিয়াছে; কেবল গত বৎসর অজন্মা হওয়ায় সুদ কিছু বাকি পড়িয়া গিয়াছে। সেই বাকি সুদের সুদ ধরিয়া,

রামদাসের নিকট চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখন ছাপান্ন টাকা সুদ বাকি দাঁড় করাইয়াছেন। পূর্ব্বদিন সেই বাকি-জায় সুদের টাকা পরিশোধ করিবার কড়ার গিয়াছে। রামদাস কড়ার খেলাপ করিবার লোক নয়; হয় তো সামান্য কিছু নাজাই আছে, তাই সে আসিতে পারে নাই। রামদাসের বাড়ীতে গিয়া পীড়াপীড়ি করিতে পারিলে, টাকা সংগ্রহ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, কাহারও নিকট কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া, পাল্কী-বেহারা ডাকাইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্‌গাঁয়ে যাত্রা করিয়াছেন। হরচন্দ্র তাঁহার পেয়ারের চাকর। সে, সে বিষয় অবগত ছিল।

রামদাস টাকার চেষ্টাতেই ফিরিতেছিল। কিন্তু যাহার যাহার নিকট তাহার টাকা পাইবার আশা ছিল, কাহারও নিকট সে এক কপর্দ্দক সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে যখন বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিল, সেই সময়ে, আট জন বেহারা ও দুই জন বরকন্দাজ সহ, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পাল্কী রামদাসের দরজায় উপস্থিত হইল। দূর হইতে বেহারাদের কণ্ঠধ্বনি রামদাসের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই স্বরে রামদাসের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। এখন, দ্বারদেশে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পাল্কী উপস্থিত হওয়ায়, রামদাসের হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল।

রামদাস শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। রামদাসকে পদধূলি লইতে দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী-

মহাশয় কহিলেন,—"আর অত ভক্তিতে কাজ নেই! তোমার যা ভক্তি, তা বুঝেছি; তা হলে আমায় আর এ কষ্টটা দিতে না।"

রামদাস বলিতে গেল,—"আজ্ঞে—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বাধা দিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"আজ্ঞে প্রাজ্ঞে আর কাজ নেই। এখন টাকা নিয়ে এস।"

রামদাস অতি সঙ্কোচের সহিত কহিল,—"আজ্ঞে, কিছু কম আছে বলে—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কোনও কথা শুনিতে চাহিলেন না। তিনি বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ কর্কশস্বরে কহিলেন,—"সে সব ওজোর কিছু শুন্‌তে চাই-নে। কাল টাকা দেবার কড়ার গিয়েছে; আজ বেলা এক প্রহর অতীত হতে যায়; আমি কোনই ওজোর শুন্‌ব না। শীগ্‌গীর টাকা নিয়ে এস। আমি দেরী কর্‌তে পার্‌ব না।"

রামদাস বলিল,—"পাই পয়সা কম নেবেন না বলেই—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়,—"কম নেবো কেন? ধার নেবার সময় কিছু কম নিয়েছিলে কি? ছাপ্পান্ন টাকা সুদের জমে গিয়েছে; এখনও ওজোর! তবু আমি আসল চাচ্ছি-নে! কি কথা ছিল, মনে করে দেখ দেখি?"

রামদাস।—"আজ্ঞে হাঁ—আমার অপরাধ হয়েছে বটে। কিন্তু আমায় আর দু'টো দিন সময় দেন।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"ও ন্যাকাপনা এখন রেখে দাও। আমি

হলধর শর্ম্মা ; এ বয়সে অমন ন্যাকাপনা ঢের দেখেছি। যাও—শিগ্‌গীর যাও, টাকা নিয়ে এস।"

রামদাস আর কথা কহিবার অবসর পাইল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল ; তিনি সে কথাও শুনিলেন না। তিনি পাল্কীর বাহিরে বহির্বাটীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; এবং যেরূপে হউক, ছাপ্পান্ন টাকা আনিয়া দিবার জন্য জিদ ধরিলেন।

যেথানে যা ছিল সর্ব্বস্ব কুড়াইয়াও রামদাস আটচল্লিশ টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারিল না।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বাহির হইতে হাঁক-ডাক করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা সেই আটচল্লিশ টাকাই আনিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া, রামদাস কাতর-কণ্ঠে কহিল,—"বাকি কটা টাকা, আমি তিন দিনের মধ্যে পৌঁছে দেব।"

টাকাগুলি গণিয়া লইয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"নিয়ে এস—বাকি আট টাকা শীগ্‌গীর নিয়ে এস।"

রামদাস করজোড়ে কহিল,—"আজ্ঞে, আর আমার ঘরে এক কপর্দ্দক নেই ; যা কিছু ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।"

এই সময় রামদাসের শিশুপুত্র "বাবা—বাবা" করিয়া বাহিরের বাটীতে ছুটিয়া আসিল। শিশুর জননী তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু শিশু তাঁহার হাত ছিনাইয়া ছুটিয়া আসে। শিশুর বয়ঃক্রম অনুমান চারি বৎসর। চেহারাটি

কার্ত্তিকের মত। গলায় একটু সোনার হার ছিল;—সে হার-টুকুতে তাহার শোভা যেন অধিকতর প্রস্ফুট হইয়াছিল। শিশু 'বাবা—বাবা' করিয়া যখন বাহিরের বাটিতে ছুটিয়া আসিল, রামদাস শিশুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"গোপাল—গোপাল! এস, বাবা-ঠাকুরকে প্রণাম কর।" গোপাল ছুটিয়া গিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের চরণ তলে প্রণত হইল। সেই সময় গোপালের গলার হারটুকুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। হার-ছড়াটি নূতন—বং ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"বেটা—আমার টাকা ভেঙে ছেলের গলার হার গড়িয়েছ! এখনও টের পাওনি—আমি কেমন হলধর শর্ম্মা!"

রামদাস গোপালকে কোলে তুলিয়া লইল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"নিয়ে এস—শীগ্‌গীর টাকা নিয়ে এস।"

রামদাস।—"আজ্ঞে, আমার ত আর কোনও সম্বল নেই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"দেনার টাকা ফেলে রেখে যে ছেলের গলার হার গড়িয়ে দিতে পারে, তার কোনও কথা শুনতে চাইনে। নিয়ে এস—টাকা নিয়ে এস।"

গোপালের গলার হারের প্রতি চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের লক্ষ্য পড়িয়াছে দেখিয়া, রামদাস শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল,—"আজ্ঞে, আমার অবস্থা—ছেলের গলায় হার গড়িয়ে দেয়ার অবস্থা নয়। ওর দিদি-মা পরশু ওর জন্য ঐ হার-ছড়াটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এক কন্যা,

এক দৌহিত্র; তিনি এতদিন পর্য্যন্ত কিছু দিতে পারেন-নি বলে লজ্জিত ছিলেন। পরন্তু—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—"রামদাস, ওসব ফেত্‌রাজির কথা কার সঙ্গে কইছ? আমি বড় বোকা—কিছু বুঝিনে—নয়? যাক্, আমি কোনও কথা শুনতে চাই-নে; আমার টাকা নিয়ে এস।"

রামদাস কত মিনতি করিল। কত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু হলধর শর্ম্মা ক্রমেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ছুট্-বেছুট্ দু'চারিটা কথাও বলিয়া ফেলিলেন; আর পুনঃপুনঃ বিদ্রূপ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"যার ছেলের গলায় সোনার হার, তার ঘরে আটটা টাকার সংস্থান নেই! বেটা মিথ্যুক—বেটা জোচ্চোর—"

রামদাস কাণে আঙ্গুল দিল; কহিল,—"ছি ছি, ও সব কথা বল্‌বেন না। যদি হারছড়া নিয়ে আপনার সন্তোষ হয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি। ঋণ করেছি যখন, ফাঁকি কখনই দেব না। রামদাসের সে বংশে জন্ম নয়।"

এই বলিয়া রামদাস গোপালের গলার হার খুলিতে গেল।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় লোলুপ-দৃষ্টিতে হারছড়ার প্রতি চাহিয়া ছিলেন। রামদাসও হারছড়া তাঁহাকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু পিতাকে গলার হার খুলিতে উদ্যত দেখিয়া, হারছড়া

ধরিয়া গোপাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দনে অন্দরে গোপালের জননী আকুলি-ব্যাকুলি করিতে লাগিলেন। রামদাসের গৃহে একটা বিষম উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ উপস্থিত হইল।

এই সময়ে সেই পথ দিয়া একটি ভদ্রলোক গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন। হলধর শর্ম্মার হুঙ্কার, বালকের ক্রন্দন, রামদাসের কাকুতি-মিনতি—যুগপৎ ভদ্রলোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

রামদাসের সদর-বাড়ী সদর-রাস্তার ধারেই অবস্থিত ছিল; প্রাচীর-বেষ্টিত না থাকায়, উহা একরূপ রাস্তারই সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং গণ্ডগোল দেখিয়া ভদ্রলোকটী স্বতঃই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কি আপদ! এ শালা আবার কোথা থেকে এল?"

আগন্তুককে দেখিয়া, হলধর শর্ম্মা একটু সঙ্কুচিত হইলেন। জোঁকের মুখে নুণ পড়িলে সে যেমন ধড়্‌ফড় করে, সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া, হলধর শর্ম্মা তদ্রূপ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে ভাব বড় প্রকাশ পাইল না। তিনি আর উচ্চবাচ্য না করিয়া কহিলেন,—"আমার টাকা পাওনা, আমি টাকা চাই। হারে-ফারে আমার দরকার নেই।"

রামদাস কহিল,—"তা হলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এই হার বন্ধক দিয়ে কোথাও থেকে টাকা এনে দিচ্ছি।"

রামদাস জোর করিয়া গোপালের গলার হার খুলিল।

গোপাল আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদিতে লাগিল।

ভদ্রলোকটি কহিলেন,—"আট টাকার মামলা ত? আচ্ছা, আমি এখন টাকা দিচ্ছি। তুমি ছেলের গলার হার খুল না।"

এই বলিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটি, রামদাসের হাতে আটটি টাকা প্রদান করিলেন। রামদাস তাঁহার হাতে হারছড়া দিতে গেল। তিনি রামদাসের হস্ত হইতে হারছড়া গ্রহণ করিয়া গোপালের গলায় পরাইয়া দিলেন। গোপাল ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে 'মা মা' বলিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ভদ্রলোকটী কহিলেন—"রামদাস, তোমার সুবিধামত তুমি এ টাকা আমায় প্রদান করিও। আমি মনে করিব, আমার খাজনার এ আট টাকা আজ আদায় হয় নাই।"

রামদাস সেই আট টাকা লইয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। টাকা কয়টি বাজাইয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পাল্কীতে উঠিলেন। বেহারারা পাল্কী কাঁধে তুলিল।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যাইবার সময় রামদাসকে বলিয়া গেলেন,—"দেখ রামদাস, আস্‌চে মাস থেকে যেন সুদের টাকার আর খেলাপ না হয়।"

হলধর শর্ম্মার পাল্কী চলিয়া গেলে, আগন্তুক ভদ্রলোকটি কহিলেন,—"রামদাস! তুমি ওঁর পাল্লায় পড়েছ! ওঁর দেনা যে কখনও শোধ যাবার নয়! সুদের সুদ তস্য

সুদ—কত দেবে? ঘটি-বাটি বেচে কোন রকমে যদি ওঁর ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পার, তারই চেষ্টা কর। ও রাঘব-বোয়াল যাকে একবার ধরেছে, তাকেই গ্রাস করেছে।"

রামদাস আগন্তুকের চরণে প্রণত হইয়া কহিল,—"দাদা-ঠাকুর, সে বড় দায়ে পড়েই আমি চক্রবর্ত্তীর কাছে হাত পেতেছিলাম। তখন এতটা জানতাম না। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তা না হলে, যার জন্যে এই ঋণ, সেই বা আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে কেন? মা—নবনী! তুমি কোথায় গেলে মা!"

রামদাসের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। যে কন্যার বিবাহের জন্য রামদাস ঋণগ্রস্ত হয়, রামদাসের সেই কন্যা বিবাহের এক মাসের মধ্যে ইহলীলা সংবরণ করে। কুক্ষণে জ্বর হইয়া শ্বশুর-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া সেই যে শয্যা লইল, আর তাহাকে উঠিতে হইল না। নবনী গিয়াছে; প্রাণ ছিন্ন হইয়াছে; কিন্তু ঋণ এখনও যায় নাই। এই সময়ে, রামদাসের মনে, সেই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক উদয় হইতে লাগিল। রামদাস বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। আগন্তুক সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"রামদাস, বৃথা অনুশোচনায় ফল নাই। যে গিয়াছে, সে আর ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান না হইয়া, যাহারা আছে—তাহাদের মঙ্গলের জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক।"

রামদাস আক্ষেপ করিয়া কহিল,—"ঠাকুর, একটা চিহ্ন পর্য্যন্ত রইল না! সে পক্ষের স্ত্রী গেল—কন্যা গেল, তাদের পরিচয়-চিহ্ন যা কিছু ছিল—সব গেল!"

আগন্তুক।—"যাক্! সে সকল কথা ভুলে যাও। এখন ওঁর ঋণ থেকে কিসে উদ্ধার পাও, তার চেষ্টা কর। নৈলে, দিন কতক পরে তোমার ভিটে-মাটি রাখা দায় হবে। আজ বেলা হলো, এখন আমি আসি।"

রামদাস বলিতে গেল,—"আপনার টাকা—"

আগন্তুক।—"আমার এ টাকার ভাবনা পরে ভাব্‌লে চল্‌বে। ভাব—ওঁর ঋণ থেকে কিসে মুক্তি পেতে পার।"

এই বলিয়া আগন্তুক প্রস্থান করিলেন। রামদাস কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নিকট যেন আত্মবিক্রীত হইয়া রহিল; মনে মনে কহিল,—"আনন্দময় বাবু কি দেবতা! চক্রবর্ত্তী যখন এই দেবতার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে, তখন আমার যে সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি!"

রামদাস সেদিন হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঋণ-দান।

বাড়ী ফিরিবার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। সে চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ—রামদাসের গৃহে আনন্দময়ের সাক্ষাৎকার।

"ও শালা আবার কোথা থেকে হাজির হলো! শালার জন্যে, হারছড়াটা হাতে এসে ফস্‌কে গেল!"

এই কথাই পুনঃপুনঃ অন্তরে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

"রামদাসকে শালা বিগ্‌ড়ে দিতেও পারে। কুক্ষণে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলেম আজ! অদৃষ্টে বড়ই লোকসান ঘট্‌লো—দেখ্‌ছি!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। মনোমোহন একইভাবে বেঞ্চির উপর 'হত্যা' দিয়া বসিয়া আছেন। পাল্কী হইতে নামিয়া, সম্মুখে মনোমোহনকে দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড়ই বিরক্ত হইলেন।

মনে মনে বলিলেন,—"বেটা নাছোড়বান্দা! দিন নেই—তুপুর নেই, বেটা যেন হত্যে দিয়ে আছে!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পাল্কী হইতে নামিতে দেখিয়া, মনোমোহন যখন নমস্কার করিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃদুহাস্তে কহিলেন,—"এই দেখুন, আপনার জন্তে কি কষ্টটাই পেলাম; যারা টাকা দেবে, তারা কি সহজে দেয়! বসিয়ে রেখে—বসিয়ে রেখে, সাত বার সাত ঠাঁই যাচাই করে, তবে টাকা দিতে স্বীকার হয়েছে। তা আপনি বিকেল বেলা আস্‌বেন এখন! যখন ধরেছেন আমায়, উপায় তো একটা করাই চাই!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় এ আবার বলেন কি? মনোমোহন ব্যগ্রতা-সহকারে কহিলেন,—"আমি সকাল বেলা থেকে বসে আছি। আমার যে আর অপেক্ষা কর্‌বার সময় নেই!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তা—বাপু, কি জান, পরের হস্তে ধন। একটু দেরী সইতে হবে বৈ কি!"

মনোমোহন।—"তবে কি টাকার এখনও যোগাড় হয়-নি?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"হওয়ারই মধ্যে বটে! এই সন্ধ্যে নাগাত মিলে যাবে। তা—তার জন্যে আর চিন্তা নেই।"

মনোমোহন।—"সন্ধ্যে নাগাত হলে আমার চল্‌বে না তো! তা হলে আর আমার টাকার দরকার নেই। আমার বালা জোড়াটা তবে আমার ফেরত দেন!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তা—তা—তা, আগে বল্লেই তো হতো! এখন যে তাদের বাড়ী বালা রেখে এসেছি! একটু অপেক্ষা কর। উতলা হও কেন? টাকা এখনই আস্‌বে।"

মনোমোহন।—"সময়েই যদি টাকা পেলাম না, তবে আর টাকা নিয়ে হবে কি?"

এই বলিয়া মনোমোহন পুনরায় বালা ফেরত চাহিলেন। তখন যেন আনন্দময়ের সেই গম্ভীর মূর্ত্তি চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইল। তিনি পুনঃপুনঃ অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিয়াও, সেই ছায়াচিত্র অন্তর হইতে অন্তরাল করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল—আনন্দময় যেন ছায়া-মূর্ত্তিতে আসিয়া মনোমোহনকে উত্তেজিত করিতেছে।

হার-ছড়া হাত-ছাড়া হইয়াছে। সুবর্ণ-বলয়ও কি তবে হস্তস্খলিত হইবে! না—না, হলধর শর্ম্মার কবলে যখন একবার এসেছে, সে যায় আর কোথা!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তিনি মনোমোহন বাবুর পিঠ চাপড়াইয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"মনোমোহন বাবু, উতলা হবেন না। আমি দেখ্‌ছি—কি কর্‌তে পারি! আমার হাতে যদি থাক্‌তো, তা হলে কি আপনাকে এত উদ্বিগ্ন হতে হয়, না আমাকেই এত কষ্ট পেতে হয়! আপনি একটু

অপেক্ষা করুন; আমি দেখছি—যদি কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু কর্‌তে পারি!"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় অন্দর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনোমোহনকে আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিতে হইল।

মনোমোহনের মনে বড়ই অনুশোচনা হইতে লাগিল। মনে হইল,—'টাকার আর দরকার নাই, এখন জিনিসটা ফেরত পাইলে কৃতার্থ হই।'

ইত্যবসরে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের মুহুরি আসিয়া বৈঠকখানার পার্শ্বস্থিত সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটির দ্বার উন্মোচন করিলেন। পরক্ষণে একটু সাদর-সম্ভাষণে মনোমোহনকে তিনি সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ডাকিয়া লইলেন। মনোমোহনের যেন একটু পদোন্নতি ঘটিল। একটু পরেই সেই প্রকোষ্ঠে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের শুভাগমন হইল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় হাসি-হাসি মুখে মনোমোহনকে আদর করিয়া কহিলেন,—"মনোমোহন বাবু, আপনি বড় কষ্ট পেয়েছেন। আপনার জন্য আমাকেও বড় ভুগ্‌তে হয়েছে। তা যা হোক, কাজটা সিদ্ধ হলো;—এই শুভ! দেন মুহুরি মহাশয়—টাকা বার করে দেন। জানেন—মনোমোহন বাবু কত বড়-ঘরের ছেলে! ওঁর বাপ হরদেব চৌধুরীর দরজায় হাতী বাঁধা থাক্‌তো! কি কর্‌বেন—দরকার পড়্‌লে রাজাধিরাজকেও ধার কর্‌তে হয়! এ লেন-দেন কার ঘরে নেই!"

প্রস্তাবিত পঞ্চান্ন টাকা সম্মুখে রাখিয়া মুহুরি মহাশয় মনো-মোহন বাবুর সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিলেন। সেই কাগজে টাকা কর্জ্জ লওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত্ত লেখা ছিল। সেই সর্ত্তে মনোমোহনকে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, তাঁহার সহি লইবার জন্য, তাঁহাব সম্মুখে কাগজখানি ধরা হইল। সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"কি জানেন—ওটা একটা স্মারক-লিপি! শরীর-অশরীর আছে; ওয়ারিস্‌গণ আপনার সঙ্গে বিতণ্ডা কর্‌তে না পারে,—সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। তা সই করুন; ওতে কোনও হানি নেই।"

মনোমোহন সেই কাগজখানা পড়িয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"সুদের হারটা কত ধরেছেন?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"ওটা একটা নাম মাত্র। আপনার কাছে কি আব সুদ নিতে পারি? তবে একটা লেখা পদ্ধতি, তাই লেখা হ'য়েছে। তা একটা সই করুন।"

এই বলিয়া বিশেষ আত্মীয়তা জানাইয়া কহিলেন,—"আপনা-দের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাতে, থাক্‌লে, অমনি দিয়ে সাহায্য কর্‌তে হয়। কি কর্‌বো, ভগবান তেমন দেন-নি, তাই মনের ক্ষোভ মনেই থেকে যায়।"

মনোমোহন আর দ্বিরুক্তি করিতে পরিলেন না। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই কাগজখানিতে সই করিলেন। টাকার

বড় প্রয়োজন; সময় অতি সঙ্কেপ; সুতরাং যে সুদে যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই ঋণ করিতে হউক, মনোমোহন তাহাতে দ্বিধা করিলেন না। তাঁহার প্রাণভরা আশা—মোহিনীমোহন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এ সকল তুচ্ছ ঋণ তিনি ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন!

টাকা লইয়া মনোমোহন ব্যস্তে-সমস্তে গৃহাভিমুখে রওনা হইতেছেন; চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আদর জানাইয়া আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন,—"অনেক বেলা হলো, একটু জল্‌টল্‌ খেয়ে গেলে হ'তো না!"

"সে আর এক দিন হবে তখন!"

এই বলিয়া মনোমোহন ত্বরিত পদে গৃহ-যাত্রা করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলেন—সম্মুখে ভৃত্য হরচন্দ্র ও মুহুরি মহাশয় হাত পাতিয়া আছেন। অগত্যা সেই টাকা হইতে হরচন্দ্রকে এক টাকা এবং মুহুরি মহাশয়কে দুই টাকা বক্‌সিস্‌ বা দস্তুরি প্রদান করিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মোহিনীমোহন।

মোহিনীমোহন যেদিন টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, সেদিন টাকা পৌঁছিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাক-পিয়ন আসিল; 'মেসের' যে কয়খানা চিঠি ছিল, বিলি করিয়া গেল; কিন্তু মোহিনীমোহনের নামে কোনও টাকা আসিবার কথা কিছুই কহিল না। তথাপি একটু ব্যগ্রভাবে মোহিনীমোহন পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে, আমার নামে কোনও মণি-অর্ডার আছে কি?"

"না বাবু, আজ আর এ বাসার কোনও টাকা নেই।" এই বলিয়া পিয়ন চলিয়া গেল।

পিয়নও চলিয়া গেল, তাহার অব্যবহিত পরেই যামিনী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যামিনীকান্ত রায় ওরোফে যামিনী বাবু কলিকাতার জনৈক বন্ধু। মোহিনীমোহনের সঙ্গে একই 'মেসে' তিনি অন্য ঘরে বাস করেন। তিনিও পড়া-শুনার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। কিন্তু অনেক দিন হইল, পড়া-শুনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাধারণে জানে এবং তাঁহার অভিভাবকেরাও জানেন যে, তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কিছুই নহে। দেশ হইতে খরচের টাকা আসে, আর সেই টাকায় তিনি বাবুগিরি করিয়া বেড়ান। কাজের মধ্যে কাজ—তিনি এখন 'মেসের' অবৈতনিক ম্যানেজার। তাঁহাব বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে প্রকাশ,—শিবঃপীড়ার জন্য এ বৎসর তিনি পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, আগামী বৎসরেব জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

পিয়নকে দরজার বাহিরে যাইতে দেখিয়া, যামিনীকান্ত তাড়াতাড়ি মোহিনীমোহনের কক্ষে আসিলেন; এবং ব্যস্তভাবে কহিলেন,—"দাও তবে, টাকা দাও!"

মোহিনীমোহন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"কৈ ভাই, টাকা আজ তো এলো না!"

যামিনীকান্ত।—"তা হলে চল্‌বে কি করে?"

মোহিনীমোহন।—"কাল নিশ্চয়ই টাকা আস্‌তে পারে।"

যামিনীকান্ত।—"কাল হলে, আমার কি করে চলে?"

মোহিনীমোহন।—"তা, একটা দিন কোনও রকমে—"

যামিনীকান্ত।—"চল্‌বার উপায় থাক্‌লে কি এত পীড়াপীড়ি করি?—যা হোক্, দেখ, কোন রকমে যোগাড় কবে দেও। টাকা না দিলেই আজ চল্‌ছে না।"

বলিতে বলিতে যামিনী বাবুর মুখমণ্ডল একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

মোহিনীমোহন মনে মনে দাদার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"দাদার একটু কাণ্ড-জ্ঞান নেই! তিনি দরকার অদরকার আদৌ বোঝেন না! মচ্ছি-মোলামেখান, আর গাল-গল্প করে বেড়ান! সত্যি সত্যিই যদি পরীক্ষার টাকা জমার দেওয়ার দিন কাল হ'ত, তাহলে কি মুস্কিলেই পড়্তাম! আমি যেই খুব সেয়ানা, তাই দশ দিন আগে আগেই তাগিদ দিই,—বাড়িয়ে বাড়িয়ে টাকা চেয়ে পাঠাই!"

মোহিনীমোহন দাদার অকর্ম্মণ্যতার এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার বিষয় চিন্তা করিতেছেন; ইতিমধ্যে যামিনী বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"যা হোক্, আজ অন্ততঃ পাঁচটা টাকা আমায় দেও।"

মোহিনীমোহন।—"তা হলে কি বল্তে হতো আমায়?"

যামিনীকান্ত।—"যদি হাতেই কিছুই নেই, তবে সেদিন বাল্য-বিবাহ-নিবারিণী সভায় সে বাহাদুরী নিতে যাওয়া কেন? দশটা টাকা ঝনাৎ করে ফেলে দেওয়া হ'ল!"

মোহিনীমোহন একটু হাসিয়া কহিলেন,—"ওসব ভাল কাজ। ওতে সমাজের মঙ্গল হতে পারে। আমাদের কলেজের প্রফেসর গুঁই-সাহেব যা বল্লেন, সে কথা শুনলে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?"

যামিনীকান্ত।—"তা যেন হলো ; কিন্তু আমায় যখন কড়ার করেছিলে, তখন টাকার যোগাড় রাখা উচিত ছিল।"

মোহিনীমোহন।—"তা তুমি দুশোবার বলতে পার ভাই। হাতেও কিছু ছিল বটে। তবে সেদিন থিয়েটার দেখতে যাওয়ায়, সব খরচ হয়ে গেল। তা তো তুমি জানই!"

যামিনীকান্ত।—"তা বটে! কিন্তু তুমি ভামিনীকে শুধু শুধু দুটো টাকা মদ খেতে দিলে কেন?"

মোহিনীমোহন।—"বন্ধু মানুষ, ধরলে—কাজেই দিতে হয়! তারা নিত্যি আমাদের পার্টির খরচ যোগায়, আর আমি একটা দিন খরচ করবো না? বাড়ী থেকে খরচের টাকা আসবে বলেই একটু 'রিস্কে' গিয়েছি। কিন্তু দাদা যে টাকা পাঠাতে এতটা দেরী করে বসবেন, তা কি তখন জানতাম?"

যামিনীকান্ত।—"তা যা হোক, কিছু এখন দিতেই হচ্ছে।"

মোহিনীমোহন।—"থাকলে কি আর দিতাম না? তা ভাই, আজকের দিনটা আমায় মাপ কর।"

যামিনীকান্ত।—"ক'দিন হলো মনে কর দেখি? মাস কাবার হলো ; আমি মেসের টাকা ভেঙ্গে খরচ করেছি। তা এখন কি করি বল দেখি?"

মোহিনীমোহন।—"একটা দিন বৈ তো নয়—একটা দিন আমায় মাপ কর ভাই!"

যামিনীকান্ত—"তা তো বল্‌ছো বটে; কিন্তু কালও যদি টাকা না আসে?"

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—'দাদাটী আমার এম্‌নি অর্ব্বাচীনই বটেন! পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্ছেন, আর ভুঁড়ী বাগাচ্ছেন্! বাপের ভিটে যেন তাঁর একারই! দেখি—পাশটা তো আগে হই!' প্রকাশ্যে উত্তর দিলেন,—"কাল আস্‌বে বৈ কি? কাল আর টাকা না পাঠিয়ে থাক্‌তে পারেন! আমি টাকা জমা দেওয়ার যে শেষ দিন ধরে দিয়েছি, তাতে টাকা কাল নিশ্চয়ই এসে পৌঁছাবে।"

যামিনীকান্ত।——"আজ কিন্তু কিছুখানা দিলে ভাল হতো।"

মোহিনীমোহন।—"কেন আর লজ্জা দাও ভাই।"

যামিনীকান্ত টাকার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মোহিনীমোহন মনে মনে তাই দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় দোষারোপ করিলেন। আর দাদার জন্য তাঁহাকে মিছামিছি অপমান হইতে হইল বলিয়া, দাদার প্রতি বিশেষ রোষভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যামিনীকান্ত কহিলেন,—"কাল টাকা দেওয়া চাই-ই! কাল যেন আর ফির্‌তে না হয়।"

মোহিনীমোহন।—"তা হবে না; কাল দাদা নিশ্চয়ই টাকা পাঠাবেন।"

পুনঃপুনঃ দাদার দোহাই দেওয়া হইতেছে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, যামিনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ বারবার দাদার কথাই বল্‌ছো; কিন্তু এতদিন তো কৈ তোমার দাদার কথা কিছু শুনি-নি। তিনি থাকেন কোথায়?—করেন কি?"

মোহিনীমোহন।—"কি আর কর্‌বেন! বাপ-পিতামোর জমিদারী আছে; পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছেন্।"

যামিনীকান্ত।—"কিছু কাজকর্ম্ম করেন না তবে?"

মোহিনীমোহন।—"কাজকর্ম্ম কর্‌লে কি আর টাকা ক'টা পাঠাতে এত কুঁড়েমি হতো! আল্‌সের শিরোমণি!"

যামিনীকান্ত।—"বিষয়-পত্র তাঁকে দেখ্‌তে হয় তো?"

মোহিনীমোহন।—"তিনি আর দেখেন ছাই! পাঁচ ভূতে লুটে-পুটে খায়!"

যামিনীকান্ত।—"যা হোক, আমাকে এখন টাকার চেষ্টায় বেরুতে হবে। আমি এখন আসি। কাল কিন্তু টাকা চাই-ই।"

যামিনীকান্ত বিদায় গ্রহণ করিলে, দাদার অকর্ম্মণ্যতার ও দায়িত্বহীনতার চিত্র পুনঃ পুনঃ মোহিনীমোহনের চিত্রপটে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তাঁহার কখনও মনে হইল,—দাদা ইচ্ছা করিয়া টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিতেছেন; কখনও মনে হইল,—বাড়ী বসিয়া বসিয়া তিনি কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মেসের বাসায়।

চিড়িয়াখানায়—সিংহ আছে, ব্যাঘ্র আছে, ভল্লুক আছে, মার্জ্জার আছে, মূষিক আছে, সরীসৃপ আছে, বিহঙ্গম আছে, প্লবঙ্গম আছে—রঙ-বেরঙের কত জন্তুই আবদ্ধ আছে। তাহাদের পিঞ্জরই বা কত রকম-বেরকমের! কেহ একাই একটী প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া হুঙ্কারে দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে! কেহ বা সদলবলে একই খাঁচায় আবদ্ধ আছে! কোথাও বা মাণিক-জোড় মিলিয়াছে; কোথাও বা বিরহের তপ্ত-শ্বাস ছুটিয়াছে।

সেই মেসের বাসাটী—যেন একটি ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা। যাঁর যেমন ক্ষমতা, এ চিড়িয়াখানায় তিনি সেইরূপ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। চিড়িয়াখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীরা যেমন হুঙ্কার ছাড়িতে ক্রটি করে না, এই মেসের বাবুরাও তেমনি আপন আপন গৌরবের আস্ফালন করিতে ক্রটি করেন না। তবে সে আসল চিড়িয়াখানার চিড়িয়াদের সঙ্গে, এ চিড়িয়াখানার বাবুদের একটু পার্থক্য আছে। সে চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা আপন

আপন গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে,—এক শ্রেণীর চিড়িয়া অন্য শ্রেণীর চিড়িয়ার সহিত মিশিতে পারে না। কিন্তু এ চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা, অনেক সময় গণ্ডীর বাহির হয়, এবং একে অন্যের সহিত মিশিতে পারে। কাজেই শেয়াল, কুকুর, গাধা, এ চিড়িয়াখানায় পরস্পর কোলাকুলি-গলাগলি করিতে সমর্থ হয়।

বড় বিষম ঠাঁই—এ মেসের বাসা! শেয়ালে কুকুরে গর্দ্দভে বানরে এমন একাকারের ঠাঁই বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই! কাজেই একের চরিত্র-প্রভাব, অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! মনোমোহন আপন শান্ত-শিষ্ট জ্যেষ্ঠানুগত লক্ষ্মণ-ভাইটীকে, লেখা-পড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গ-গুণে সে ভাই তাঁর কেমন্ যেন একটু অন্যভাব প্রাপ্ত হইল। তিনি লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইলেন না; কিন্তু ভাই তাঁহার, কলিকাতার সংসর্গে, কেমন এক নূতন ছাঁচে গঠিত হইতে লাগিল।

পর দিন পূর্ব্বাহ্নে—মনি-অর্ডার আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই—মোহিনীমোহনের টাকা আসিয়া পৌছিল। তাড়াতাড়ি টাকা পৌছিবে বলিয়া, মনোমোহন তারযোগে (টেলিগ্রাফিক্ মনি-অর্ডারে) টাকা পাঠাইয়া দেন। টাকা পৌছিতে বিলম্ব-হেতু দাদার প্রতি যে বিরক্তির ভাব সঞ্চিত হইয়াছিল, টাকা আসিয়া পৌছানর পরও সে বিরক্তির নিবৃত্তি হইল না, বরং বৃদ্ধিই পাইল।

"দেখেছ—দাদার আক্কেলটা! চেয়ে পাঠালাম—সত্তর টাকা; পাঠালেন কি না—পঞ্চান্নটী টাকা! যেন ভিক্ষে দিচ্ছেন!"

টাকার ঝন্‌ঝনানি-শব্দ শুনিয়াই, যামিনীকান্ত বাবু মোহিনী-মোহনের প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মার্জ্জার যেন ওৎ পাতিয়া ছিল; টাকার ঝন্‌ঝনানিরূপ মূষিকের দ্রুতপদ-সঞ্চলন, তাহাকে উল্লম্ফনে শিকার-অন্বেষণে ধাবমান করিল।

যামিনীকান্তকে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মোহিনী-মোহন প্রথমেই দাদার আক্কেলটার কথা কহিলেন।

"এক দিন আগে পাঠালে হয়! তা না, বড়-মানুষী ফলিয়ে, তারে টাকা পাঠালেন! ওদিকে তো নবাবী ষোল আনা; কিন্তু আমার বেলায় যত কপ্‌চি কাটা! দেখ্‌লে ভাই, ব্যাপারখানা একবার?"

যামিনীকান্ত ভরসা দিয়া কহিলেন,—"তুমি চিঠি লিখে দাও। ভাবনা কি?—আবার এখনি টাকা এসে পৌঁছাবে। কি লিখ্‌তে কি লিখেছিলে, হয় তো লেখায় তোমারও ভুল হতে পারে!"

মোহিনীমোহন।—"হাঁ! তোমার ঐ একই কথা! আমার কি কখনও লিখ্‌তে ভুল হয়? আমি ঠিকই লিখেছিলাম।"

যামিনীকান্ত।—"যা হোক, আজ আর একখানা লিখে দাও; টাকা এসে পৌঁছাবে।"

এই বলিয়া যামিনীকান্ত হাত পাতিলেন; কহিলেন,—"মনে

করেছিলাম, তোমার কাছ থেকে ক' টাকা বেশী নেবো; তা হলেই মেসের বাড়ী-ভাড়ার টাকাটা জুটে যেত! তা দেখছি—তোমারই টানাটানি! যা হোক, যা দেবে বলেছ, সেইটেই দেও।" এই বলিয়া যামিনীকান্ত আপন মনে কহিলেন,—"বাড়ী-ওয়ালার দর্‌ওয়ান্ বেটা বড় বদ্! বেটা যেন ঘড়ি ধরে ঘোড়া চড়ে আসে! বেটার যেমন বিট্‌কেল স্বর, তেমনি বদ্‌খত চেহারা!"

নেপথ্যে ডাকিল,—"যামিনী বাবু হায়! রোপেয়া লে আও—থোড়া জল্‌দি কর্‌কে লে আও।"

এই পর্য্যন্ত রব মোহিনীমোহনের ও যামিনীকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাগাদাকারী দরোয়ান্, আপন মনে আরও কত কি বকিতে লাগিল। সে আপনা-আপনি বলিতে আরম্ভ করিল,—"হামারা বহুৎ কাম হায়! হিঁয়াসে জান্‌বাজার যানে হোগা; হুঁয়াসে মওলালী হোকে বৌবাজার; পিছে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক।" ধীরে ধীরে এইরূপ বলিতে বলিতে, আবার চীৎকার করিয়া কহিল,— "কাঁহা গিয়া বাবু, জল্‌দি আও—জল্‌দি আও, হামারা বহুৎ কাম হায়।"

দরোয়ানের স্বর শুনিয়া, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, যামিনীকান্ত কহিলেন,—"ঐ বেটা এসেছে! দেও ভাই, দেও! তুটো টাকা বেশী দিও তো ভাই। তু'টাকা ঘাট্‌তি আছে। ওবেলা তোমায় দেবো।"

যামিনীকান্ত এমনই ব্যস্ততা জানাইয়া টাকা চাহিলেন যে,

মোহিনীমোহন আপন ন্যায্য আবশ্যকের কথা ভুলিয়া গিয়া, যামিনীকান্তকে টাকা প্রদান করিলেন। যাহা দিবার কথা ছিল, তাহা অপেক্ষা দুই টাকা বেশীই দেওয়া হইল।

মেসের যে প্রকোষ্ঠে মোহিনীমোহন অবস্থান করিতেন, সে প্রকোষ্ঠে আর একটী ছাত্রের স্থান ছিল। প্রকোষ্ঠটি দৈর্ঘ্যে আট হাত, প্রস্থে ছয় হাত। দুই খানি কেওড়া-কাঠের তক্তা-পোষে পাশাপাশি দু'টী বিছানা পাতা। দুই দিকের দু'টি জানালার পাশে, দুই জনের দু'টী টিনের বাক্স আছে। পড়িবার বইগুলি কখনও সেই বাক্সের উপর থাকে, কখনও বা বিছানার উপর আসিয়া আশ্রয় লয়। মাটীর পিল্‌শুজে, দু'জনের দু'টী মাটীর প্রদীপ আছে। রেড়ির তেল-সহযোগে, রাত্রিতে দুই দিকে দু'টি প্রদীপ জ্বালিয়া, দুই জনে পড়া-শুনা করেন। দুই জনের দুই রকমের পড়া;—একজন সকালে বিকেলে কলেজে যান, অন্য জন দ্বিপ্রহরে। সুতরাং রাত্রে ভিন্ন দিবসে পরস্পরের সাক্ষাৎকার কচিৎ ঘটে। যিনি যখন একাকী সেই ঘরটিতে অবস্থান করেন, নূতন লোক কেহ দেখিলে, ঘরটীতে তাঁহার একার অধিকার বলিয়াই মনে করে। হিসাব-মত ঘরটীতে এক জনেরই অতি-কষ্টে বাস করা চলে; কিন্তু মেসের বাসার মামুলি ব্যবস্থা-ক্রমে, ঘরটীতে দুই জনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। যে দুই জন ছাত্র প্রকোষ্ঠটী অধিকার করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও অধিক

ব্যয়-ভার বহনের ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং টানাটানি করিয়া কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া দুই জনকেই ঐ ঘরটীতে থাকিতে হইত।

অনেক দিন হইতে মোহিনীমোহনের মনে একটা অভিনব চিন্তার সঞ্চার হইয়াছিল। ঘরটী একার অধিকারে রাখা, আর আস্‌বাব-পত্রের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন প্রভৃতি—সেই চিন্তার মূল।

"নরেশ বাবুর ঘরটী কেমন সাজান! সুন্দর কেমন একখানি খাট, কেমন একটী গদি, কেমন একটী নেটের মশারি, কেমন টেবেল একটা, কেমন চেয়ার দু'খানি, কেমন বাতি-দানটী, কেমন সেল্‌ফ-জোড়াটী! কেমন সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি ক'খানি! ঘরটী দেখ্‌লে ভদ্রলোকের ঘরের মত বোধ হয়! আর আমার—যেমন ঘর, তেমনি বিছানা-পত্র! কেওড়া কাঠের তক্তাপোষখানি,—পাশ ফির্‌তেই ক্যাঁচ-কোঁচ! বিছানায়—ছারপোকার বাথান! দু'খানা ভাল জাজিম কিন্‌বো, তাও টাকায় কুলায় না! আলো মিট্‌-মিট্‌ করে! দাদা বলেন,—'খবরদার, ল্যাম্পের আলোয় পড়িস্‌নে, চোখ খারাপ হবে!' কৈ, নরেশ বাবুর তো কিছুই হয়-নি! একটা টেবিল চেয়ার কিন্‌বো অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই হ'বার যো নেই। দাদাকে টাকা পাঠাতে বল্‌লে, তিনি কেবলই ওজোর করেন। আমি যে টাকা চেয়ে পাঠাই, তাও যদি সব ঠিক পাই, তা হ'লে কোনরকমে আসবাব-পত্তোরগুলো করে নিতে পারি। কিন্তু কেমন তিনি

দৃষ্টি-কৃপণ, টাকা পাঠাবার সময়, ঠিক হিসেবটী করে তবে টাকা পাঠান। এই যে পঞ্চান্ন টাকা পাঠিয়েছেন, এ থেকে ক'টী টাকা বাঁচ্‌বে? আমোদ-আহ্লাদ দূরে থাক, ইচ্ছে হ'লে, একটা টাকা কোনও সৎকর্ম্মেও ব্যয় কর্‌তে পারি নে! কল্‌কাতায় কত সৎকাজের অনুষ্ঠান! আজ বাল্যবিবাহ-নিবারণের সভা, কাল বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের সভা, পরশু দুর্ভিক্ষ-দমনের সভা, তার পর দেশোদ্ধারিণী সভা,—কোনও সদনুষ্ঠানেই আমি কিছু দিতে পারি-নে! বড়ই মুস্কিলে পড়েছি! পরীক্ষাটা তো হয়ে যাক্! একবার বাড়ী যেতে পাব্‌লে হয়!"

মোহিনীমোহন মনে মনে এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা করিয়া দাদার সম্বন্ধে যখন নানা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছেন; সেই সময়, সুধীরচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেহ গলদ্‌-ঘর্ম্ম; অতি ব্যস্তভাবে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে করিতে, তিনি বাসার চাকরকে স্নানের তেল দিবার জন্য ও আহারের স্থান করিবার জন্য ডাক দিলেন।

সুধীরচন্দ্র ও মোহিনীমোহন একই প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বে যে দুইখানি তক্তাপোষের কথা বলিয়াছি, তাহার একখানি ইঁহারই। সুধীরচন্দ্রের ব্যস্ততা দেখিয়া, মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত ব্যস্ত কেন আজ?"

"হাঁ ভাই! এখনি আমায় বেরুতে হবে। একটা প্রাইভে-

টিউসন পেয়েছি। এগারটা থেকে একটা পর্য্যন্ত পড়াতে হবে।"

মোহিনীমোহন।—"তোমার দেখ্‌ছি, খাঁই আর মেটে না! ছুটো আছে, আবারও একটা!"

সুধীরচন্দ্র।—"বলেছি তো ভাই, সংসারে বড় অনাটন। কুলোয় না। কাজেই এ সব চেষ্টা কর্‌তে হয়।"

মোহিনীমোহন।—"এত খাট্‌নিতে শরীর বাঁচ্‌বে কি করে? এদিকে তো সারা রাত্তির জেগে নিজের পড়া পড়, তার পর সকাল বেলা কলেজ, বিকেল বেলা কলেজ, দুপুর বেলায় ছেলে-পড়ান, সন্ধ্যে বেলায় ছেলে-পড়ান,—বড় শক্ত তোমার হাড় বটে!"

সুধীরচন্দ্র।—"কি কর্‌বো ভাই! তোমাদের মত তো আর আমার বিষয়-সম্পত্তি নেই! তোমাদের পড়া—সখের পড়া! আমার পড়া—পেটের দায়ে পড়া! বাসার খরচ যোগাতে হবে; বাড়ীতে খরচ পাঠাতে হবে; আমি কি নিশ্চিন্ত থাক্‌লে চলে?"

কথা-বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে, সুধীরচন্দ্রের কাপড়-ছাড়া, তেল-মাখা সাঙ্গ হইল। কথা কহিতে কহিতেই, সুধীরচন্দ্র স্নান-আহার করিতে গেলেন।

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—"সুধীরকে আর বেশী দিন বাঁচ্‌তে হচ্ছে না দেখ্‌ছি! এতো খাটুনিতে কি আর মানুষ বাঁচে?"

এই সময় পুনরায় দাদার স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল।

"দাদা আমার, এ সব বিষয়ে অনেকটা ভাল বটে! তিনি বলেন —'পড়ার সময় অন্য কোন দিকে মন দিও না। পড়ার সময় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে, পড়ারও হানি হতে পারে,—শরীরও ভেঙ্গে যেতে পারে।' তাই দাদা আমায়, অন্য কোন দিকে মন দিতে দেন না। আমি একবার একটা প্রাইভেট্ টিউসন নে'য়ার কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; বলেছিলেন—'আমি যত দিন বেঁচে আছি মোহিনী, পড়ার খরচের জন্য তোকে ভাবতে হবে না।' তাঁর এ উৎসাহ না পেলে, আমি কি এতদূর এগুতে পারতাম। সে হিসেবে দাদা আমার দেবতা!"

পরক্ষণেই চিন্তার গতি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। মোহিনী-মোহন আপন মনে কহিলেন,—"তাই বা বলি কি করে! সে তাঁর কেবল স্তোক-বাক্য বৈ ত নয়! কৈ—আমার কোন্ অভাবটা তিনি মিটিয়েছেন? আর তিনিই যে আমার পড়ার সাহায্য করেন, তাই বা বলি কি করে? পৈত্রিক সম্পত্তি কি আমাদের কিছুই নেই! রসিক খুড়ো যে বলতেন— 'তোর বাবা বেনামীতে কিছু রেখে গিয়েছেন, তাতেই তোর দাদার নফর-চপর!' সে কথাটা একেবারে কখনও মিথ্যে হতে পারে না। যা রটে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে! পিতৃ সম্পত্তিতে উভয়েরই সমান অধিকার। আমার টাকা—আমার

দেবেন, তাতে আর মহত্বটা কি? সে হিসাবে বরং আমায় যে অভাবের কষ্ট সইতে হয়, তার দায়ী তিনি। তিনি পায়ের উপর পা দিয়ে বাড়ী বসে খাচ্ছেন, আর এখানে আমার এই অভাব-অনাটন!"

অভাবের কথা মনে হওয়ায়, মোহিনীমোহন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"পরীক্ষাটা তো হয়ে যাক্, তার পর দেখা যাবে তখন। চিঠি তো লিখ্‌ছি আবার! দেখি,—আর কিছু টাকা আসে কি না।"

এই সময় সহসা ভামিনীকান্ত বাবু আসিয়া উপস্থিত। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন,—"এই যে তোমার টাকা এসেছে দেখছি! চল, তবে আজ একটু ফুর্ত্তি করা যাক্।"

মোহিনীমোহন উত্তর দিলেন,—"না ভাই! যে টাকা এসেছে, তাতে খরচই কুলোচ্ছে না! আমায় এখনি কলেজে গিয়ে ফিসের টাকা জমা দিতে হবে।"

ভামিনীকান্ত।—"সে তখন কাল গেলেই হবে।"

মোহিনীমোহন।—"তা-কি কখনও হয়? টাকা আজ-ই জমা দিতে হবে।"

ভামিনীকান্ত পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু মোহিনীমোহন কোন-ক্রমেই সম্মত হইলেন না। তিনি পরীক্ষার টাকা জমা দিবার জন্য কলেজে রওনা হইলেন।

* * *

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন ভাবনা।

পরীক্ষা প্রদানানন্তর মোহিনীমোহন বাড়ী আসিয়াছেন। কিন্তু পাছে তাঁহার কোমল চিত্তে চিন্তা-কীট প্রবেশ করে—এই জন্য, কি করিয়া 'ফিসের' টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, মনোমোহন কনিষ্ঠকে তাহা জানিতে দেন নাই। আপনাদের দৈন্য-দারিদ্র্যের অবস্থাও মনোমোহন, মোহিনীমোহনের নিকট সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। পড়া-শুনার সময় সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট হইলে পাছে পড়া-শুনার বিঘ্ন ঘটে,—তাঁহার এই আশঙ্কাই অভাব-অনটনের কথা গোপন রাখিবার প্রধান কারণ।

মোহিনীমোহনের পরীক্ষার পর মনোমোহন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবেন—মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ, আর এক নূতন চিন্তার সৃষ্টি করিল। আধুনিক পরীক্ষা-পারাবার পার হইবার উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জ্জন। পরীক্ষা-প্রদানের পূর্ব্বে, পরীক্ষার্থী এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন মনে করে, —পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহার কিছুই হয় না। তখন, নৈরাশ্যের

পর নৈরাশ্য আসিয়া চিত্তকে অবসন্ন করিয়া তুলে। বর্ত্তমান সমাজে শিক্ষিত যুবকগণ যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছেন, সেই নৈরাশ্যই তাহার প্রধান কারণ।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, মনোমোহন ও মোহিনীমোহন উভয়েরই মনে অর্থোপার্জ্জনের পথের চিন্তা জাগিয়া উঠিল। সে পথ প্রথমে যত সুগম বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন ততই দুর্গম হইয়া দাঁড়াইল।

মনোমোহন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের দূর-সম্পর্কিত কোনও আত্মীয় যুবক বি-এ পরীক্ষায় পাশ হইয়া ডেপুটি মাজিষ্টরী পদ প্রাপ্ত হন। সেই যুবকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, মোহিনীমোহন ডেপুটিগিরি পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। প্রথমে মনে হইয়াছিল—পাশ হইলে সামান্য চেষ্টা করিলেই সে পদ মিলিবে। কিন্তু এখন কার্য্যকালে দেখা গেল, সে কল্পনা—আকাশ-কুসুম। কথা—পাশ লইয়া নয়! কথা—সুপারিশ লইয়া! পরীক্ষার ফল উনিশ-বিশ হইলেও কিছু আসে-যায় না; সুপারিশের জোরই প্রধান জোর। কিন্তু মোহিনীমোহনের জন্য সে সুপারিশ কে করিবে? তাঁহার পিতা হরদেব চৌধুরী বিদ্যমান্ থাকিলে, সুপারিশের জন্য বড় ভাবিতে হইত না। তখন সুপারিশ আপনিই জুটিয়া যাইত। সে সব সুপারিশের সম্ভাবনা বিধায়, চৌধুরী মহাশয়েরও বড় আশা ছিল,—তাঁহার একটি পুত্রকে তিনি

হাকিম করিয়া যাইবেন। কিন্তু মানুষের আশা কোন্ দিন কবে পূরণ হয়? শিশু দু'টিকে নিরাশ্রয় রাখিয়া তিনি যখন লোকান্তর গমন করেন, তখন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাসে বুঝি বা সেই মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছিল! পিতার সেই আক্ষেপের বিষয়, পুত্রেরা জননীর নিকট অনেক বারই শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া, মনোমোহন মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের দ্বারা পিতার সে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার আশা নাই বুঝিয়া, মোহিনীমোহনের দ্বারা সে আশা পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইবেন,—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইয়াছিল। দুঃখ-দারিদ্র্যের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া তাঁহার পক্ষে ততদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে; তাই তিনি, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া পথের কণ্টক অপসারণ-পূর্ব্বক, কনিষ্ঠকে সেই পথে অগ্রসর করাইবেন,—স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণপাত প্রযত্নের ফলে, ভগবানের অনুকম্পায়, তিনি এখন মোহিনীমোহনকে সে পথে অনেক দূর অগ্রসর করাইয়াছেন; আর সামান্য পথ অতিক্রম করাইতে পারিলেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়।

পথ সামান্য বটে; কিন্তু বাধা বড় গুরুতর। পরিশ্রমে কুলাইল না। অর্থব্যয়ে কুলাইল না। চাই—সুপারিশ! সে সুপারিশও আবার যার-তার সুপারিশ হইলে চলিবে না। চাই—

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেরের সুপারিশ! চাই—বিভাগীয় কমিশনরের সুপারিশ! সে সুপারিশ—কে যোগাড় করিয়া দিবে?

মোহিনীমোহন সন্ধান জানিয়া আসিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের মধ্যে পদ্মলোচন বলভদ্র যদি একটু চেষ্টা করেন; তাহা হইলে কিছু ফল ফলিতে পারে। পদ্মলোচন নাকি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেরের বড় প্রিয়পাত্র।

মোহিনীমোহন সেই কথা কমলমণির কাণে তুলিয়াছিলেন। কমলমণি তাই পতিকে কহিলেন,—"পদ্মলোচনের কাছে একবার গেলে ভাল হয় না? আমি শুনেছি, আজকাল সরকারে তাঁর ভারি মান!"

পদ্মলোচনের নাম অনেক বার মনোমোহনের মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু পদ্মলোচনের দ্বারস্থ হইতে তাঁহার মন কিছুতেই সরিতেছিল না। কমলমণি যখন পদ্মলোচনের কথা পাড়িলেন, মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"সেই পোদ-নন্দন পদ্মলোচন! জন্মান্তরে কি পাপই করিয়াছি, যে তার দুয়ারে আবার জোড়-হাতে দাঁড়াইতে হইবে! ভগবান অদৃষ্টে যে কত অপমান লিখিয়াছেন, কে জানে!"

মনোমোহনকে নীরব দেখিয়া, কমলমণি কহিলেন,—"ভাব্‌ছ কি? আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি বলি, তুমি আজই একবার যাও!"

মনোমোহন বিষম চিন্তার সহিত কহিলেন,—"তাই তো ভাব্‌ছি,

কি করি। যার মুখ দেখ্‌তে ঘৃণা হয়, তাকে গিয়ে খোসামোদ কর্‌তে হবে!"

কমলমণি—"কি কর্‌বে; কাজ পড়েছে; উদ্ধার করা তো চাই!"

মনোমোহন।—"আমার কিন্তু বড়ই বাধ বাধ ঠেক্‌ছে। মন কিছুতেই সর্‌ছে না। একে নীচ-জাত—ছায়া স্পর্শ কর্‌লে পাপ হয়; তার উপর সে আমাদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা মনে হলে, তার আর মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমাদের নাবালক অবস্থায়, ঐ বেটার জন্যই তো আমাদের নিয়ে মাকে পথে বস্‌তে হয়েছিল! যে প্রবঞ্চনা করে আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছে, তারই কাছে আবার কৃপার ভিখারী হ'ব? না—না; ভাইয়ের আমার ডেপুটিগিরিতে আর কাজ নেই! ভাই-আমার, আমার মত একটা মাষ্টারি কাজেরই চেষ্টা দেখুক। দিন আন্‌বে, দিন খাবে; তাতে পদ্মলোচনের মত পাষণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথা বিকিয়ে রাখতে হবে না। আর যেখানে যেতে হয়, আমি সব জায়গায় যেতে পারি; কিন্তু কমলা, ও বেটার নাম আর আমার কাছে করো না।"

মনোমোহন বিষণ্ণ-বদনে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

কমলমণিরও মুখ নত হইল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নিকট পদ্মলোচনের ব্যবহারের কথা তিনিও কতক কতক শুনিয়াছিলেন।

এখন সেই সকল কথা তাঁহার চিত্ত-পটে জাগিয়া উঠিল। ঐ সম্বন্ধে পতিকে আর অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ আসিল।

কিন্তু পরক্ষণেই মোহিনীমোহনের আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িল। মোহিনীমোহনের ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা, সে যেন হাকিমী-পদ পায়। কমলমণিও দেবরের জন্য দেব-দ্বারে কত মানসিক করিয়া রাখিয়াছেন। সে আশা কি পূর্ণ হইবে না? দাদাকে বলিবার জন্য মোহিনীমোহন কমলমণিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কমলমণির সেই কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল—মোহিনীমোহন কত কাতর-কণ্ঠে তাঁহাকে বলিয়াছিল,—'দাদা যদি একবার পদ্ম-লোচনের বাড়ী না যান, আমার আর কোনও আশা নাই!' মনে পড়িল—সেই কাতব অনুরোধ। মনে পড়িল—মোহিনী-মোহনের বিষণ্ণ বদন। আর মনে পড়িল—কি বলিয়া তিনি মোহিনীমোহনকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন!

কমলমণি পুনবায় বিনীত স্বরে কহিলেন,—"আমি সকলই বুঝিতেছি; সকলই জানিতেছি; কিন্তু মোহিনীমোহনের যাতে মঙ্গল হয়—তার জন্য মান-অপমান জ্ঞান করলে চল্‌বে না। তুমি স্বামী—দেবতা; তোমার সাম্‌নে বল্‌ছি, মোহিনীমোহনের মঙ্গলের জন্য আমার প্রাণ দিলে যদি কোন ফল হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত আছি। আমি জানি, তুমিও মোহিনীমোহনকে প্রাণের অধিক ভালবাস। তবে কেন মান-অপমানের ভাবনা

ভাব্‌ছ ? যদি পদ্মলোচনকে ধর্‌লে মোহিনীমোহনের আশা সফল হয়, আমার একান্ত প্রার্থনা, তুমি সে চেষ্টায় বিরত হ'য়ো না।"

মনোমোহন সকলই বুঝিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন সরিল না। তিনি কহিলেন,—"কমলা, আর যে অনুরোধ কর্‌তে হয়, কর ; ও অনুরোধ আর আমায় করো না।"

এই বলিয়া মনোমোহন বিষম চিন্তাক্লিষ্ট-চিত্তে বহির্বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন। কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না। এত ব্যয় স্বীকার করিয়া, এত উদ্বেগ সহ্য করিয়া, মোহিনীমোহনকে পাশ করাইলেন ; কিন্তু ফল ফলিল না! তিনি মনে মনে কহিলেন,—'সকল পথ দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়া শেষে খেয়াঘাটে গড়াগড়ি যাইতে হইল।'

এই সময় মোহিনীমোহন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি পার্শ্বস্থ গ্রামে কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মনোমোহনই কনিষ্ঠকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। সে আত্মীয়ের নাম—হরকিঙ্কর রায়। যে আত্মীয় যুবকের হাকিমী-পদ প্রাপ্তিতে মোহিনীমোহন ডেপুটিগিরির জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, সেই যুবক এই হরকিঙ্কর রায়ের পুত্র। হরকিঙ্কর রায় মোহিনীমোহনের সম্বন্ধে যদি কিছু সহায়তা করিতে পারেন, সেইজন্যই মোহিনীমোহন তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। মনো-মোহনের সঙ্গেও এ সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের পূর্ব্বে কিছু কথাবার্ত্তা

হইয়াছিল। রায় মহাশয় তখন বলিয়াছিলেন,—"মোহিনীমোহন যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন আমার নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন; যাহা ব্যবস্থা করিতে হয়, করিয়া দিব।

মোহিনীমোহনকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, আগ্রহান্বিত হইয়া, মনোমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কি বলিলেন?"

মোহিনীমোহন।—"তিনি বলিলেন—আর দিন কতক আগে হইলে তিনি চেষ্টা করিতে পারিতেন। সম্প্রতি জেলার মাজিষ্টরের সঙ্গে তাঁহার একটু মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি এখন কোনই সুপারিশ করিতে পারিবেন না।"

মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"আমি আগেই তা জানিতাম। তবে চেষ্টা করিতে হয়, তাই করিয়াছি। যাহারা নিজের স্বার্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা কি কখনও অপরের জন্য চেষ্টা করিতে পারে? হরকিঙ্কর রায় নিজের স্বার্থ অন্বেষণেই ব্যস্ত। তাঁর নিকট কিছু আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

মোহিনীমোহন কহিলেন,—"তবে 'তিনি একটা পরামর্শ দিলেন ভাল। আপনি যদি আজই কোনও রকমে পদ্মলোচন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারেন, নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যেতে পারে। তিনি সন্ধান পেয়েছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এখনও কারুকে সুপারিশ করেন-নি। তাঁর নিকট পদ্মলোচন বাবুর আজকাল বড় খাতির।"

আবার সেই নাম! ভায়ারও সেই ইচ্ছা! মনোমোহন কহিলেন,—"ভাই, তোমায় তো তার ইতিহাস সব বলেছি! তবুও তুমি আমায় পদ্মলোচনের কাছে যেতে বল্‌ছ?"

মোহিনীমোহন।—"না গেলে আর উপায় কি আছে! না গেলে আমার সারা-জীবনের পরিশ্রমটা বৃথা হয়ে যাবে। যেমন করে হ'ক, কাজ উদ্ধার কর্‌তে হবে তো! আমি বলি, আপনি যান—তাঁর কাছে একবার যান।"

মনোমোহন।—"তাঁর কাছে যেতে আমার কিছুতেই মন সর্‌ছে না।"

মোহিনীমোহন।—"আপনি যদি এখন নিরুদ্যম হন, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে পড়্‌বে। এতটা করেছেন; আর সামান্যের জন্যে কেন ক্ষোভ রাখেন?"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; কহিলেন,—"মোহিনী, তবে নিতান্তই যেতে বল্‌ছ?"

মোহিনীমোহন।—"আজ্ঞে হাঁ, যেতে হবে বৈ কি! চলুন, এখনও তত বেলা হয়-নি। এখনই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আস্‌তে পার্‌বেন।"

মনোমোহন ভাবিলেন,—'যদি না যাই, মোহিনীমোহনের বড় আপ্‌শোষ থাক্‌বে। যদি কোনরকমে চাক্‌রি না পায়, তা হলে সে আপ্‌শোষের আর পরিসীমা থাক্‌বে না। না গেলে,

মোহিনীর প্রাণে বড় বাজ্‌বে।' পরক্ষণেই মনে হইল,—'বড় অপমানের কথা! সেই নরাধমের মুখ আবার দেখ্‌তে হবে! তার কাছে গিয়ে ম'শায় ম'শায় করে খোসামোদ কর্‌তে হবে! ও!—কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!'

মোহিনীমোহন ডাকিলেন,—"দাদা! উঠুন—চলুন—আর দেরী কর্‌বেন না।"

মনোমোহন ব্যথিত-স্বরে কহিলেন,—"যেতেই হবে? আচ্ছা, তবে যাচ্ছি!"

মোহিনীমোহন কি-জানি কি মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া মনোমোহনকে পদ্মলোচনের ভবনাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন। মোহিনীমোহনের কথায় মনোমোহন পদ্মলোচনের গৃহে রওনা হইলেন,—এ সংবাদে কমলমণির আনন্দের অবধি রহিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পদ্মলোচন-সকাশে।

বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন-চিত্তে মনোমোহন পদ্মলোচনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন বৈঠকখানায় পুরা মজ্‌লিস বসিয়াছে। মধুমক্ষিকাবেষ্টিত মধু-চক্রের ন্যায় পদ্মলোচন মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন।

পদ্মলোচনের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট। বৈঠকখানার মধ্যস্থলে একটি গদির উপর বহুমূল্য কারুখচিত একখানি গালিচা পাতা। সেই গালিচার উপর একটি তাকিয়া ঠেস দিয়া পদ্মলোচন বসিয়া আছেন। তাঁহার বামপার্শ্বে অদূরে একখানি সুবৃহৎ থালার উপর একটা গড়গড়া শোভা পাইতেছে; আর তাহার নলটি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখভাগে সুবিস্তৃত ফরাসের বিছানার উপর সারি সারি মোসাহেবগণ বসিয়া আছেন। তাঁহাদের অনেকেরই—কাহারও বা ক্রোড়ের উপর, কাহারও বা পৃষ্ঠদেশে, এক একটি তাকিয়া সংলগ্ন রহিয়াছে। দশ বারটা রকম-বেরকমের বৈঠকের উপর, রূপা-বাঁধান হুঁকা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

মজ্‌লিস পূরা মাত্রায় জমিয়াছে। গাল-গল্পের ও হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাশিতেছেন, কেহ বা বাহবা দিতেছেন। হুঁকার প্রতি তাম্রকূটসেবীদের প্রাণটা ছুটাছুটি করিতেছে। কেহ বা ধূমপান করিতেছেন, কেহ হুঁকা হাতে ধরিয়া কলিকার প্রতীক্ষায় আছেন, কেহ বা সতৃষ্ণ-নয়নে অন্যের ধূমপানের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। মজ্‌লিসে প্রায় প্রতি প্রসঙ্গেই পদ্মলোচনের গুণগাথা কীর্ত্তিত হইতেছে; আর তাহাতে প্রকারান্তরে পদ্মলোচনের অন্তর-বাহির আপাদ-মস্তক বর্ণিত হইয়া যাইতেছে।

মরি মরি—কি রূপ-মাধুরি! দেহ খর্ব্ব বটে; কিন্তু আয়তনে বিধাতা কেমন সুন্দররূপে সে খর্ব্বতার পূরণ করিয়া দিয়াছেন। ভুঁড়িটি মহিষের মশকের মত; কিন্তু তোবড়ান নয়—বুদ্ধিরূপ জলপূর্ণ। রং ঘন-কৃষ্ণ; কিন্তু গলায় এক ছড়া সোনার হার দোদুল্যমান থাকায়, যেন কালাচাঁদের অঙ্গ বন-মালায় শোভমান্ হইয়া আছে। ঠোঁট দুটি কাল বটে; কিন্তু তাম্বুল-আসব-সংলিপ্ত দশন-পংক্তি-বিকাশে তার আর শোভার অবধি নাই! সাদা কথায়, চলিত ভাষায়, উপমাচ্ছলে বলিতে পারা যায়, সে যেন তামাকের টীকায় আগুন ধরিতেছে। নাসিকাদ্বয়—তুলনায় 'তিল ফুল জিনি' ছিল বটে; কিন্তু বিধাতা পুরুষের কারু-শক্তির অভাবে (বোধ হয় দৃঢ়তা-সম্পাদক মাল-মসলারও তাঁহার অভাব ঘটিয়াছিল)

একটু বসিয়া পড়িয়াছে। সে বরং ভালই হইয়াছে। নাকটি বসিয়া যাওয়ায়, দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে; আর তাহাতে স্বরটি ঙ্‌-কারান্ত হওয়ায় বড়ই মিঠা হইয়াছে। চক্ষু-দুটি চক্রাকার;—ভাঙের ভজনায় নিয়তই রক্তবর্ণ হইয়া আছে। অপরের পক্ষে উহা মত্ততার লক্ষণ বটে; কিন্তু পদ্মলোচনের পারিষদগণ বুঝাইয়া থাকেন,—"এও এক সুলক্ষণ; কারণ, শাস্ত্রে আছে,—পুরুষের লক্ষণ রক্তচক্ষু নারীর মুখে হাসি।" এইরূপ যে অঙ্গের যে অংশেরই আলোচনা হউক না কেন, পদ্মলোচন সর্ব্বাংশেই সুষ্ঠু সুপুরুষ। বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় যে কবি বলিয়াছেন—'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়'; এ ক্ষেত্রে, পদ্মলোচনের রূপ-বর্ণনা করিতে হইলে, তাঁহাকে নিশ্চয়ই বলিতে হইত—'দোষ হৈয়া গুণ হৈল পদ্মের বেলায়।'

পারিষদগণের প্রশংসা-বাদের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মলোচনও এক একবার আপনার বাহাদুরির ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি কখনও আপন বিক্রমের কথা কহিতেছেন, কখনও আপনার খাতিরের কথা শুনাইতেছেন, কখনও বা আপনার পরোপকার-বৃত্তির পরিচয় দিতেছেন। সাহসিকতার প্রসঙ্গে পদ্মলোচন কহিলেন,—"বাঁঘ তোঁ নয়, বেঁটা যেন ষাঁড়। যেঁ তাঁড়া কঁরেছিনু, বেঁটা বাঁসায় গিঁয়ে মঁরে থাঁক্‌বে।" একবার মাজিষ্টর সাহেব পদ্মলোচনের সঙ্গে 'সেক্‌হেণ্ড্‌' করিয়াছিলেন। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া

মজ্‌লিসে সে কথার আলোচনা হয়। পদ্মলোচন গরবে বক্ষ স্ফীত করিয়া বলেন,—"খাঁতির কিঁ? এঁ দেঁশের কোঁন শাঁলার তেঁমন খাঁতির আঁছে? জেঁলার মাঁজিষ্টর; হঁর্ত্তা কঁর্ত্তা বিঁধাতা —যাঁরে ঈঁশ্বর চেঁয়েও কোঁন কোঁন অংশে বঁড় বঁলা যাঁয়—তিঁনি কিঁ না আঁমার হাঁত সেঁক কঁর্‌লেন! আঁর দেঁখা হঁলেই বঁলেন—গুঁড মঁর্‌নিং পদ্মনোঁচন। কিঁ খাঁতির—কি খাঁতির!" পারিষদগণ অমনি বলিয়া উঠেন,—"কি খাতির! কি খাতির! এমন খাতির রাজা গবচন্দ্রও পান-নি।" শেষ যখন পরোপকারের কথা উঠিল, তখন আর পদ্মলোচনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পদ্মলোচন উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"সেঁটা কেঁমন হঁলো বঁলুন দেঁখি! যেঁ যঁত সঁই কঁল্লে, আঁমি সঁব বাঁইর ওঁপর টেঁক্কা দিঁলাম। সাঁহেব কঁত খুঁসী।" এই সময় পদ্মলোচনের গদগদ ভাব দেখিয়া, সুযোগ পাইয়া মহলানবীশ মহাশয় কহিলেন, —"পরোপকারের কথা কইতে গেলে, বিনোদিনীর উদ্ধারের কথাটাই সার কথা! ঐ ব্যাঁপারে আপনি সকলের উপর টেক্কা দিয়েছেন।" পদ্মলোচন কহিলেন,—"বঁলুন তোঁ মঁহলানবীশ মঁশায়, কাঁজটা কিঁ খাঁরাপ কঁরেছি! শাঁলারা আঁবার আঁমার অঁসাক্ষাতে নিন্দে কঁরে।"

মহলানবীশ কহিলেন,—"আরে, পরে কে কি বলে, সে কথায় আপনি কান দেন কেন? অসাক্ষাতে লোকে রাজার মাকেও

ডান্ বলে থাকে। বলুক দেখি—শালারা আমাদের সাম্‌নে বলুক্ দেখি একবার! দেখি—তা'হলে কার ধরে কত বড় মাথা আছে!"

পদ্মলোচন।—"তাই তো—তাই তো! আমিও তো তাই-বলি! আসুক দেখি বেটারা, আমার সাম্‌নে আসুক দেখি একবার। কেমন—কাজটা কি খারাপ করেছি! বিনোদিনী বিধবা হ'লো, খেতে পর্‌তে দেবার কেউ নেই; আমি তাকে বার ক'রে এনে খাওয়া-পরা দিয়ে রেখেছি; মন্দ কাজটা ক'রেছি কি? এতদিন না খেতে পেয়ে সে যে বেভিশ্যা হ'য়ে যেতো! আমি তাকে কত যত্নে রেখেছি।"

মহলানবীশ।—"শুন্‌তে পাই, সে নাকি এখনও আপনার পোষ মানে-নি?"

পদ্মলোচন।—"শালী ভারি পাজী—শালী ভারি পাজী!"

মজ্‌লিসে হো-হো হাসির রব পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময় মনোমোহন সেই মজ্‌লিসে প্রবেশ করিলেন।

দক্ষিণদ্বারী বৈঠকখানা। উত্তর-মুখ হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে, প্রথমেই পদ্মলোচনের পদ্মলোচনে কটাক্ষ পড়িল। মনোমোহনের বৈঠকখানায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, মজ্‌লিসের হাস্য-কোলাহল একটু মন্দীভূত হইয়া আসিল। মনোমোহনের উপস্থিতিতে, পারিষদগণের অনেকেই বিরক্ত হইলেন, কেহ বা দুঃখ

বাঁকাইলেন; কেহ বা মনে মনে গালি দিলেন; কেহ বা অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কহিলেন,—"আসুন—আসুন—মনোমোহন বাবু আসুন!"

পদ্মলোচন সামান্য একটু মাথা নোয়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"প্রাঁতঃ প্রঁণাং!"

মনোমোহন অনেক ক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—পদ্মলোচন নীচবংশজাত, সুতরাং পদ্মলোচনের মজ্‌লিসে একাসনে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতির সমাবেশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু কি দেখিলেন? দেখিলেন—সব একাকার! চূড়ামণি মহাশয় আছেন; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আছেন; ঘোষ মহাশয় আছেন; মল্লিক মহাশয় আছেন; সে গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের ভদ্রলোকগণ প্রায় সকলেই আছেন! যাহারা জল আচরণীয় নয়, তাহারাও আছে; আবার যাঁহারা বিশুদ্ধিতার বড়াই করেন, তাঁহারাও আছেন। মনে মনে বড় অনুশোচনা উপস্থিত হইল। "হায় সমাজ!—তোমার এতই অধঃপতন ঘটিয়াছে! সমাজ-বন্ধন!—তুমি এতই শিথিল হইয়াছ!" সমাজের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তাঁহার একবার মনে হইল,—'না, চলিয়া যাই। যেখানে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে একাসনে সমাসীন, সেখানে আমার আসা কখনই উচিত হয় নাই।' কিন্তু পরক্ষণে মোহিনীমোহনের মুখ মনে পড়িল। মোহিনীমোহন যে মর্ম্মভেদী স্বরে তাঁহাকে পদ্মলোচনের নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়াছে,

সে স্বর যেন কানের কাছে বাজিয়া উঠিল। মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"আসিয়াছি যখন, একটা চেষ্টা করিয়া যাই।"

মনোমোহন দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া পদ্মলোচন কহিলেন,—"বসুন।" পারিষদগণও সেই সুরে সুর মিলাইলেন,—"বসুন।"

কিন্তু কোথায় বসিবেন? ব্রাহ্মণ আছেন, চণ্ডাল আছেন, নবশাখ আছেন, সর্ব্ববর্ণের সমন্বয় ঘটিয়াছে; তিনি কোথায় বসিবেন!

বসিতে তাঁহার মন সরিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনোমোহন কহিলেন,—"আমার একটু প্রার্থনা আছে। যদি—"

মনোমোহন বাবুকে মজলিসে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রাধাসুন্দর প্রামাণিক আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। তিনি পদ্মলোচন বাবুর ম্যানেজার, দক্ষিণ হস্ত বা সর্ব্বেসর্ব্বা।

মনোমোহন 'যদি' পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া প্রামাণিক মহাশয় কহিলেন,—"যা বল্‌বেন, বলুন। এখানে ঘরের লোকই সব আছেন। আমাদের বাবু ম'শায়ের কি দয়ার শরীর! সকলের সকল রকম প্রার্থনা জানাবার সুযোগ হবে বলে, সকাল বেলাটা বাবু ম'শায় মজ্‌লিস করে বসে থাকেন। তা বলুন—বলুন—কি বল্‌বার আছে বলুন!"

মনোমোহন।—"আমার কথাটা—একটু—"

প্রামাণিক।—"আজ্ঞে, সে ভাবনা ভাব্‌বেন না। বাবু ম'শায়ের কাছে ও সব ভেতর-বার কিছু নেই।"

প্রামাণিক মহাশয় আরও কহিলেন,—"দেখ্‌চেন্‌ই তো—কেমন সাদা সিধে লোক! সাফ কথা—সাফ জবাব। বাবু মশায়ের আমাদের পেটে একখানা মুখে একখানা নেই।"

এই সময় পদ্মলোচন বাবুও কহিলেন,—"বঁলুন, আঁপনার যাঁ বঁক্তব্য আঁছে—বঁলুন।"

অগত্যা মনোমোহন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। অতি বিনীত-স্বরে আপনার বক্তব্য বিবৃত করিলেন। শেষ বলিলেন,—"আপনি একটু দয়া কর্‌লে, আমাদের দুবেলা দুটো অন্নের সংস্থান হয়।"

পদ্মলোচন অনেক ক্ষণ গম্ভীরভাবে রহিলেন। অনেকবার প্রামাণিক মহাশয়ের দিকে চাহিলেন। পরিশেষে প্রামাণিক মহাশয়কেই উত্তর দিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রামাণিক মহাশয় উত্তর দিলেন,—"আপনার অনুরোধ, প্রাণপণ চেষ্টা করে রাখ্‌তে হয়।"

পদ্মলোচন।—"তাঁতো বঁটেই—তাঁতো বঁটেই।"

প্রামাণিক।—"তবে কি জানেন, বাবু মহাশয়ের আমাদের শরীরটা তেমন ভাল নয়!"

পদ্মলোচন।—"শঁরীরটা তঁত ভাঁল নয়। তাঁই—"

প্রামাণিক।—"এ বছরটা কোনরকমে চুপ-চাপ করে থাকুন, আয়েন্দা সনে বরং বাবু-মশায় প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বেন। একথা নিশ্চয় রইলো।"

পদ্মলোচন।—"নিঁচ্চয়,—নিঁচ্চয়! তাঁ কঁব্‌বো বৈঁ কিঁ। ওঁদের কঁব্‌বো না!"

মনোমোহন বিনীত-স্বরে জানাইলেন,—"এ বৎসর না হলে, বয়স উত্‌রে যাবে। একটু কষ্ট করে, যদি দয়া করেন।"

প্রামাণিক।—"কি করে অনুরোধ করা যায়! শরীর আগে, না আর সব আগে! এ অবস্থায় অনুরোধ কর্‌তে গেলে, বড়ই জুলুম করা হয়।"

মনোমোহন।—"দুটো অন্ন সংস্থানের জন্য অনুরোধ!"

প্রামাণিক মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া পদ্মলোচন ধীরে ধীরে কহিলেন,—"বামুনের অন্ন-সংস্থান! তা একটা কাজ কর্‌লে হয় না? আমাদের মহাচণ্ডী দেবীর পুরুতঠাকুর একরূপ নিরুদ্দেশ! পূজোটা প্রায়ই বাদ পড়ে। বামুন পাওয়া যায় না। তা ওঁরা ভাল বামুন তো! সেই কাজটায় লাগিয়ে দেন না কেন?"

প্রামাণিক মহাশয় মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"ওঁরা চান—ডেপুটিগিরি—হাকিমী!"

পদ্মলোচন।—"বামুনের ছেলে, চাল-কলা বাঁধা ফেলে, হাকিমী কর্‌তে চায়! এতে আর আমাদের ভাত-ভিত্তির কোন্ পথ রইলো? না—না, আপনি স্পষ্ট বলে দেন, আমা দ্বারা ও সব কর্ম্ম হবে না। আপ্ত রেখে ধর্ম্ম, পরে পিতৃলোকের কর্ম্ম। আগে জাত-ভাই-এর উপায় হোক্, তারপর অন্যের কথা।

কি সুখেরই সমাজ-বন্ধন ছিল তখন! এই ..মুন বেটারা চাল-কলা বাঁধা ফেলে, লেখা-পড়া শিখে সব মাটি করলে!"

মনোমোহনের কর্ণে পদ্মলোচনের সেই অস্ফুট স্বর বজ্রসম বিদ্ধ হইল। তিনি প্রাণে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। প্রামাণিক মহাশয় কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, মনোমোহন ব্যথিত উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"যথেষ্ট হইয়াছে। আমি আপনাদের নিকট আর অধিক উপকারের প্রত্যাশা করি না।"

এই বলিয়া মনোমোহন দম্ভসহকারে বৈঠকখানা হইতে প্রস্থান করিলেন।

জনৈক পারিষদ কহিলেন,—"দেখ্‌লেন—বেটার দম্ভটা একবার দেখলেন!"

অন্যজন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"পিঁপড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে!"

তৃতীয় জন রসান দিলেন,—"দেখ্‌লেন তো—বেটা আসনে পর্য্যন্ত বস্‌লো না। কর্ত্তা ম'শায় বস্‌তে অনুরোধ করলেন; তা পর্য্যন্ত শোনা হলো না। এত অহঙ্কার!"

পদ্মলোচনের রক্ত-লোচন বিঘূর্ণিত হইল। তিনি কহিলেন,—"আচ্ছা দেখা যাবে—দেখা যাবে।"

প্রথম পারিষদ কহিলেন,—"চারচাল বেঁধে আপনার দুদোর যখন ঘর করতে হবে, তখন আর বাছাধন যা... ...থায়?

ভাত-ভিত্তিও তো আপনার হাতেই বাঁধা! তা হুজুর, যাই বলুন, আর যাই করুন, এ অপমানের কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া চাই-ই চাই।"

পদ্মলোচন কহিলেন,—"আপনারা কি মনে করেন, আমি কি সহজে ছাড়বার পাত্তর! বেটার ভিটে-মাটি চাটি উচ্ছন্ন দেব, তবে ছাড়াছাড়ি!"

মজ্‌লিসে গল্প-গুজব আর জমিল না। বিষম আস্ফালনে এবং চক্রান্তের চিন্তায় অবশিষ্ট সময়টা কাটিয়া গেল। তৎপ্রসঙ্গে যিনি যে পরিমাণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিলেন, মজ্‌লিস ভঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন-কালে তাঁহার ভাগ্যে সেইরূপ দক্ষিণা জুটিল। মোসাহেব-গণের জন্য পদ্মলোচন প্রায়ই এইরূপ কিছু কিছু দক্ষিণার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পথে।

মনোমোহন বিষণ্ণ-মনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। মাথার উপর মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণ; হৃদয়ে চিন্তানল প্রজ্বলিত। দেহ—গলদ্‌ঘর্ম্ম। পিপাসায় কণ্ঠ পরিশুষ্ক।

মাঠের পথ। দুই পার্শ্বে কৃষি ভূমি। অধিকাংশই পতিত রহিয়াছে। ক্বচিৎ কোথাও কর্ষণ চলিয়াছে; ক্বচিৎ কোথাও বীজ-বপন হইতেছে। তথনও আবাদ যথারীতি আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং জমির মধ্য দিয়াই মানুষের যাতায়াতের পথ পড়িয়াছিল। আলি-পথ পরিত্যাগ করিয়া পথিকগণ সাধারণতঃ তখন আবাদী জমির মাঝ দিয়াই গতিবিধি করিতে অভ্যস্ত ছিল। কোনও কোনও জমিতে লাঙ্গল পড়ায় এবং কোনও কোনও জমিতে বীজ বোনা আরম্ভ হওয়ায়, বন্ধুর পথে যাতায়াতে অসুবিধা ঘটিতেছিল বটে; কিন্তু সিধাসিধি যাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া, পথিকগণ সেই পথে চলিতেই প্রলুব্ধ ছিল।

শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে, হতাশ-ক্লিষ্ট-চিত্তে, মনোমোহন মাঠের মধ্য-পথ দিয়া চলিতেছিলেন। চলিতে চলিতে কেবলই পদ্মলোচনের ব্যবহারের কথা মনে পড়িতেছিল; আর তাহার উদ্দেশ্যে অভি-সম্পাত করিতেছিলেন। চলিতে চলিতে মনোমোহন হঠাৎ উছট্ খাইয়া পড়িলেন। মস্তকে আঘাত লাগিল। পতনকালে আর্ত্তনাদে নির্জ্জন মাঠ প্রতিধ্বনিত হইল। অদূরে এক কৃষক হল-চালনা করিতেছিল। আর্ত্ত-স্বর কর্ণে প্রবেশ মাত্র কৃষক চাহিয়া দেখিল—কে একজন ভদ্রলোক উছট্ খাইয়া পড়িলেন। লাঙ্গল ছাড়িয়া কৃষক ছুটিয়া আসিল।

"একি! দাদাঠাকুর! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

মনোমোহন তখন উঠিয়া বসিয়াছেন,—গা ঝাড়িতেছেন। কিন্তু মস্তকে একটু বেদনা অনুভব হইতেছে; তাই দাঁড়াইতে পারিতেছেন না।

"আপনার বড়ই লেগেছে দেখ্‌ছি! তা এত বদ্দূরে—এত বেলায়—কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

মনোমোহন ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"পাঁচু দাদা, বড় কষ্ট।"

"বড়ই বেজেছে—আহা-হা!"

মনোমোহন।—"না—না—তেমন লাগে-নি। কষ্ট—পড়ে যাওয়ার জন্য নয়; ব্যথা—শরীরের নয়।"

"আজ এত কাতর কেন দেখ্‌ছি—দাদাঠাকুর?"

মনোমোহন।—"বড় বেজেছে প্রাণে! ব্যথা—শরীরে নয়! যন্ত্রণা—প্রাণের ভিতর! পাঁচু দাদা, সে যে কি যন্ত্রণা, তা বোঝাবার নয়!"

পাঁচুঘোষ কহিল,—"আজ ক'দিন থেকেই ভাইয়ের ভাব্‌নায় আপনাকে বড় কাতর দেখ্‌ছি। তার যোগাড় কিছু কর্‌তে পার্‌লে না কি?"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আর যোগাড়! যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভেঙ্গে পড়ে! অপমানের চূড়ান্ত হ'ল; কিন্তু কিছুই ফল ফল্‌লো না! যার ছায়া স্পর্শ কর্‌লে অশুচি হয়, তার হাতে ধর্‌তে পর্য্যন্ত বাকি রাখি-নি! কিন্তু কি ফল হ'ল! এখন কোন্ মুখে বাড়ী যাব?—কি বলে ভাইকে বোঝাব? সে যে আমার আশা-পথ চেয়ে আছে!"

পাঁচু ঘোষ।—"আমি চাষা লোক। অত শত বুঝি-নে। তবে কি আট্‌কেছে, আমায় বল্‌তে পারেন? যদি প্রাণ দিয়ে তা কর্‌তে পারি, চেষ্টা করি।"

মনোমোহন।—"পাঁচু দাদা, তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। লোকে বড় বড় বিজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে যে পরামর্শের কথা কয়, আমি তোমার কাছে প্রায়ই সেই সব পরামর্শের কথা কয়ে থাকি। মা বলতেন—'ওরে পাঁচু তোর বড় ভাই!' আমি সেই চোখেই তোমায় দেখে থাকি দাদা।"

বলিতে বলিতে মনোমোহনের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। পাঁচু আপন বস্ত্রাঞ্চলে সে অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে কহিল,—"কাঁদিস্-নে ভাই—কাঁদিস্-নে আর। যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। তিনি কখনই নিশ্চিন্ত নন্। তুই ভেবে কি কর্‌বি! ভাবনা যার ভাব্‌বার—সেই ভাব্‌ছে।"

মনোমোহনের প্রাণের ভিতর যেন একটা বিদ্যুতের আলোক-রশ্মি প্রতিভাত হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"কে বলে পাঁচু দাদা আমার নিরক্ষর চাষা! পাঁচু দাদা যে দিব্য-জ্ঞানে জ্ঞানবান্, সুশিক্ষা-প্রাপ্ত কয় জনের সে জ্ঞান আছে!"

পাঁচু ঘোষ কহিল,—"ভাবনা তো সেই সুপারিশের? তা যাকে তাকে ধরা কেন? ধর্‌বার মত লোককে ধর্‌লেই তো কাজ হাসিল হয়!"

মনোমোহন।—"চাই মাজিষ্টর সাহেবের সুপারিশ! কে যোগাড় করে দেবে? আমাদের কার সঙ্গেই বা তাঁর তেমন জানা-শুনা আছে। যেখানেই যাই, সেখানেই একটা ওজোর শুনি। শেষ যে অপমানটা হলাম, সে জ্বালা জুড়াবার নয়। পাঁচু দাদা!—পড়ে গিয়ে লেগেছে আর কি! লেগেছে—প্রাণের ভিতর! বেটার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না!"

পাঁচু ঘোষ।—"থাক্, সে সব কথা ভুলে যান্ দাদাঠাকুর! যে যেমন কাজ কর্‌বে, তার ফল সে আপনা-আপনিই

ভুগ্‌বে। আপনি কেন অভিসম্পাত করে শুধু শুধু নিমিত্তের ভাগী হন!”

মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—“পাঁচু দাদা—তুমি কে! কে বলে তোমায় চাষা!” মনোমোহনের মনে হইল,—তিনি পদ্মলোচনের অনিষ্ট-চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়াই যেন তিনি উছট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন।

পাঁচু ঘোষ কহিল,—“দাদাঠাকুর, উঠুন—আপনাকে আগে বাড়ী পোঁছে দিয়ে আসি। ফিরে এসে তখন লাঙ্গল খোলা যাবে। আমার বুধি সুখি—বলদ দুটো বড় লক্ষ্মী! যেমনটি বলে এয়েছি, দেখ—দেখ দাদাঠাকুর, তেমনিটি দাঁড়িয়ে আছে।”

বাড়ী যাওয়ার কথায় মনোমোহনের মনটা আবার যেন দমিয়া পড়িল। মনোমোহন কহিলেন,—“আমি বল্‌বো কি বাড়ী গিয়ে?”

পাঁচু ঘোষ উত্তর দিল,—“বল্‌বে—হবে।”

মনোমোহন।—“কি করে হবে?”

পাঁচু ঘোষ।—“হবে কি করে? আমার একটা পরামর্শ শুন্‌বে?”

মনোমোহন আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি পরামর্শ পাঁচু দাদা?”

পাঁচু ঘোষ।—“আপনি নিজে গিয়ে সরাসরি একবার সাহেবকে ধরে বস্‌তে পার?”

সেই উদ্বেগের সময়ও মনোমোহনের হাসি আসিল। মনোমোহন ঈষৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন,—"পাঁচু দাদা, তুমি পাগল হলে নাকি?"

পাঁচু ঘোষ।—"কেন, বলুন দেখি?"

মনোমোহন।—"এও কি কখনও সম্ভব হয়?"

পাঁচু ঘোষ।—"সায়েব বড় সদাশয়! যদি তুমি কোন রকমে ধর্‌তে পার!"

মনোমোহন—"আরে দাদা, সাহেব আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে কেন?"

পাচু ঘোষ।—"সে কি বলেন? এমন সায়েব কি হয়!"

মনোমোহন।—"তুমি কিসে জান্‌লে?"

পাঁচু ঘোষ উৎফুল্ল-হৃদয়ে আগ্রহ-সহকারে কহিতে লাগিল,—"তবে বলি দাদাঠাকুর, শোন। পরশু পোল্‌গাঁয়ের হাটে আমি হাট কর্‌তে গিয়েছিলাম। হাটের উত্তরে সেই নীলকুঠীটার সাম্‌নে সায়েবের তাঁবু পড়ে। সায়েবের আর্‌দালীরা, সায়েবের নাম করে হাটে তোলা তুল্‌তে আসে। কিন্তু সে তো তোলা তোলা নয়!—সে এক ভয়ানক জুলুম। যার যেটি ভাল জিনিস ছিল, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি! আমার ঐ পুবের মাঠের জমিটায় এক কাঁদি মর্ত্তমান ফলেছিল। আমি তাই নিয়ে হাটে যাই। পঙ্গপালের মত এসে, বেটারা আমার সে কলা-কাঁদিটা লুটে নিয়ে গেল। কলা-কাঁদিট
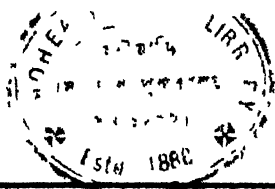
বেচে, আমি চাল আন্‌বো, তেল আন্‌বো, নুণ আন্‌বো, ছেঁ'রে, বাচ্ছা-কাচ্ছাদের খাওয়াব, আরও কত কি কর্‌বো—মনে করেছিলাম। কিন্তু বেটারা কিছুতেই আমার কান্নাকাটী শুন্‌লে না। বল্‌তে গেলাম—কিছু নেও, কিছু রাখ। কিন্তু কে শোনে? বেটারা শেষ আমার গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। গায়ে বড়ই বাজ্‌লো। আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঝাঁকাটা মাথায় করে শুধু হাতে বাড়ী ফির্‌লাম।"

মনোমোহন চমকিয়া কহিলেন,—"ও বাবা! যার আব্‌দালীরা এত জুলুম্‌বাজ, সে সাহেব না-জানি আরও কি ভয়ানক! তাঁরি সঙ্গে আমায় দেখা কর্‌তে বল?"

পাঁচু ঘোষ বাধা দিয়া কহিল,—"আগে শোনই আমার কথাটা!"

মনোমোহন।—"আচ্ছা, বল—বল!"

পাঁচু ঘোষ।—"আমি তো আকাশের পানে চেয়ে কাদ্‌তে, কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে আস্‌ছি। মাঠের মাঝে দেখি—ঘোড়সোয়ার এক সায়েব। আমি তখন চিনিও-নি—তিনি কে; বুঝিও-নি—তিনি কে! সায়েব হঠাৎ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'তুমি কাঁদছ কেন?' সায়েবের সঙ্গে কথা কইতে আমার বড় ভয় হ'ল। আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম। সায়েব তখন ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়াটাকে সাম্‌নের একটা গাছে বেঁধে রেখে, আমার কাছে এলেন; আমায় অভয় দিয়ে বল্লেন—'ভয় নেই, তুমি কাঁদছ কেন?' আমার

হ'ল, যেন স্বর্গ থেকে দেবতা এসে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি আবেগে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্লাম। তখন আস্তে আস্তে আমার পিঠে হাত দিয়ে সায়েব আমার কান্নার কারণ জান্‌তে চাইলেন। কথাগুলি আমার মনে নেই; কিন্তু তাঁর কথা-গুলিতে আমার কাণে যেন সুধা-বর্ষণ হ'ল। আমি সকল কথা প্রাণ খুলে বল্লাম। দেখ্‌লাম—সায়েব সাক্ষাৎ শিব। আমার কথায় কান্নায় গলে গেলেন। আমার হাতে দু'টি টাকা দিলেন। শেষে বৈকেলে তাঁর কুঠীতে আমাকে একবার যেতে বল্‌লেন।"

মনোমোহন আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর?"

পাঁচু ঘোষ।—"বৈকেলে কুঠীতে গিয়ে দেখি, সব হাটুরে সেখানে হাজির হয়েছে। যে যা দাবী করছে, সায়েব তাকে সেই দাম দিয়েই খুসী করছেন। আর আব্‌দালীরা এসে প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চাইছে। সে যে কি দয়া সায়েবের! বলে বোঝান যায় না। সে তো সায়েব নয় দাদাঠাকুর, সে যেন দেবতা—দেবতা!"

মনোমোহন আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"বল কি?"

পাঁচু ঘোষ।—"এই কথা বল্‌বো বলে, কাল রাত্তির থেকে আপনাকে খুঁজছি। সকাল বেলা গিয়ে শুন্‌লাম, আপনি পদ্ম-

লোচনের বাড়ী গিয়েছেন। এ সব বাজে চেষ্টা না ক'রে, আপনি সায়েবকে গিয়ে ধরুন দেখি একবার! আমি চাষা লোক বলে, উড়িয়ে দেবেন না কথাটা! সায়েবের চেহারা দেখে, আর তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে, বুঝেছি—তিনি দয়ার সাগর। তাঁর কাছে গিয়ে ভাল করে ধর্‌তে পার্‌লে, নিশ্চয় আপনার কাজ হাসিল হবে। আপনি ভাব্‌বেন না।"

মনোমোহন মনে মনে একটু হাসিলেন। কি সরল বিশ্বাস! পরিশেষে গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"আচ্ছা, তাই যা একটা করা যাবে।"

পাঁচু ঘোষ কহিল,—"সায়েবের এমনি সুন্দর বন্দোব যে কেউ দেখা কর্‌তে যাবে, সকাল বে . . তা তিনি স সঙ্গেই দেখা করেন। গরীব দুঃখী বলে তাঁর নেই। আমি বল্‌ছি, আপনি কাল সকালে। আপ কাজ হবে।"

অকূল পাথারে নিমজ্জমান্ নিরাশ্রয় জন, সম্মুখে তৃণখণ্ড দে তাহারই আশ্রয়-আশায় ধাবমান হয়। মনোমোহনও সেই একবার সাহেবের সহিত দেখা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইলেন।

. . . .

মোহিনীমোহন দাদার প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া ছিলেন। দাদা ফিরিয়া আসিলে, ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। মোহিনী-

মোহনের একান্ত আগ্রহ-নিবন্ধন পদ্মলোচনের কাহিনী সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। সে কথা শুনিয়া, মোহিনীমোহনের মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়াপাত হইল। তখন মনোমোহন আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"ভাই, হতাশ হও কেন? যতক্ষণ জীবিত আছি, প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখ্‌ব। শেষ ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। কাল প্রাতে আর একটা শেষ চেষ্টা আছে। আশা করি, সে চেষ্টা সফল হবে।"

মনোমোহন সেদিন আর কাহারও সহিত সে বিষয়ের [illegible]াচনা করিলেন না। দাদাকে ক্লান্ত শ্রান্ত দেখিয়া, [illegible]ীমোহনও আর সে কথা তুলিলেন না। মোহিনীমোহন —"দাদা [illegible]য় তো কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির আশা- [illegible]াইয়া থাকিবেন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সাহেব-সাক্ষাতে।

পরদিন প্রভাতে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, মনোমোহন সাহেবের কুঠীতে যাত্রা করিলেন। সফরে বাহির হইয়া পোল্‌গাঁয়ের হাটের নিকট তখনও সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অতি প্রত্যূষে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া, বেলা আটটার সময় মনোমোহন মাজিষ্টর-সাহেবের তাঁবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার কতই ভাবনা হইল।

যদি সাহেব আপনা হইতে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন, যদি তাঁবুর বাহিরে তাঁহাকে না পাওয়া যায়! যদি চাপরাসীরা তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ সাহেবকে জ্ঞাপন না করে! সাহেব যদি সংবাদ পাইয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করেন! যদি সাক্ষাৎকারও ঘটে, সাহেব তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন কেন? বড় বড় রাজা-রাজবার সুপারিশে যে কাজ সিদ্ধ হয় না, তাঁহার ন্যায় একজন নগণ্য ব্যক্তির প্রার্থনায় সাহেব তাহা শুনিবেন কেন? এইরূপ অশেষ দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল।

যদি দেখাই হয়, কি বলিয়া আলাপ করিবেন, কি বলিয়া পরিচয় দিবেন,—সে সকল চিন্তাও মনে জাগিতে লাগিল।

কিন্তু সাহেবের তাঁবুর নিকট উপস্থিত হইয়া, মনে একটু যেন ভরসার সঞ্চার হইল। একজন চাপরাসীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, অনেকটা খবরাখবর অবগত হইলেন। দেখিলেন—তাঁবুর বাহিরে কয়েকখানা, বেঞ্চি ও কয়েকখানা চেয়ার পাতা আছে। শুনিলেন—যাঁহারা সাহেবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যান, তাঁহারা সেইখানে অপেক্ষা করেন; তারপব একে একে সাহেব এক এক জনকে তাঁবুর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া কথাবার্ত্তা কহেন। সময় সময় তাঁবুর বাহিরে আসিয়াও আগন্তুকগণের সহিত সাহেব আপ্যায়িত করিয়া যান। আগন্তুকগণের আবশ্যকের ...চুত্ব অনুসারে কাহারও সহিত বাহিরে বসিয়া কথাবার্ত্তা হয়; এবং...হাকেও বা তাঁবুর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া কথাবার্ত্তা কহেন।

আজ প্রভাতে সাহেবের তাঁবুতে বেশি লোক-সমাগম ছিল না। মনোমোহনের উপস্থিতির পূর্ব্বে সেখানে কেহ গিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। তবে মনোমোহন যখন তাঁবুর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে সাহেব তাঁবুর বাহিরে আসিলেন। সেই ভদ্রলোকটি সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইলে, সাহেব আপনা-আপনি মনোমোহনের নিকট উপস্থিত হইলেন। কার্ড পাঠাইতে হইল না, কাহারও দ্বারা

পরিচিত হইতে হইল না, কোনও সুপারিশের আবশ্যক হইল না, সাহেব আপনা হইতে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"আপনি কোটা হইটে আসিয়াছে? আপনকার কি ডরকার ছিল?"

মনোমোহন অন্যমনস্ক ছিলেন। হঠাৎ সাহেব নিকটে গিয়া তাঁহাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি একটু থতমত খাইলেন। সাহেবকে আগে অভিবাদন করিবেন, কি সাহেবের কথায় উত্তর দিবেন,—বিশেষ সমস্যায় পড়িলেন।

মনোমোহনকে একটু বিচলিত দেখিয়া সাহেব কহিলেন,—"আপনাব যডি কিছু বলিবার ঠাকে, স্বাটীনভাবে বলিটে পারে।"

সাহেবকে অভিবাদন করিয়া মনোমোহন কহিতে গেলেন,—"গুড্ মর্ণিং ইওর অনার!" এই বলিয়া মনোমোহন ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষায় আপনার আবশ্যকের বিষয় বলিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু তাঁবুব বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অধিক কথা না কহিয়া, মনোমোহনের হাত ধরিয়া সাহেব তাঁহাকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁবুর সৌন্দর্য্য ও কারু-কৌশল দেখিয়া, মনোমোহন বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন সুধা-ধবলিত সুসজ্জিত একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে তিনি প্রবেশ কবিয়াছেন। বিস্তৃত অনুচ্চ কাঠের সিঁড়ি দিয়া, তিনি সাহেবের সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করেন। সে সিঁড়ির দুই তিনটি ধাপ,—সুন্দর সতরঞ্চীতে মোড়াই করা ছিল। সিঁড়ির সেই ধাপ কয়টি

অতিক্রমের পর, তাঁহারা মেজের উপর উপস্থিত হইলেন। প্রথমে মনে হইয়াছিল, সে যেন ইটের মেজে—মার্ব্বেল পাথরে মোড়া। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখার পর বুঝিতে পারিলেন—কাঠের তক্তায় সেই মেজে প্রস্তুত হইয়াছে; আর তাহার উপর রং-বেরংএর মার্ব্বেল-প্রস্তরের ন্যায় অয়েল-ক্লথ বিছাইয়া দেওয়া আছে। এমনি কারিগরি যে, মার্ব্বেলের মেজে বলিয়াই ভ্রম হয়। সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে একখানি সুন্দর গালিচা পাতা ছিল। তাহার উপর অনতিবৃহৎ একটি টেবিল; তাহার সঙ্গে কারু-বিশিষ্ট কয়েকখানি চেয়ার। টেবিলের সামনের একখানি চেয়ারে সাহেব নিজে বসেন। তাহার আসনের দুই পার্শ্বে পুস্তকাদি রাখিবার উপযোগী দুইটি র‍্যাক আছে; আর সাহেবের সেই নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানির সামনে আর একখানি চেয়ার অবস্থিত। দুই চেয়ারে দুই জনে বসিলে, সামনা-সামনি কথাবার্ত্তা বলা যায়। মাথার উপর বিচিত্র কারুখচিত চন্দ্রাতপ। তাহার মধ্যস্থলে একখানি টানা-পাখা। মনোমোহনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেই প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, মাজিষ্টর সাহেব আপন নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিলেন, এবং আপন সম্মুখস্থিত চেয়ারখানিতে মনোমোহনকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

উপবেশনানন্তর সাহেব কহিলেন,—"আপনার কি বলিবার আসে, বলিটে পারে।"

মনোমোহন অতি সঙ্কোচে ইংরাজীতে আপনার বক্তব্য বলিতে গেলেন।

সাহেব কহিলেন,—"আপনাডের ভাষা হামি বুঝিতে পারে। আপনি মাতৃ-ভাষায় কঠা কও'ন। আপনাডের ভাষা পসণ্ড করি।"

মনোমোহন বিশদভাবে আপন বক্তব্য বিবৃত করিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপুনি কি কাজ কর্ম্ম করে?"

মনোমোহন।—"আমি গ্রামের স্কুলের মাষ্টারি করি। পচিশটি টাকা মাত্র বেতন পাই। ভাইয়ের খরচ যোগাতেই প্রায় সব শেষ হয়।"

সাহেব।—"আপনার ঘরের খরচ টবে কি প্রকারে চলিয়া ঠাকে?"

মনোমোহন।—"আমি রাত্রে দুইটি ছেলেকে পড়াই। তার দরুণ কিছু পাই। আর যা অনাটন পড়ে, দেনা হয়।"

সাহেব।—"টবে টো আপনি বড় কষ্টে আসে।"

মনোমোহন।—"হাঁ সাহেব, বড় কষ্ট। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।"

মনোমোহনের পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থার বিষয় সাহেব অবগত হইলেন। বড় বংশের ছেলে, দৈব-দুর্ব্বিপাকে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিয়া, সাহেবের হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক হইল। সাহেব কহিলেন,—"হামার বড় ডুঃখ হইটেছে যে, হামি আপনকার

জন্য কিছু করিটে পারিটেছে না; কারণ, আগামী হপ্টায় হামাকে এ জেলা হইটে বড্‌লী হইয়া যাইটে হইটেসে।"

মনোমোহন ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"তবে কি হুজুর, কোনও উপায় হবে না?"

সাহেব।—"আমা কর্টৃক কিছু উপায় হুইবার সুবিডা ডেখিটেসে না। টবে আমার পরে যিনি এ জেলায় আসিটেসেন, টিনি কিসু কবিটে পারিবেন। আমি টাহাকে কিসু ব্যবস্টা করিবার জন্য অনুরোড্ করিবে।"

মনোমোহন।—"তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করবেন?"

সাহেব।—"হাঁ, অবশ্য ডেকা করিবেন। আমি আপনার নাম লিখিয়া রাখিয়া যাইবে।"

মনোমোহন।—"যিনি নূতন মাজিষ্টর হইয়া আসিতেছেন, তিনি এখন কোন্ জেলায় আছেন?"

সাহেব।—"মিষ্টার টম্‌কিনের নাম বোড্ হয় শুনিয়া ঠাকিটে পারে। টিন বট্‌সর হইল, টিনি আপনাদের এই মহকুমা হইটে ফার-লো লইয়া বিলাট গিয়াসিলেন।"

"মিষ্টার টম্‌কিন!" মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"মিষ্টার টম্‌কিন্! তিনি কি মাজিষ্টর হইয়া আসিতেছেন?"

সংশয় নিরসনের জন্য মনোমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিষ্টার টম্‌কিন—যিনি জয়েণ্ট মাজিষ্টর ছিলেন?"

সাহেব।—"হাঁ—হাঁ, টাঁহার পডোন্নটি হইয়াসে। টাঁহাকে চেনেন্ কি ?"

মনোমোহন।—"হাঁ সাহেব, আমি যাঁহাকে মনে করিতেছি, যদি তিনি হন, আমাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন।"

সাহেব।—"টিনি—টিনিই বটেন। আপনার সঙ্গে টাঁহার কখনও পরিচয় হইয়াসিল কি ?"

মনোমোহন।—"হাঁ সাহেব, সামান্য একটু পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষার বড়ই অনুরাগী ছিলেন। আমি যখন মহকুমায় মাষ্টারি করিতাম, তিনি আমার কাছে প্রায় ছয় মাস বাঙ্গালা পড়িয়াছিলেন। এখান হইতে যাইবার সময়, আমায় তিনি কতই উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। এখন আমি গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারি কাজ পাইয়াছি, তাঁহারই সুপারিশে এই কাজ পাইয়াছিলাম। তিনি আর দিন কতক থাকিলে, হয় তো আমার ভাল করিয়া যাইতেন।"

সাহেব।—"টবে বড আচ্ছা হইল। টিনি জেলায় পডার্পণ করিলেই, আপনি যাইয়া সাক্ষাট্ করিবে।"

মনোমোহন।—"তবে আপনি তাঁহাকে আমার বিষয় একটু বলিয়া যাইলে ভাল হয়।"

সাহেব।—"টা অবশ্যই বলিবে।"

মনোমোহন।—"তাঁর কবে আসায় সম্ভাবনা আছে ?"

সাহেব।—"আগামী সোমবার ডিনে টিনি আসিতে পারে। সেই

টার পরের দিন, আপনি যদি তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন ; আমিও তখন থাকিতে পারি।”

মনোমোহন।—“আপনি থাকিলে বড় ভাল হয়। আপনার কথায় অনেক উপকার হইতে পারে।”

সাহেব।—“আমি থাকি বা না থাকি, সে জন্য কোনও চিন্তা নাই। আপনি নির্দিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত দেখা করিলেই ফল পাইতে পারেন।”

মনোমোহন।—“যে আজ্ঞে সাহেব, আমি তাহাই করিব। আমি সোমবার দিন প্রাতে জেলায় উপস্থিত হইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চেষ্টা পাইব।”

ইহার পর সাহেব এক খণ্ড কাগজে মনোমোহন সম্পর্কে দুই এক কথা লিখিয়া লইলেন। অতঃপর সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া, মনোমোহন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধ।

যে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে মনোমোহন মাষ্টারি করেন, সেই বিদ্যালয়ের নাম—'বলভদ্র মডেল্ স্কুল।' পূর্ব্বে 'রামচন্দ্রপুর মাইনর স্কুল' বলিয়া উহা প্রখ্যাত ছিল, কিন্তু পদ্মলোচন বলভদ্রের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের নামটী ঐরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রামচন্দ্রপুর গ্রামেই বিদ্যালয়টী অবস্থিত ছিল, কিন্তু কিছু দিন হইল, রামচন্দ্রপুরের পার্শ্বস্থিত কলগ্রামে—পদ্মলোচনের তালুক-ভুক্ত-স্থানে—বিদ্যালয়টী স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন পদ্মলোচনই ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য সরকারে তাঁহার বড়ই খোস্‌নাম হইয়াছে। প্রধানতঃ সেই খোসনামের জোরেই, পদ্মলোচন এখন অনারারি-মাজিষ্টর, লোকাল বোর্ডের মেম্বর এবং সাহেব সুবার অনুগ্রহ-পাত্র।

পদ্মলোচন—বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, সুতরাং এক হিসাবে মনোমোহনের দণ্ড মণ্ডের মালিক। মনোমোহন বোধ হয় সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বলভদ্র মডেল্ স্কুলে চাকুরি পাওয়ার পর, তিনি পদ্মলোচনকে কখনও স্কুলে পদার্পণ করিতে দেখেন নাই। হেড্-মাষ্টারের

দ্বারাই বিস্তালয়ের বাহাল-বর্‌তরফ্ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত। সুতরাং পদ্মলোচনের সেক্রেটারিত্বের কথা, কিবা শিক্ষক—কিবা ছাত্র, কাহারও স্মৃতিপথে কখনও উদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পদ্মলোচনের বাড়ী হইতে মনোমোহন যেদিন দর্প-ভরে চলিয়া আসেন, সেই দিনই অপরাহ্নে মনোমোহনকে জব্দ করিবার জন্য পদ্মলোচন ও তাঁহার পারিষদ্‌গণ একত্রে পরামর্শ স্থির করেন।

"এত বড় স্পর্দ্ধা! আপনি মুনিব, আপনাকে অবজ্ঞা করা? আজ যদি চাক্‌রিটী খসিয়ে নেন্, কা'ল খাবে কি? সে ভাবনা নেই?"

এক জন পারিষদ ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে, দ্বিতীয় জন রসান দিলেন।

"অহঙ্কারের একটা সীমা আছে। বেটার এত বড় অহঙ্কার হয়েছে যে, মুনিবের সাম্‌নে একবার মাথা নীচু কর্‌তে পার্‌লে না! এর বাড়া অপমান, আর কি হতে পারে?"

পদ্মলোচন প্রথমে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা পাইলেন, কহিলেন,—"আরে, যেতে দাও—যেতে দাও। ও সব ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কে ছোট লোকে কি কল্লে বা বল্লে, তা ধর্ত্তে গেলে কি চলে?"

প্রথম পারিষদ।—"দেখুন, ওসব কথা আমাদের কাছে বল্‌বেন না। অপমানের একটা মাত্রা আছে। কি বল্‌বো, আপ্‌নি সাম্‌নে ছিলেন। আপনার সাম্‌নে কিছু কর্‌তে গেলে, বেয়াদবি

হতো। নৈলে, অন্য কোথাও হ'লে, আজ একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। আপনি সইবেন, স'ন; কিন্তু আপনার অপমান আমরা কিছুতেই সইতে পারবো না।"

দ্বিতীয় পারিষদ।—"আমি যে করে রাগ সাম্‌লেছি, তা আমিই জানি। বেটাকে কেটে ফেল্‌লেও রাগ যায় না। এর দণ্ড যদি আপনি না দেন, লোকে আপনাকে কাপুরুষ বল্‌বে।"

পদ্মলোচন একটু রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—"কিঁ বঁলেন, আমি কাঁপুরুষ? জাঁনেন—আঁমি এঁখনও রাঁগি-নি। আঁমি রাঁগ্‌লে পঁরে কিঁ কোঁন সঁম্বন্ধীর নিঁস্তার আঁছে?"

প্রথম পারিষদ।—"দোহাই হুজুর, একবার সেই বাগটা দেখান! অপমানের প্রতিশোধ নেন্‌। সহ্য আর হয় না যে!"

দ্বিতীয় পারিষদ।—"এই দেখুন, রাগে আমার গা কাঁপ্‌ছে। এর একটা প্রতিকাব আজ-ই করা চাই।"

পদ্মলোচন।—"তাঁ কঁরা আঁবশ্যক বঁটে। বেঁটার তাঁ নাঁ হঁলে শিঁক্ষা হঁবে না।"

প্রামাণিক মহাশয় আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। এই সময়, একখানা সরকারী কাগজে পদ্মলোচনের সহি লইবার অছিলায়, তিনি তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, পারিষদগণের প্রাণ যেন নাচিয়া উঠিল। তাঁহারা সম-স্বরে কহিলেন,—"দেখুন, ম্যানেজার ম'শায়, এর একটা

যদি প্রতিকার না করেন, বড়ই কু-ফল ফলবে। এত বাড় বাড়তে দেওয়া কখনই উচিত নয়।"

যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—এই ভাব প্রকাশ করিয়া প্রামাণিক মহাশয় কহিলেন,—"কা'র কথা বলছেন আপনারা ?"

প্রথম পারিষদ।—"আরে ঐ টিকিলে বামুনটার কথা। বেটার বড় বাড় হয়েছে। কর্ত্তা-মহাশয়কে পর্য্যন্ত মানে না। ওকে ভাল রকম জব্দ না করলে, মানসম্ভ্রম থাকবে না।"

পদ্মলোচন কহিলেন,—"জব্দ করা চাই—বেটাকে জব্দ করা চাই! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে অমান্য ক'রে চ'লে গেল!"

প্রামাণিক কহিলেন,—"আপনিই নাই দিয়ে মাথায় তুলেছেন। নৈলে ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ। হাতে না মেরে ভাতে মারলেই ও জব্দ হয়ে যায়।"

পদ্মলোচন।—"হাঁ—হাঁ, ঠিক বলেছো,—ঠিক বলেছো, পরামাণিকের পো। তোমার বুদ্ধির কাছে কি আর অপরের বুদ্ধি লাগে!"

পরিষদগণ অনেকেই প্রামাণিকের সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। প্রথমোক্ত পারিষদ আহ্লাদ-সহকারে কহিলেন,—"তা হলেই ঠিক হবে। বেটা লেজ গুটিয়ে সুর-সুর করে এসে শরণাপন্ন হবে।

এই সময় মহলানবীশ মহাশয় বলিতে গেলেন,—"সে তেমন বংশের সন্তান নয়।" কিন্তু তাঁহাকে বাধা দিয়া দ্বিতীয়োক্ত

পারিষদ কহিলেন,—"তখন যেন আবার হুজুরের করুণা-সাগর উথ্‌লে না ওঠে।"

পদ্মলোচন।—আমায় তেমন ভাব্‌বেন না। আমি এক কথার লোক। কথাও যা, কাজও তা।"

এই বলিয়া তিনি প্রামাণিক মহাশয়কে কহিলেন,—"কেমন, পারবে তো পরামাণিকের পো—কম্ম কত্তে পারবে তো?"

প্রামাণিক।—"হুজুরের হুকুম হোলে, আমি সবই পারি।"

পদ্মলোচন।—"যা কত্তে হয়, শিগ্‌গীর করে ফেল। আমার ঢালাও হুকুম দেওয়া রইলো।"

এই সময় প্রামাণিক মনে মনে কহিলেন,—"এই উপযুক্ত অবসর। সম্বন্ধীর ছেলেটা বয়াটে হয়ে যাচ্ছে। তাকে এনে যদি ঐ মাষ্টারিটা দিতে পারি, এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"হুজুর যা হুকুম কচ্ছেন, তাই হবে। তবে হঠাৎ একটা লোক পাওয়া কঠিন।" এই বলিয়া, একটু ভাবনার ভাব দেখাইয়া পুনরায় কহিলেন,—"হাঁ, একটা ছোকরা আছে বটে, কিন্তু সে কি এত কম মাইনেয় আসবে?"

পদ্মলোচন।—"তা না হয়, মাইনের ওপর আমি জল-পানি কিছু দেবো। তুমি কালই ওকে জবাব দিয়ে নতুন লোক বাহাল করে দাও।"

প্রামাণিক।—"তবে কথাটা কি, আমার নিজের লোক বলে,

একটু সঙ্কোচ হয়। পাঁচ বেটা আপনার কাণে লাগানি-ভাঙানি কর্‌তে পারে। তাই একটু—"

পদ্মলোচন।—"সেজন্য তোমার কিছু ভাবনা নেই। পদ্মলোচন তেমন বাপের বেটা নয় যে, কারো লাগানি-ভাঙানি শুন্‌বে। তুমি কালই এঁর ব্যবস্থা কর্‌বে।"

প্রামাণিক।—"যে আজ্ঞে হুজুর! আপনি যখন হুকুম দিচ্ছেন, তখন অবশ্যই তা তামিল হবে।"

এই সকল কথা-বার্ত্তার সময়, মহলানবীশ মহাশয় দুই তিন বার আপত্তি জানাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু বন্যার মুখে যেমন তৃণ-খণ্ড ভাসিয়া যায়, সে আপত্তিও সেইরূপ ভাসিয়া গিয়াছিল। ফলতঃ মনোমোহনকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করিয়া, প্রামাণিক মহাশয়ের সম্বন্ধীর পুত্র রাধাসুন্দর পাড়ুলীকে সেই পদে বাহাল করাই, স্থির হইয়া যায়।

অধীন ব্যক্তির ত্রুটি অনুসন্ধানে, অধিক আয়াসের আবশ্যক হয় না। সুতরাং মনোমোহনেরও নানা ত্রুটি বাহির হইল। আর সেই ত্রুটি-সূত্রে, সেক্রেটারির ক্ষমতা পরিচালন-পূর্ব্বক, পদ্মলোচন মনোমোহনকে তাঁহার মাষ্টারি-পদ হইতে বরতরফ করিলেন। অপমানের প্রতিশোধ হাতে-হাতেই লওয়া হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সাহেবের দয়া।

নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ-অভিলাষে, যথানির্দ্দিষ্ট দিনে মনোমোহন জেলাব সদর মহকুমায় গমন করিলেন। সেখানে রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, 'বলভদ্র মডেল বিদ্যালয়ের' সেক্রেটারি-রূপে পদ্মলোচনের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলেন। কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলার দরুণ স্কুল-কমিটি তাঁহাকে বরতরফ করিয়াছেন, ইহাই সেই পত্রের মর্ম্ম। যাত্রাকালে ঐ পত্রখানি পাইয়া, মনোমোহন ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে একান্তে দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। তার পর পত্রখানি জামার পকেটে রাখিলেন। তবে ঐ পত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও বাড়ীর কাহাকেও জানিতে বা বুঝিতে দিলেন না।

অপরের নিকট ঐ পত্রের বিষয় প্রকাশ না করুন, কিন্তু পত্রখানি পাইয়া মনটা বড়ই বিচলিত হইল।

"ভাত-ভিত্তির অবলম্বন সামান্য একটু চাক্‌রি ছিল; সে টুকুও গেল! ভগবান্, তুমি এ কি করিলে!"

পথে চলিতে চলিতে কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল।

একবার ভাবিলেন,—"ফিরিয়া যাই! একবার লড়িয়া দেখি! বিনা দোষে চাকুরি যাইবে? দেশে কি একটা মানুষ নাই? এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার জন্য চেষ্টা পাইব না?" কিন্তু পর ক্ষণেই মনে হইল,—"হবচন্দ্র রাজার দেশে, গবচন্দ্র মন্ত্রী; আমার হইয়া কে লড়িতে সাহস করিবে? ফিরিয়া যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" আবার মনে হইল,—"তবু সহ্য করিব? কাপুরুষের ন্যায় বিনা প্রতিবাদে অপমান-অত্যাচার সহিয়া যাইব? না—তা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। ফিরিয়াই যাই। দশ গ্রামের দশ জনকে ডাকিয়া বিচার করিতে বলি! স্কুলের সেক্রেটারি বলিয়া কি পদ্মলোচন যা-ইচ্ছা-তাই করিবে?" পরক্ষণেই আবার চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। মনে পড়িল,—"যদি ফিরিয়া যাই, যে উদ্দেশ্যে সদরে যাত্রা করিয়াছি, তাহা বিফল হইবে। বৃথা বিবাদ-বিতণ্ডায় সময় কাটিয়া গেলে, সাহেব যদি আর কাহাকেও মনোনীত করিয়া বসেন; মোহিনীমোহনের উপায় কি হইবে? না, সাহেবের কাছেই যাই। ফিরে এসে তখন দেখা যাবে—বেটা কেমন পদ্মলোচন!"

এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় উদ্বেলিত-চিত্ত হইয়া, মনোমোহন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন পদ্মলোচনকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিবার এক অভিনব উপায় মনোমধ্যে আপনা-আপনি উদয় হইল। যিনি এখন জেলার মাজিষ্টর হইয়া আসিয়া-

ছেন, তাঁহারই সুপারিশে মনোমোহন 'বলভদ্র মডেল স্কুলের' মাষ্টারি-পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যদি এখন জানিতে পারেন যে, অন্যায় করিয়া পদ্মলোচন সেই পদ হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিয়াছেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা প্রতিকার হইতে পারে। সেই কথা যখন মনে উদয় হইল, সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গেল। যেমন মোহিনীমোহনের চাকরীর বিষয়, তেমনই পদ্মলোচনের ব্যবহারের বিষয়—দুই বিষয় বলিবার জন্যই মনোমোহন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সোমবার প্রভাতে আট ঘটিকার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট টম্‌কিন সাহেবের সহিত মনোমোহনের সাক্ষাৎকার ঘটিল। মনোমোহনকে পাইয়া, সাহেব অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সে যেন কত আপ্যায়ন—কত আত্মীয়তা! বহু দিন পরে প্রিয়তম বন্ধুর সাক্ষাৎকার ঘটিলে মানুষ যে ভাব প্রকাশ করে, সাহেব তেমনই ভাবে মনোমোহনকে সম্ভাষণ করিলেন। মনোমোহন স্বপ্নেও সে ভাব ভাবিতে পারেন নাই,—সম্ভাষণে সাহেবের এতই মহত্ত্ব প্রকাশ পাইল। মনোমোহন পূর্ব্বে সাহেবে যে সকল গুণের অঙ্কুর মাত্র দেখিয়াছিলেন, এখন সে সকল গুণের পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এত শীঘ্র এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কিসে ঘটিল? পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-বৃত্তিও কি স্ফূর্ত্তিলাভ করিল? মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"তাই হবে—তাই হবে।"

পূর্ব্বের ম্যাজিষ্ট্রেট্, মনোমোহনের সম্বন্ধে একটি 'নোট' রাখিয়া গিয়াছিলেন। টম্‌কিন সাহেব সেই নোট-টি বাহির করিয়া, গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"আপনার সম্বন্ধে পূর্ব্বের ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই নোটটি আমায় দিয়া গিয়াছেন। মুখেও তিনি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, অল্প ক্ষণ আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আপনার সততা-সম্বন্ধে তাঁহার বেশ একটু ধারণা হইয়াছে। আপনার যাহা কিছু বলিবার আছে, আমায় আর একবার ভাল করিয়া বলুন। সকল কথা শুনিয়া লইয়া, আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

সাহেব যখন আদর-আপ্যায়ন করিয়া এই সকল কথা কহিতেছিলেন, মনোমোহনের হৃদয়ে তখন দ্বিবিধ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার এক চিন্তা—তাঁহার ভাত-ভিত্তির হন্তারক পদ্মলোচনকে জব্দ করা। দ্বিতীয় চিন্তা—মোহিনীমোহনের উচ্চ রাজপদ-প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা। পদ্মলোচন অন্যায় করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়াছে। সেই কর্ম্মে পুনর্নিযুক্ত হইয়া তাহার মুখে চুণ-কালী লেপিতে পারিলে, মনের আক্ষেপ অনেকটা দূর হয়। কখনও বা, সেই আক্ষেপ দূর করাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। কখনও বা, মোহিনীমোহনের সম্বন্ধে একটা কিছু করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। প্রথমে

দুইটা প্রার্থনাই সাহেবকে জানাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ মনে হইল,—"এক সঙ্গে দুইটা প্রার্থনা জানান কি কর্ত্তব্য!" চিন্তার সেই ঘাত-প্রতিঘাতে পরিশেষে একটা প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা ধার্য্য হইল। মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহা ঘটিয়াছে; সে জন্য আমার ব্যাকুল হওয়ার প্রয়োজন নাই। এখন মোহিনীমোহনের যাহাতে ভাল হয়, তাহাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। সাহেব যদি মোহিনীমোহনের একটা উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলেই আমাদের যথেষ্ট উপকার করা হইল। আমার জন্য সাহেবকে এ ক্ষেত্রে অনুরোধ করা কথনই উচিত নয়। পদ্ম-লোচনকে জব্দ করা!—আমিই বা কেন সে জন্য ব্যস্ত হই? যদি সে অন্যায় কিছু করে থাকে, দণ্ড-মণ্ডের কর্ত্তা যিনি আছেন, তিনিই সে বিচার করিবেন।" পদ্মলোচন-সম্বন্ধে যে-কিছু বিদ্বেষ-ভাব ছিল, তখন আর মনোমোহনের মনে আদৌ স্থান পাইল না। অন্য সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মোহিনীমোহন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা প্রয়োজন, সাহেবকে তাহাই বলা হইল।

যাহা কিছু জানিবার ছিল জানিয়া লইয়া, মিষ্টার টম্‌কিন কহিলেন,—"যাহা চেষ্টা করিতে হয়, করা যাইবে। যদি একেবারে ডেপুটিগিরি পদ-প্রাপ্তির সুবিধা না ঘটে, প্রথমে সব্-ডেপুটি হওয়ারও আশা থাকিতে পারে।"

মনোমোহন।—"আমি বড় ভাবনায় পড়িয়াছিলাম। আমার হইয়া সুপারিশ করিবার লোক এ সংসারে কেহই ছিল না। শুভক্ষণে ভগবান আপনাকে আনিয়া দিয়াছেন। তাই ভরসা হয়, আশা পূর্ণ হইবে।"

মিঃ টম্‌কিন।—"চেষ্টা করিয়া দেখিব। নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না। আমার উপরওয়ালারা যদি মনোনীত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই সুফল লাভ হইবে।"

মনোমোহন।—"আপনার ঐ কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার আশার অধিক ফললাভ করিলাম। ঈশ্বর আপনাকে চিরসুখী চিরজীবী করুন।"

সাহেবের অনুগ্রহে অল্প-দিনের মধ্যেই মোহিনীমোহন চাকুরী পাইলেন। প্রথমে তিনি সব্-ডেপুটি হন; পরে দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার ভাগ্যে ডেপুটিগিরি-পদ লাভ হয়। তাহার সেই কর্মোন্নতির পথে, টম্‌কিন্ সাহেব বরাবর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই সাহেবের আবার পদোন্নতি হয়। তিনি সে জেলা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জেলায় গমন করেন। কিন্তু তাহাতেও মনোমোহনের ও মোহিনীমোহনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অবিচলিত ছিল। তিনি প্রায়ই উঁহাদের সংবাদ লইতেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারী।

রাজপথ দিয়া এক অন্ধ ভিক্ষা মাগিয়া চলিয়াছে। একটি বালক তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। অন্ধের হাতে এক গাছি লাঠি; তাহার এক দিক সে ধরিয়া আছে, অপর দিক ধরিয়া বালক অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে অন্ধ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "বাবা, কাণা অন্ধ, এক মুঠো খেতে দেও বাবা। ভগবান মঙ্গল করবেন।"

দূর মাঠ অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, গ্রামের একটি বালক দূর হইতে তাহাদিগকে একটি বাড়ী দেখাইয়া দিল।

সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া, অন্ধ উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল,—"মা গো! বাবা গো! কাণা অন্ধ; এক মুঠো খেতে দেও গো।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পথ-প্রদর্শক বালক গান ধরিল,—

"হরি হরি হরি বল মন।
জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
হরি হরি হরি বল মন।
কর নাম-গান আর অন্ন-বিতরণ,
(এই হয়) কলিকালে পরম সাধন।
(কলিতে ভক্তিতে পরম সাধন।)
হরি হরি হরি বল মন।"

ভিখারীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বালক যখন গাহিতেছে,—

"হরি হরি হরি বল মন!"

তখন, সে ধ্বনি যাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেই উধাও হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। যেমন মধুর কণ্ঠ, তেমনই মোহন রূপ! যে দেখিতেছে, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে! রাস্তার ধারে তাহাদের ঘেরিয়া, স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা কতই লোক দাঁড়াইয়া গেল। ক্ষুদ্র-পল্লীর যে কয়টি প্রাণী গৃহে ছিল, দেখিয়া বোধ হইল, বুঝি বা তাহাদের কেহই আর ঘরে নাই!

কিন্তু যে অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিখারী ভিক্ষা মাগিতেছিল, আর বালক সঙ্গীতের সু-স্বরে সুধা-বর্ষণ করিতেছিল, সে অট্টালিকার অধিকারী তাহাদের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা দেড়-প্রহর অতীত-প্রায়। অট্টালিকার অধিস্বামী বহির্বাটীর বৈঠকখানায় সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ একটু ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত ছিলেন। তাঁহার দুই জন পার্শ্বচর শতরঞ্জ-ক্রীড়ায় অভিনিবিষ্ট; চারি জন সেই ক্রীড়া দেখিতেছিলেন; আর তিনি স্বয়ং এক এক বার আসিয়া উপর-চাল আঁচিতেছিলেন। যখন যে বাজীতে যাঁহার জিত হইতেছিল, তখন তাঁহার পক্ষে 'বাহবা-ধ্বনি' বর্ষিত হইতেছিল। সে সময়, হাস্য-রোলে বৈঠকখানাটা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

ভিখারী বালকের গানের স্বরে সেই একনিষ্ঠ সতরঞ্জ-সেবক-দের চিত্ত এক এক বার চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—"বা—বা!—বেশ গাইছে তো! যেন বামা-কণ্ঠের স্বর!"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গান শুনিতে গিয়া চাল ভুলিয়া গেলেন। সেই অবসরে বসুজ মহাশয় উচ্চ-চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কিস্তী।"

গৃহস্বামী, পার্শ্বের ঘরে বসিয়া কি একটা হিসাব দেখিতে-ছিলেন। সঙ্গীতের অমন মধুর স্বর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু যেই শুনিলেন—'কিস্তী', অমনি বৈঠকখানা-ঘরে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া, দেখিলেন—মুখুয্যে মহাশয়ের একটা ভুলে বসুজ এক সঙ্গীন 'কিস্তী' হাঁকাইয়াছেন। সেই ভুলের জন্য তাঁহার বড়ই রাগ হইল। তিনি রোষ-ভরে

কহিলেন,—"তুমি বড় অর্ব্বাচীন! সামনের বড়েটা টিপ্‌লেই উল্‌টো শ্রী দাঁড়াতো! একটু নজর পড়্‌লো না! আ মরণ!—তুমি আর খেল্‌তে বসো-না কখনও।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই অপ্রতিভ হইলেন; লজ্জা-বিনম্র-স্বরে কহিলেন,—"বড় সুন্দর গাইছে।"

গৃহস্বামী নিতান্ত বিরক্তির স্বরে উত্তর দিলেন,—"ও সব সহুরে ঢং—সহুরে ঢং! বেটারা কল্‌কাতায় আর সুবিধে না পেয়ে, শেষে পাড়া-গাঁয়ে এসেছে—আমাদের সব ঠকাতে।"

এই বলিয়াই তিনি ডাকিলেন,—"হরে—হরে! সদর দরজাটা বন্ধ করে দেতো রে। হরে—হরে!" আপনা-আপনি কহি-লেন,—"হনুমান্‌-সিং বেটা প্রায়ই ফটকে থাকে না। বেটা দিন দিনই যেন বাবু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।" বলিতে বলিতে আবার ডাকিলেন,—"হরে—হরে!"

হরচন্দ্র ফটকে বসিয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিল। সে ভাবিল—'বাবু মহাশয় বুঝি গান শুনে তাহারই মত মজ্‌গুল্‌ হয়ে তাকে ভিক্ষে এনে দিতে বল্‌ছেন!' সে তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। কর্ত্তা মহাশয়ের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল—হরে তাঁহার হুঁসিয়ার চাকর, সুতরাং সে সতের আনা মাত্রায় তাঁহার হুকুম হাসিল করিয়াছে। অতএব তিনি নিশ্চিন্ত-মনে 'কিস্তী' বাঁচাইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

হবচন্দ্র অন্দরে গিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে কহিল,—"মা ঠাকরুণ! বড় সুন্দব গাইছে ছোঁড়াটা! ভিক্ষে দেন—ভিক্ষে দেন।"

কর্ত্রী-ঠাকুবাণী মনে মনে কি ভাবিলেন। পরিশেষে কহিলেন,—"হরে, ভিক্ষে কি তোর বাবু দিতে বলেছেন নাকি?"

হরচন্দ্র।—"আজ্ঞে, তা বলবেন বৈ কি? এমন গান! পাষাণ গলে যায়! বাবু মহাশয় মজ্‌গুল্ হয়ে গিয়েছেন।"

কর্ত্রী-ঠাকুবাণী—শিবসুন্দরী—বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে মনে ডাকিলেন,—"মা জগদম্বা! এতদিনে তুমি মুখ তুলে চাইলে! কর্ত্তাব সুমতি হ'ল! দেখ মা—রেখ মা, আব যেন মতি পাববর্ত্তিত না হয়!"

শিবসুন্দবী তাড়াতাড়ি ভাণ্ডাবে গিয়া একটি সিধা সাজাইয়া দিলেন। হবচন্দ্র সেই সিধা লইয়া সানন্দে বহির্বাটীব দিকে গমন করিল।

শিবসুন্দবী আবাব জগদম্বাব উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন, কাতব কণ্ঠে জগজ্জননীব চবণে নিবেদন করিলেন,—"মাগো মা! আমাব আজন্ম-সঞ্চিত মনের দুঃখ এত দিনে দূব কবিলি কি মা! আমি বড় কাঙালের মেয়ে, বাপ-মাব দুঃখ দেখে, ছেলেবেলায় মনে মনে তোর কাছে কত যে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মা! জানিয়েছিলাম—আমার স্বামীর ধন যেন উথলে ওঠে, আব আমি যেন দু'হাতে দরিদ্রেব অভাব মোচন কর্‌তে পাবি। কাঙালের মেয়ে পাবাণি!—এত

দিনে তোব পাষাণ প্রাণে আমার সে কাতর প্রার্থনা স্থান পেয়েছে তবে! আমার বড় সাধে যে বাদ পড়েছিল মা! আমার স্বামীর অজস্র অর্থ, কিন্তু আমি দেবতা-ব্রাহ্মণে অতিথি-অতুরে এক কপর্দ্দক দিতে পারি-নি! হাত্ত বেঁধে রেখেছিলি পাষাণি! আজ কি শুভক্ষণে সে বন্ধন খুলে দিলি মা!” শিবসুন্দরীর দু'নয়ন বহিয়া আনন্দের অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল।

এদিকে সিধার পাত্র লইয়া হরচন্দ্র বাহিরে আসিয়া একটু আনন্দ-প্রকাশে কর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—“কর্ত্তা, দেখুন—আব কিছু দিতে হবে কি?”

কর্ত্তা তখনও পর্য্যন্ত ‘কিস্তী' বাঁচাইবার উপায় অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। সুতরাং নিবিষ্ট-চিত্তে ছকের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হরচন্দ্রের দুই তিন ডাকের পর তিনি চোখ ফিরাইলেন; গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—“কে সিদে পাঠালো হরে?” মনে মনে কহিলেন,—“কোন্ বেটা সুদ রেহাই পাবার ফিকিরে, সিদে দিয়ে আমায় ভুলুতে এসেছে। কিন্তু আমি হলধর শর্ম্মা! আমি সব বুঝি! আমার কাছে ওসব ফেত্‌রাজি খাটুবে না।” প্রকাশ্যে হরচন্দ্রকে কহিলেন,—“তা যা দিয়েছে—শ্রদ্ধা করে দিয়েছে; যা—যা, বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যা।”

হরচন্দ্র—নির্ব্বাক নিস্পন্দ!

কর্ত্তা কহিলেন,—“বেটা, দাঁড়িয়ে রইলি যে? যে এনেছে, সে

কিছু বক্‌সিস্ চায় বুঝি? সে সব কিছু হবে না—সে সব কিছু হবে না। খাতক, সিদে পাঠিয়েছে; তার আবার বক্‌সিস্ কি? যা—যা, রেখে দেগে যা।"

গান থামিয়াছে। এখন অন্ধ উচ্চ-চীৎকারে কহিতে লাগিল—"বাবা, অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি! দে বাবা, একমুঠো খেতে দে।"

এই সময়ে হরচন্দ্র বলিতে গেল,—"কাণা ভিখারীকে—"

কতক বলিতে পারিল, কতক বলিবার অবসর পাইল না; কিন্তু তাহাতেই ব্যাপাব বুঝিতে পারিয়া, :হলধর শর্ম্মা অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া কহিলেন,—"পাজী বেটা—নচ্ছার বেটা—ছুঁচো বেটা—হারামজাদা বেটা, মেলা টাকা দেখেছ আমার?—নয়? বেটাকে জুতিয়ে লাট্ করব এখুনই!"

এই বলিয়া কর্ত্তা-মহাশয় রোষ-ভরে জুতা ছুড়িতে গেলেন। সভাস্থ সকলেই কর্ত্তা-মহাশয়কে সান্ত্বনা কবিবাব চেষ্টা পাইলেন। বসুজ মহাশয় তাঁহার হাত হইতে জুতা-পাটি কাড়িয়া লইলেন। সকলের ইঙ্গিত-ক্রমে হরচন্দ্র অন্দরের দিকে সরিয়া গেল।

কর্ত্তা রোষ-ভরে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"আপনাবা জানেন না সব। ঐ হরে বেটা, আর আমার গিন্নী-ঠাক্‌রুণ—এই দু'টোতে মিলে আমাকে মাটি কর্‌তে বসেছে! আপনারা জানেন না সব! আমি এত টাকা উপার্জ্জন করি, তবু এক পয়সা জমে না।

ধার দেবার সময় আমায় গচ্ছিত ধন বার করতে হয়। কেন?—তা জানেন কি? উড়িয়ে দিলে।—সব উড়িয়ে দিলে।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইতে গেলেন,—“কি কর্‌বেন। পাঁচ জন নিয়ে ঘরকন্না কর্‌তে গেলে, সবই সইতে হয়।”

হলধর।—“স'য়ার একটা সীমা আছে। আমায় সর্ব্বস্বান্ত কর্‌তে বসেছে। আমার যেহ দশ দিকে ছত্রিশটা চোখ আছে, তাই বেঁচে আছি।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয়।—“তবে আপনার দুলাল বড় বুদ্ধিমান। তাকে বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান। সে মানুষ হ'লে, এ ক্ষোভ আপনার কিছুই থাকবে না।”

হলধর।—“সে আশা কর্‌বেন না—সে আশা কর্‌বেন না। সেটার আবার সব চেয়ে হাত দরাজ।”

মুখোপাধ্যায়।—“কেন, সে তো স্কুলে বেশ পড়া-শুনা কর্‌ছিলো!”

হলধর।—“ঐ—ঐ।—বেটাদের স্কুলই তো ছেলে-পিলের মাথা খায়। চাল বিগ্‌ড়ে দিয়েছে একেবারে। বেটাদের নিত্যি নতুন যম্। খরচ—খরচ—কেবলই খরচ। কাজ নেই আর স্কুলে গিয়ে! তাই তাকে আর মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। এই আমরা সব সেকালে দু'গণ্ডা পয়সা মাসে দিয়ে যা শিখেছি, এখনকার বেটারা ভিটে-মাটি চাটি বাঁধা দিয়ে বি-এ এম এ হয়েও দাঁড়াতে পারে কি সামনে।”

এই সময় আবার ভিখারীর করুণ আর্ত্তনাদ আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করিল। এইবার কর্ত্তার রোষাবেগ অন্য পথে প্রধাবিত হইল। তিনি যথেচ্ছ গালি-বৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে সদরের দিকে উঠিয়া আসিলেন। গালি দিতে দিতে কহিতে লাগিলেন,—"বেটারা, কল্‌কাতায় জুয়োচুরি কর্‌তে জায়গা না পেয়ে, পাড়াগেঁয়ে আমাদের ঠকাতে এসেছো! আবার কাণা সাজা হয়েছে!"

ভিখারী কাঁদিয়া কহিল,—"বাবা, দু'দিন অন্নের মুখ দেখি-নি। তোমার পাতের পেসাদ—যা কুকুর-বেড়ালে খায়, তাই এক মুঠো পেলে আমরা দুটো প্রাণী বাঁচ্‌তে পারি!"

হলধর।—"হাঁ হাঁ!—ঐ বুলিই বটে। চাটুয্যে মশায়, দেখে-ছেন—কেমন সাধা বুলি বেটাদের? কল্‌কাতায় ঠিক ঐ ঢঙই দেখেন নি কি। দূর-হ বেটারা—দূর হ! আমার বাড়ীর সামনে থেকে দূর-হ। আমার লক্ষ্মীর ঘর, অমঙ্গল কর্‌তে এসেছেন।"

ভিখারী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"কর্ত্তা, অমন কথা বল্‌তে নেই।"

ভিখারীর সে উত্তরে হলধরের রোষানলে যেন ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"তবে রে বেটা, এত বড় আস্পর্দ্ধা!" ডাকিলেন,—"হনুমান সিং—হনুমান সিং। এ পাজী বেটাদের—নচ্ছার বেটাদের—গলাধাক্কা দেকে নেকাল দেও তো।"

হনুমানসিং এতক্ষণ শ্রোতৃদলভুক্ত থাকিয়া, সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল। কর্ত্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, পালিত কুক্কুরের ন্যায়, তাঁহার পদ-নিম্নে ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ত্তা তাহাকে আহ্বান করিতেই সে কহিল,—"হাঁ তো—হাঁ তো, বেটা জোচ্চোরই আছে তো। হামি ওকে কল্‌কাতায় দেখেছি বটে।"

ভিখারী কহিল,—"কল্‌কতায় আমায় কোথায় দেখ্‌লে বাপু!"

হনুমানসিং।—"হাঁ—হাঁ, দেখেছি—দেখেছি! চোরবাগানে বিন্দাবন বাবুর বাড়ী আমি যখন সিপাহী ছিলাম—"

বলিতে বলিতে হনুমানসিং একটু গর্ব্ব-ভরে দুই হাতে গোঁপে চাড়া দিতে লাগিল।

কর্ত্তা পুনরায় হনুমানসিংএর প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। হনুমানসিং বুক ফুলাইয়া ভিখারীর দিকে অগ্রসর হইল। কর্ত্তা বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি পারিষদগণকে বিশেষভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে,—ঐ সকল নিষ্কর্ম্ম ভিখারীদের দোষেই দেশের দৈন্য দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, উহারা গতর থাকিতে খাটিতে চাহে না।

কর্ত্তাও বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলেন; হনুমানসিংও একটু সুর বদলাইয়া ভিখারীর পিঠ চাপড়াইয়া কহিল,—"যাও ভাইয়া, ঘর যাও—ঘর যাও। হিঁয়া কুচ্‌ মিলেগা নেই।"

এই বলিয়া ভিখারীকে সঙ্গে লইয়া, হনুমানসিং তাহাদিগকে

কর্ত্তার দৃষ্টির অন্তরাল করিবার চেষ্টা পাইল। সঙ্গে যাইতে যাইতে ভিখারী বালককে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"লাগাও বাচ্ছা, একঠো ভজন লাগাও। বহুৎ আদমি খাড়া হ্যায়। এক এক দামড়ি দেনেসে, বহুৎ মিল যা গ্যা।"

কিন্তু সেই তাড়া খাওয়ার পর, বালকের কণ্ঠে আর সঙ্গীত ফুটিল না। হনুমানসিং আশায় আশায় অনেক দূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পরিশেষে যখন তাহার মনে পড়িল—কর্ত্তার স্নানের সময় আসিল, সুতরাং ডাক পড়িতে পারে; তখন সে অগত্যা, পুনরায় সঙ্গীত-শ্রবণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে 'চোট্টা আদমি' বলিয়া গালি দিতে দিতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

ভিখারীকে বিতাড়িত করিয়া, কর্ত্তা বাড়ী প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা অব্যবহিত পরেই মনোমোহন গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সুতরাং তাঁহার অন্দর-প্রবেশে কিছুক্ষণ বাধা ঘটিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

শিবসুন্দরী।

হরচন্দ্র সিধা ফিরাইয়া লইয়া যখন অন্দরে প্রবেশ করিল, শিবসুন্দরী তখন মা-জগজ্জননীর নিকট পতির মনোগতি পরিবর্তনের প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। সিধা-হস্তে হরচন্দ্রকে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া, তিনি আকুল-স্বরে জগদম্বাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"মা—মা। এ কি করিলি মা!"

হরচন্দ্র সিধা হস্তে নত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবসুন্দরী কহিলেন,—"হারে চাঁদ! ভিক্ষের চাল ফিরে নিয়ে এলি যে? যা ভিকিরীর জন্যে বার করা যায়, তা কি আর ঘরে তুল্‌তে আছে? গেরস্তের অমঙ্গল হয় যে তাতে?"

হরচন্দ্র।—"মা! কর্ত্তা যে—"

শিবসুন্দরী।—"তাই বলে ভিকিরীর চাল ঘরে তুলবি? দেখ—দেখ, তারা কত দূর গেল একবার খুঁজে দেখে আয়। এতে অমঙ্গল হবে যে সংসারের!"

হরচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শিবসুন্দরী কহিলেন,—"ভয়

হচ্ছে? তোয় ভয় কি? ভিকিরীদেব দেখা পেলে, আমি নিজে হাতে করে তাদের ভিক্ষে দেবো। যা—যা, তুই ডেকে নিয়ে আয়।"

হরচন্দ্র।—"আজ্ঞে, কর্ত্তা—"

শিবসুন্দরী।—"তিনি আমায় মাব্‌বেন?—বক্‌বেন? অপব্যয় কব্‌ছি বলে? তা আমি তাঁকে বোঝাবো। না বোঝেন, আমার অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে। তোর সে ভাবনা কেন?'

হরচন্দ্র।—"তিনি বড়—"

শিবসুন্দবী।—"বেগেছেন? তা সে ভাবনা তোব কেন? তোব গায়ে আঁচ লাগ্‌বে না। যদি তিনি অপব্যয় বলে মনে কবেন, আমি না হয় দু'দিন উপোস করে থাক্‌বো। তাতে সে চাল-জলটা তো বাঁচ্‌বে! তুই যা—শিগগীর যা! তাবা বওবে গেল, ফিবিয়ে নিয়ে আয়।"

হবচন্দ্র।—"যদি কর্ত্তা দেখ্‌তে—"

শিবসুন্দবী।—"সদব দবজা দিয়ে না গিযে, তুই পাছ দবজা দিয়ে যা।"

হবচন্দ্র।—"ভিকিরীদেব নিযে এলে—"

শিবসুন্দবী।—"ভয় হচ্ছে, তাঁব সাম্‌নে প'লে! তা' সদব দবজার দিকে না এনে, তুই গোয়ালবাড়ীব দিকে তাদেব দাঁড কবিয়ে বেখে দিস্। একটু অপেক্ষা কবাতে পাব্‌লে, তাঁর সেবার পব, তাদের পেট ভরে খাওয়াতে পার্‌বো। তুই

যা, ডেকে নিয়ে আয়—যা। দিনে দু'পুরে অভুক্ত-অতিথকে ফেরাতে আছে কি?"

হরচন্দ্র আর আপত্তি করিতে পারিল না। তার নিজের প্রাণেও ভিখারীদের জন্য একটা সুহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল। কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর উৎসাহ-বাক্য তাহাকে অধিকতর উৎসাহান্বিত করিল। অন্ধ-ভিখারীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য হরচন্দ্র তাহাদের অনুসরণে ধাবমান হইল।

হরচন্দ্র রওনা হইলে, শিবসুন্দরীর মনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সংসারের কত কথাই জাগিয়া উঠিল। তিনি চারিদিকেই ভীষণ আঁধার—বিভীষণ—চিত্র দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রু জলে ভাসিয়া গেল।

শিব-সুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে একমনে আবার জগদম্বাকে ডাকিলেন,—"মা—মা! তোর এ কি পরীক্ষা মা! তোর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—'ধন দে মা! পুত্র দে মা!' তুই ধন দিলি—পুত্র দিলি! কিন্তু তার কাজ তো কিছু করতে দিলি না মা! আমি তো যকের ধন আগলে বসে থাকবার প্রার্থনা জানাই-নি! আমি তো কু-পুত্রের প্রার্থনাও কখনও করি-নি! যদি ধন দিলি মা, ধনের সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা দিলি না কেন? যদি পুত্র দিলি মা, তার সুশিক্ষার সুচরিত্রের ব্যবস্থা করিলি না কেন মা! ভিকিরীকে দুটো ভিক্ষে দেবো, তাতে

এতো বাদ! পাল-পার্ব্বন নেই, দেবতা-ব্রাহ্মণ নেই, শুধুই পশুপক্ষীর ন্যায় উদর-পূর্ত্তি নিয়ে জীবন কেটে গেল! মনুষ্য-জনম কি এই জন্য দিয়াছিলে মা! একটা ছেলে, লেখা-পড়া শিখ্‌বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ঘরে টাকায় ছাতা ধরে গেল, কিন্তু তার লেখা-পড়া শেখার ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লাম না! যা হোক্‌ একটা স্কুলে যাচ্ছিল, তাও খরচ—খরচ বলে, তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হলো! মা গো!—তোর মনে আরো কি আছে মা, কে জানে। তুই যে মঙ্গলচণ্ডী বলে জানি মা! তবে কেন অমঙ্গলে ঘিরে আছে মা? সর্ব্বমঙ্গলা!—মঙ্গল-বিধান কর মা—মঙ্গল-বিধান কর! মাগো! একবার মুখ তুলে চা!"

শিবসুন্দরী যখন তন্ময় হইয়া জগজ্জননীকে ডাকিতেছিলেন, হরচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"মা! ভিকিরীদের তো কৈ খুঁজে পেলাম না।"

শিবসুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসিলেন,—"বলিস্‌ কিরে? এর মধ্যে তারা কোথায় গেল?" তাঁহার মনে হইল,—বুঝি বা ভগবান ছলনা করিবার জন্য ভিখারীর বেশে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ডাকিলেন,—"দয়াল ঠাকুর! এ অজ্ঞান অধম জনের অপরাধ নিও না!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হিসাবের কথায়।

কর্ত্তা ডাকিলেন,—"হরে—হরে! তামাক দে।"

মনোমোহন বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় চক্রবর্ত্তী-মহাশয় এক-এক বার সুর ভাঁজিতে লাগিলেন,—"হরে—হরে! বেটা, ভদ্রলোক এসেছেন দেখ্‌তে পাস্‌নে? তামাক দে—তামাক দে!"

মনোমোহন বাবু ধীরে ধীরে অতি সঙ্কোচের সহিত আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতক শুনিলেন; কতক উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন।

মনোমোহন বাবু কহিলেন,—"আমার হিসাবটা একবার দেখ্‌বেন কি?"

প্রথমবার চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যেন শুনিতে পাইলেন না। দ্বিতীয়-বার কহিলেন,—"কিসের হিসাব?" তৃতীয়বার উত্তর দিলেন—"কত জনের কত হিসাব আছে! সব তো মনে থাকে না। পরশু বিকেলে একবার আস্‌বেন। মুহুরী মশায় এলে, হিসাব-পত্র দেখে, যা হয় বলা যাবে।"

মনোমোহন।—"হিসাবটা আজ পেলে বড় ভাল হয়।"

হলধর।—"মুহুরী-মশায় না এলে আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ছিনে। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হলে, সব ঠিক করে দিতে পার্‌তাম। কি কর্‌বো—তিনি এখন তো নেই!"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় মনোমোহন বাবুকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কথাবার্ত্তা চলিয়াছে—এমন সময় মুহুরী-মহাশায় একখানা দলিলে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের স্বাক্ষর করাইতে, এক কলম কালী লইয়া, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যেন একটু চঞ্চল হইলেন। পরক্ষণেই কহিলেন,—"এই যে মুহুরী-মহাশয় এসেছেন্ দেখ্‌ছি।"

এই বলিয়া কলমটি হাতে লইয়া দলিলের যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে সহি করিলেন।

অবসর বুঝিয়া মনোমোহন কহিলেন,—"এইবার তবে আমার হিসেবের কথাটা—"

হলধর।—"হাঁ হাঁ—দেখ্‌বেন তো, মুহুরী মশায়, এঁদের হিসেবে কত পাওনা দাঁড়ায়?"

মুহুরী।—"আপনাদের কিসের হিসেবের কথা বল্‌ছেন?"

মনোমোহন।—"সেই বালা বন্ধকের—"

মুহুরী।—"কোন্ বালা?"

মনোমোহন বিস্মিত হইলেন; কহিলেন,—"কোন্ বালা স্মরণ হয় না কি? আজ তিন বৎসরের অধিক কাল, প্রতি মাসে তেশরা তারিখে বাবু সুদ যুগিয়ে এসেছি! তবে যে এই পাঁচ মাস আর আসি-নি, সুদও দিই-নি, তার কারণ—একেবারে সব শোধ করে দেব বলে।"

এইবার মুহুরী মহাশয়, কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন,—"হাঁ—হাঁ, মনে পড়্ছে বটে! তা—"

বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন,—"হাঁ—হাঁ, তা—তার আর হিসেব কি?"

মনোমোহন।—"যা পাওনা হয় চুকিয়ে দিয়ে জিনিসটা আমি ঘরে নিতে চাই।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের ইঙ্গিত-ক্রমে মুহুরী মহাশয় কহিলেন,—"সে তো অনেক দিন তামাদি হয়ে গিয়েছে!"

হলধর।—"হাঁ—হাঁ, আমিও তো তাই বলি! তাই আমার স্মরণ হচ্ছিলো না বটে!"

মনোমোহন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। জিনিস-বন্ধক দিয়েছেন; তিন বৎসর বরাবর মাস মাস সুদ যোগাইয়া আসিয়াছেন। সুদে-আসলে সব পাওনা একেবারে চুকাইয়া দিবেন মনে করিয়া, হিসাব লইতে আসিয়াছেন। এতে আর তামাদি হওয়ার কথা কি আছে?

মনোমোহন কহিলেন,—"আপনারা কি বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি-নে।"

হলধর।—"কি সর্ত্তে আপনি বালা বন্ধক রেখেছিলেন, মনে আছে ?"

মনোমোহন।—"সর্ত্ত আবার কি ! গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা ধার নিয়েছি। টাকায় দু'পয়সা করে সুদ যুগিয়ে এসেছি। যত টাকা ধার নিয়েছিলাম, তার চেয়ে সুদই বেশী দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন মায় সুদ-আসল বাকী টাকা দিতে প্রস্তুত। জিনিস পাবো না ?"

মুহুরী।—"আপনি চটেন কেন ? জিনিস না দেবার কথা তো কৈ কর্ত্তা মশায় কিছু বলেন-নি ?"

হলধর।—(মুহুরীকে বাধা দিয়া) "তুমি ও-সব কাঁচা কথা কিছু ক'য়ো না। কি সর্ত্তে উনি জিনিস-বন্ধক রেখেছিলেন, সেই কথাটার আগে বোঝা-পড়া হ'ক। যা-তা বল্লেই তো হয় না !"

মনোমোহন।—"কেন, কি সর্ত্ত ছিল ? আমার কি খেলাপ হয়েছে ?"

হলধর।—"সর্ত্ত ছিল, তিন বৎসরের মধ্যে সুদে-আসলে টাকা চুকিয়ে দিয়ে যদি জিনিস নিতে পারেন, নেবেন ; নয় তো জিনিস বিক্রি হয়ে যাবে।"

মনোমোহন উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন,—"বলেন কি ? এই সর্ত্ত ছিল ?"

হলধর।—"আমি মিছে বল্‌ছি নাকি? ভাগ্যি লিখিয়ে নিয়েছিলাম!"

এই বলিয়া, মুহুরী মহাশয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু রোষভাবে কহিলেন,—"দেখান তো, মুহুরী ম'শায়, একবার লেখাপড়াটা এনে দেখান তো!"

মনোমোহন।—"আপনি যখন বলছেন, সেই যথেষ্ট। লেখাপড়া আর দেখ্‌তে হবে না।"

এই বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনোমোহন কহিলেন,—"তবে এখন উপায়"

হলধর।—"উপায় আর কি? বিক্রির জিনিস, বিক্রী হতে পারে, পোদ্দার গলিয়ে ফেল্‌তে পারে!"

মনোমোহন মনে মনে কহিলেন,—"সে স্বর্ণ-বলয় যে আমার হৃৎপিণ্ড। ও! হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হলো!" চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া মনোমোহন কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"দেখুন—কোন রকমে যদি বালাজোড়াটা ফিরে পাওয়া যায়! সে বালা না পেলে, আমি যে বাড়ী ফির্‌তে পার্‌বো না!"

হলধর।—"এতদিন কি আপ্‌নি নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন?"

মনোমোহন।—"আজ্ঞে, নানারকমের টানাটানিতে এতদিন পেরে উঠি-নি।"

হলধর।—"তোমার ভাইয়ের অত বড় চাকরী! তিনি এখন হাকিম! তোমাদের আবার টাকার টানাটানি কি?"

মনোমোহন একটু দম খাইয়া কহিলেন,—"মোহিনীর যেমন আয় বেড়েছে, ব্যয়ও তেমনি অনেক বেড়ে গিয়েছে। মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে সে আর কত পারে? আর আমিও তাকে তেমন করে এ বিষয়ে কিছু বলি-নি! তা যা'হোক, এখন ভগবানের ইচ্ছের একটু আশা হয়েছে, তাই—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"আশা হয়েছে! তা হলে টাকার এখনও যোগাড় হয়-নি বোঝা যাচ্ছে! এ দুপুর বেলা বামুনের ছেলেকে চটিয়ে, শাপ-মন্যিব ভাগী হওয়ার আবশ্যক নেই। দুটো মিষ্টি বলে, এখনকার মত বিদেয় করে দেওয়া যাক্।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আপনি যখন অতো করে ধরেছেন, একটু চেষ্টা করে দেখা যাবে। যদি জিনিসটা তারা গলিয়ে না থাকে, কিছু বরং ধবাট দিয়ে জিনিসটা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা দেখ্‌বো। আপনি এখন আসুন। টাকা নিয়ে আস্‌বেন তখন। দেখা যাবে কি কবা যেতে পারে।"

মনোমোহন আকুল-চিত্তে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের পা-দুটি জড়াইয়া ধরিলেন। কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"সে সুবর্ণ-বলয় আমার প্রাণ-স্বরূপ! দেখ্‌বেন, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়, দেখ্‌বেন—যেন আমার প্রাণ রক্ষা হয়।"

হলধর।—"যতদূর যা পারা যায়, করা যাবে। স্নানের বেলা হলো। এখন আমরা উঠি।"

মনোমোহন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন.—"কত টাকা আন্‌তে হবে?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় রুক্ষ-স্বরে উত্তর দিলেন,—"সে কথা এখন কি করে বল্‌তে পারি? তাদের সঙ্গে আগে কথা কই। পরশু বিকেলে একবার আস্‌বেন। তখন সব দেখা যাবে।"

কর্ত্তা অন্দরাভিমুখে পা বাড়াইলেন। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। মনোমোহন চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্যা।

আহারান্তে একটু বিশ্রামের জন্য চক্রবর্ত্তী-মহাশয় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শিবসুন্দরী ব্যজন করিতেছেন।

অল্পক্ষণ পরে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"আর বাতাসের দরকার নেই। বেলা অনেক হয়েছে; যাও, তুমি হাতে-মুখে একটু জল দেও-গে।"

শিবসুন্দরী কোনও উত্তর দিলেন না। যথাপূর্ব্ব বাতাস করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আবার কহিলেন,—"কেন?—আর দেরী কর্‌ছ কেন? বেলা যে শেষ হয়ে এল!"

শিবসুন্দরী তখনও উঠিলেন না। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় দেখিলেন—শিবসুন্দরীর মুখ গম্ভীর, নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত!

"একি! তুমি কাঁদ্‌ছ নাকি?"

শিবসুন্দরীর গণ্ডস্থল বহিয়া ঝর-ঝর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? তুমি

কাঁদ্‌ছ কেন? কি হয়েছে? এত বেলা হলো; হাতে-মুখে একটু জল দিলে না! হয়েছে কি? ব্যাপারখানা কি?"

শিবসুন্দরী বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, —"হবে আর কি!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"কিছু না হলে এ ভাব হবে কেন? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!"

শিবসুন্দরী।—"না—কিছু নয়।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"না—তবে কাঁদ্‌ছ কেন? যাও—খেতে যাও।

শিবসুন্দরী।—"না—আমার খাওয়ার আর দরকার নেই।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"খাওয়ার আর দরকার নেই! কেন, এমন কি হয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে কাঁদ্‌তে বস্‌লে?"

শিবসুন্দরী।—"যাই হোক্‌, সে শুনে আর তোমার কি হবে?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তবু? ব্যাপারখানা কি? বলই না?"

শিবসুন্দরী।—"বলে কি হবে?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"আচ্ছা, বলেই দেখ তো!"

শিবসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"না—আমার কিছু হয়-নি।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"কিছু হয়-নি যদি, যাও, খাওয়া-দাওয়া করো-গে।"

শিবসুন্দরী।—"ঢের খাওয়া হয়েছে। আর খাওয়ার দরকার নেই।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তুমি যে কি বল্‌ছো, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে।"

শিবসুন্দরী।—"এর আর বোঝা-বুঝির কি আছে? সারা জীবনটা ধরে, শুয়োর-পেটে তো কেবল খেয়েই আস্‌ছি। এত খাওয়াতেও কি খাওয়ার শেষ হবে না?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"কেন? এ সব কথা আজ বল্‌ছো কেন?"

শিবসুন্দরী।—"জিজ্ঞাসা কর্‌ছো, তাই বল্‌ছি। এত কাল তো কৈ বলি-নি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"যদি বল্‌ছোই, তবে খোলসা করেই বল না কেন?"

শিবসুন্দরী।—"যারা চোখ থাক্‌তে দেখ্‌তে পায় না, কাণ থাক্‌তে শুন্‌তে পায় না, তাদের কাছে বলা-না বলা দুই ই সমান। বলে আর ফল কি!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বুঝিলেন, তাঁহারই কোন গুরুতর ত্রুটিতে পত্নী শিবসুন্দরী মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি অধিকতর নম্রভাব প্রকাশে কহিলেন,—"যদি কোন ত্রুটিই হয়ে থাকে, বল। সংশোধন করা কি যায় না? বল—বল—কি হয়েছে? বল।"

শিবসুন্দরী।—"হবে আর কি? আমি খাবো না।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"বলি, খাওয়ার উপর এতটা রাগ হল কেন?"

শিবসুন্দরী।—"রাগ আবার কি? আমি খাবো না।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"আমিই না হয়, দূষী হতে পারি! কিন্তু ভাতের উপর রাগ কেন!"

শিবসুন্দরী।—"রাগ নয়—ও তো তোমার লক্ষ্মী! যত না খাবো, তোমার চাল বেঁচে যাবে।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"শুধু শুধু এ সব কথা কইছো কেন? কেন—আমি কোনও দিন বলেছি কি কিছু?"

শিবসুন্দরী।—"বল্‌বে আর কি? সব অদৃষ্টে করে! আমি গরীবের মেয়ে, বড় মানুষের ঘরে পড়ে, বড় আশা করেছিলেম!"

শিবসুন্দরী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের প্রাণে একটু আঘাত লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"তুমি কি আশা করেছিলে, আর কি আশা তোমার পূরণ হলো না? জানতে পার্‌লে, একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তাম, সে আশা পূরণ কর্‌তে পারি কি না!" তিনি আগ্রহ-সহকারে বলিলেন,—"আমার ঘরে এসে, তোমার কোন্‌ আশা অপূর্ণ আছে? আমি কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে! তুমি কি চাও? বল। আমি এখনি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি শিবসুন্দরীর হস্তধারণ করিলেন।

শিবসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"আর ব্যবস্থা করেছ! গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌লে কি ফল হয়? যা হবার, হয়ে গেছে। আর উপায় নেই!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"কি হয়েছে? না খাওয়ারই বা কারণ কি?"

শিবসুন্দরী বিষণ্ণ বদন উন্নত করিয়া কহিলেন,—"জিজ্ঞাসা কর্‌ছো—কি হয়েছে? এখনো কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—কি হয়েছে। জান্‌ছো না—হতে বাকি আছে কি? ভিকিরী যার বাড়ী থেকে ফিরে যায়, ভিকিরীকে যে এক মুঠো ভিক্ষের চাল দিতে কষ্ট বোধ করে, তার আর হতে বাকি থাকে কি? বাপ-পিতামোর বড় পুণ্যের জোর ছিল, তাই স্বামী-পুত্র নিয়ে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের মুখ দেখছি! নৈলে, এ কর্ম্মফলে কি যে হতো—তা বল্‌তে পারি-নে! পরেও যে অদৃষ্টে কি আছে, তা বলা যায় না!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় শিবসুন্দরীর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া কহিলেন,—"এরই জন্যে এতটা! এ কথা আমায় খুলে বল্‌লেই হতো!"

উত্তরটা শিবসুন্দরীর প্রাণে দারুণ বাজিল।

'এরই জন্য এতটা!' পতি এখনও অতিথি-সৎকারের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই! প্রাণে বড়ই অনুশোচনা হইল। শিবসুন্দরী হতাশ-হৃদয়ে মনে মনে ডাকিলেন,—"ভগবান! মুখ তুলে চাও!"

শিবসুন্দরীকে নীরব দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"উঠো—যাও। এক মুঠো খেয়ে এস।"

শিবসুন্দরী কহিলেন,—"না, আর খাবো না। ভিকিরীর ভিক্ষের চাল ঘরে তুলে, আমি কোন্ মুখে অন্ন দেব?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় হাসিলেন, কহিলেন,—"সে তো তোলাই আছে! ভিকিরীকে দিলেই হবে!"

শিবসুন্দরী মুখ নত করিয়া উত্তর দিলেন,—"খাওয়াও—তখনি খাওয়া যাবে?"

কথাটা তাঁহার হৃদয় তোলপাড় করিয়া বাহির হইল।

শিবসুন্দরী উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"জান না—ভিকিরীর ভিক্ষে ফিরে নিলে গেরস্তোর কি অমঙ্গল ঘটে! আমি কখনও খেতে পার্‌রো না! দেবতার কোপে পড়্‌তে হ'বে।"

সেই ভিক্ষার চাল ভিখারীকে না দিতে পারিলে, শিবসুন্দরী জল-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। পাছে পতি-পুত্রের অমঙ্গল হয়, পাছে সংসারের অমঙ্গল হয়,—ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। আর, সেই আশঙ্কার কথাই তিনি পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু সমস্যায় পড়িলেন।

"তাই তো! অন্ধ ভিকিরীকে তাড়িয়ে দিয়ে, তবে ভাল কাজ করি-নি! এক মুটো চাল!—দিলেই হতো!"

"তাই বা কেন দেবো! বেটা এমন জোয়ান—খেটে খেতে পারে না! ছোঁড়াটাও তো কাজ কর্‌লে কত কাজ কর্‌তে পারে! গরু-চরান, জল-তোলা, বাসন-মাজা!—দুনিয়ায় কত কাজ! কাজের অভাবটা কি বাজারে! এত সব কাজ থাক্‌তে বেটারা কেন ভিক্ষে করে বেড়ায়!"

শেষোক্ত চিন্তা মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হওয়ায়, পত্নীকে বুঝাইবাব উদ্দেশ্যে, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"ভিকিরীদের আজ ফিবিয়ে দিয়েছি, তাতে কিছু আসে-যায় না। তারা তো আর—সত্যিকেব ভিকিরী নয়! তাবা ভিকিরী সেজেছিল মাত্র!"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিবসুন্দরীকে সান্ত্বনা দিবাব চেষ্টা পাইলেন।

শিবসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তারা সাত্যিকেব ভিকিবী নয়। কাঠেব ভিকিবী! তাদের পেট-ক্ষিদে সব মিথ্যে। কেমন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তুমি চেন না। তারা যথার্থ গবীব ভিকিরী নয়!"

শিবসুন্দরী গভীর ভাবে কহিলেন,—"ও সব কথা বলতে নেই! বড় অভাব না হলে, মানুষ কখনও ভিক্ষে করতে আসে না। তাবা দুয়োবে এসে যখন 'অন্ন দেও' বলে দাঁড়িযেছিল, তখন নিশ্চয়ই তাবা বড় গরীব—বড় অভাবগ্রস্ত। লোকে মনে কব্‌তে পারে— তারা জোচ্চোর! কিন্তু আমাব মনে হয়— তাঁরা দেবতা, ছলনা কর্‌তে এসেছিলেন!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"এ তোমার পাগ্‌লামী!"

শিবসুন্দবী।—"পাগ্‌লামী নয়। বাবা বল্‌তেন—'শাস্ত্রে আছে, আমাদের পরীক্ষার জন্য দেবতারা সব মাঝে মাঝে এই ভাবে মর্ত্ত্য-লোকে বিচরণ করেন।' তুমি অবিশ্বাস করো না।"

একবার মনে হইল,—'কি জানি কি হতেও পারে!' কিন্তু পরক্ষণেই মনকে তিনি প্রবোধ দিলেন,—"ও সব কিছু নয়—ও সব কিছু নয়!" এবম্বিধ চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"আমি বলছি, তুমি খাওগে যাও। ভিক্ষের চাল যাতে ভিকিরীকে দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা করা যাবে এখন।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেন একটু দম খাইলেন। মনে মনে কহিলেন,—"ভিক্ষে দেওয়া প্রথাটা বড়ই খারাপ! একবাব দেওয়া আবম্ভ করলে, ফিরানো দায় হবে। পঙ্গপালের দল ঘিরে বস্‌বে।' কিন্তু মনের সে ভাব মুখে প্রকাশ কবিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আচ্ছা—এখন থেকে ভিকিরীকে এক এক মুঠো ভিক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা তুমি করো। আমি তাতে কোনই আপত্তি করবো না।"

শিবসুন্দরী জগদম্বার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে কহিলেন,—"মা! এতদিনে কি আমার প্রার্থনা তুমি শুন্‌তে পেলে!" শিবসুন্দরীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

—*—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নৈরাশ্যে।

যেদিন মনোমোহনকে আসিতে বলিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব-দিন অপরাহ্নে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় তাঁহার নিকট মুহুরী-মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, মুহুরী মহাশয় মনোমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং চক্রবর্ত্তী-মহাশয় তাঁহাকে যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

মেঘ উঠিয়াছিল; কিন্তু এমন প্রাণভেদী বজ্র যে মস্তকে পড়িবে, তাহা তাঁহার মনে হয় নাই।

মুহুরী-মহাশয়কে দেখিয়া, মনোমোহনের মনে প্রথমে একটু আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু ক্রমশঃ মুহুরী-মহাশয় যখন বালার কথা তুলিয়া বলিলেন,—'যাহারা বালা বন্ধক রাখিয়া টাকা দিয়াছিল, তাহারা সে বালা গলাইয়া ফেলিয়াছে', তখন মনোমোহন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিলেন।

সে বালা পাইবার আর কোনও উপায় নাই বুঝাইয়া, মুহুরী-মহাশয় ত্বরিত-পদে চলিয়া গেলেন। দুঃসংবাদে অধিকতর

মুহ্যমান হওয়ায়, মনোমোহন তাঁহাকে বিশেষ কিছু বলিবার বা অনুরোধ করিবার অবসর পাইলেন না।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নিকট হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া, কমলমণি, ব্যগ্রভাবে পতির অন্দর-প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল,—'হয় তো চক্রবর্ত্তী মহাশয় বালা পাঠাইয়া দিয়াছেন; বালা ফেরত দিয়া টাকা লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছে।' কিন্তু মনোমোহন, যখন বিষণ্ণ বদনে অন্দরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়াই অমঙ্গলের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। তথাপি কৌতূহল-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোক এসেছিল, কি বল্‌লে?"

মনোমোহন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ যেন আট্‌কাইয়া আসিতে লাগিল।

কমলমণি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালার কথা কি কিছু বল্‌লে?"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"কমলা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

কমলমণি।—"হয়েছে কি? তুমি অমন কর্‌ছ কেন?"

মনোমোহন।—"হবে আর কি! যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হয়েছে।"

কমলমণি।—"তবু, বালার কথা কি বল্‌লে?"

মনোমোহন।—"বল্লে—আমার মাথা, আর মুণ্ড।"

কমলমণি।—"অমন কথা বল্‌তে নেই।"

মনোমোহন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"বল্‌তে নেই! এর চেয়ে মরণ ভাল ছিল!"

কমলমণি।—"অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আন কেন?"

মনোমোহন।—"অমঙ্গল নয়, এখন মরণই মঙ্গল! প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হলো! ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হলাম! এ জীবনে আর ফল কি?"

কমলমণি।—"তুমি মিছামিছি মন খারাপ কর কেন? বালা পাওয়া যায়, ভালই, না পাওয়া যায়, তোমার আপ্‌শোষের কি আছে? বালা আমার মা আমাকে দিয়েছিলেন। আমি আমার মেয়েকে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলাম। আমিই আবার সেই বালা বার করে দিয়েছি। দোষ—তোমার, না আমার? যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ কিছু হয়ে থাকে, সে আমারই হয়েছে। তুমি কেন বিচলিত হও?"

মনোমোহন বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—"কমলা, তুমি আমায় প্রবোধ দিচ্ছ বটে; কিন্তু মন প্রবোধ মানে কৈ? তুমি কার জন্য কোন্ প্রয়োজনে বালা বার করে দিয়েছিলে? মোহিনী তোমার, না আমার?"

কমলমণি।—"বৃথা ও সব তর্ক তোলো কেন? মোহিনী—তোমার হলেও আমার, আমার হলেও তোমার।"

মনোমোহন ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"কমলা, এই জন্যই তো আরও কষ্ট হয়। তুমি যে বড় আশা করেছিলে—মোহিনীর চাক্‌রি হলে, তার প্রথম মাইনের টাকায় এ দেনা শোধ দেবে! তিন বৎসর কেটে গেল; এই সামান্য কটা টাকা মোহিনী দিতে পার্‌লে না? বড় উদ্বেগের সময়, আমি মুখ ফুটে তাকে এই দেনার কথা জানিয়েছিলেম। সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।" বলিতে বলিতে মনোমোহন স্তব্ধীভূত হইলেন। মোহিনীর সে হাসি—বিদ্যুতের পশ্চাতে বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল।

সেই কথা স্মরণে পতিকে ব্যথিত দেখিয়া, কমলমণি কহিলেন,—"মোহিনী তো এখনও ছেলে-মানুষ! তার ব্যবহার কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে? তার উপর, তার যেমন পদ-পশার, তেমন ব্যয়ও তো আছে! সে কি আর ইচ্ছে করে আমাদের সাহায্য করে-নি! তার যেমন আয়, তেমনই ব্যয়। তার কোনও দোষ নেই।"

মনোমোহন।—"তাই মনে করেই তো মনকে এতদিন প্রবোধ দিয়ে আছি। কষ্টের উপর কষ্ট চলে গিয়েছে। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা সয়ে এসেছি। তবু মোহিনীকে কখনও বিরক্ত করি-নি! মনে হয় না কি—কত দিন অনশনে অর্দ্ধাসনে দিন কেটেছে! মনে হয় না কি—কি দায়ে পড়ে ঘটি-বাটিটা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়েছি, বিক্রি করেছি! পদ্মলোচনের চক্রান্তে যখন চাক্‌রিটা গেল; স্কুলের চাক্‌রি গিয়েছে বলে, ঘোষেরা যখন তাদের বাড়ীর ছেলে

পড়ানোটা বন্ধ করে দিলে,—তখন কি দুর্দ্দিনই গিয়েছে! একবার মনে করে দেখ দেখি! দুধের টাকার জন্তে গোয়ালিনী দুধ বন্ধ করলে! হঠাৎ চাকুরি যাওয়ায়, মুদি আর ধার দিতে চাইলে না! পাওনাদাবেরা রোজ বাড়ী-চড়াও হ'তে লাগ্‌ল! মোহিনীকে কত করে চিঠি লিখ্‌লাম। সে একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না?"

কমলমণি বাধা দিয়া কহিলেন,—"চিঠি মোহিনী পায়-নি। সে চিঠি পেলে, মোহিনী কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌তো না।"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"তাই হোক—না পাওয়ার কথাই ঠিক হোক। তবে বড় কষ্ট হয়—আমার মুখের উপর মোহিনী যেদিন উত্তর দিয়েছিল—"

কমলমণি।—"সে সব কথা মনে কর্‌তে নেই। তাজা হোক, সে ছেলে-মানুষ! তার উপর গুরুতর কাজের ভার! মেজাজ সব সময় ঠিক রাখা যায় কি? মনে তার কোন ঘোর-পেঁচ নাই।"

মনোমোহন।—"তাই হোক কমলা—তাই হোক! তা উপার্জ্জনের আশা আমি করি-নে। সে সুস্থ-শরীরে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক। আমার পিতৃ-পিতামহ পরম কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। আমি প্রকৃতি অধম, তাঁদের সন্তান বলে পরিচয় দিবার যোগ্য নই। মোহিনী দ্বারা তাঁদের পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা হ'ক—মুখ উজ্জ্বল হ'ক,—এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

কমলমণি।—"আমারও তো সেই আকাঙ্ক্ষা। মোহিনীর উপার্জ্জনে যে নির্ভর করতে হয়-নি, ভগবান সে ভালই করেছেন। যার স্বামীর উপার্জ্জনে অভাব মেটে না, তার অভাব কখনও মিটবার নয়। মা অন্নপূর্ণা যদি একবার মুখ তুলে চান—তোমার অন্নই খায় কে?"

মনোমোহন।—"আমিও তাই বুঝি। দশ আঙুলের উপার্জ্জনে যদি পেট না ভরে, সে পেট কিছুতেই ভরবার নয়। কমলা, আমি তাই নিজের জন্য কখনও পরের মুখাপেক্ষী হই-নি। মোহিনীর কাছেও যে বালার কথা তুলেছিলাম, তাতেই যেন মাথা কাটা গিয়েছিল। সে যে তখন টাকা দেয়-নি, এক হিসাবে সে ভালই হয়েছিল।"

কমলমণি।—"টাকাটা না দিয়ে মোহিনী ভাল করেছিল কি মন্দ করেছিল, সে বিচারের কথা নয়। তবে, টাকাটা মোহিনীর জন্য ধার করা হয়েছিল, সে অবস্থায়, সে দেনা শোধ করলে সে ভালই করতো।"

মনোমোহন।—"না—না, কমলা, সে কথা বলো না। এ দেনা সে শোধ করবে কেন? আমি জ্যেষ্ঠ; পিতা অবিদ্যমানে, তার লালন-পালন-শিক্ষার দায়িত্ব-ভার আমারই উপর। সে কেন সে টাকার জন্য দায়ী হবে? ঋণ-শোধ আমারই কর্ত্তব্য। আমি অকৃতি, পারি-নি, তার দোষ কি?"

কমলমণি।—"যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন জিনিসটা কিসে উদ্ধার হয়, তাই ভাব্‌ছি।"

মনোমোহন ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আর উদ্ধার হয়েছে।"

কমলমণি।—"চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের লোক কি বলে গেল?"

মনোমোহন।—"সেই একই কথা। বালা গলিয়ে ফেলেছে।"

কমলমণি শিহরিয়া উঠিয়া উদ্বেগ ভরে কহিলেন,—"তবে কি বালা সত্য-সত্যই ঘরে এলো না?"

কমলমণি নীরবে নয়ন অবনত করিলেন। মনোমোহন বাষ্প-গদ-গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"সে বালা ফিরে পাওয়ার আর আশা নেই।"

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল,—"মনোমোহন। মনোমোহন!" কণ্ঠ-স্বর পরিচিত। স্বর শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া মনোমোহন ক্ষুব্ধভাবে কহিলেন,—"দাদা!—টাকার আর দরকার নেই দাদা!"

আনন্দময় জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন? হঠাৎ এ ভাব কেন? কাল বিকেলে তো বালার জন্যে যাবার কথা! তা আজই এত হতাশ কেন ভাই! টাকা নিয়ে যাও! দেখ—কি বলে! তার পর হতাশ্বাস হ'য়ো!

মনোমোহন।—"আর কিছু বাকি নেই! সব আশা ফুরিয়েছে!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের মুহুরী আসিয়া যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, মনোমোহন একে একে বিবৃত করিলেন।

আনন্দময় কহিলেন,—"তোমার কথা শুনে আমি পূর্ব্বেই এ পরিণাম বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। যা'ক ভাই, এজন্য আর দুঃখ করো না। মা-লক্ষ্মী যদি মুখ তুলে চান, আমাদের কারবার থেকেই অমন বহু বালা করা যাবে। বৌ-মাকে তুমি বুঝিয়ে বলো-গে, কালই তাঁর জন্য সে বালার চেয়েও দামী বালা গড়াবার ফরমাস্ দেব।"

মনোমোহন।—"দাদা!—সামান্য বালায় কিছু আসে যায় না; কিন্তু প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপ—মহাপাপ! সেই পাপে লিপ্ত হ'তে হলো!"

আনন্দময়।—"তার চেয়ে বিশ গুণ বেশী দামের বালা দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে। তুমি যাও, বৌমাকে বোঝাও-গে, আমি কাল তখন এসে সব ব্যবস্থা কর্‌ব।"

মনোমোহন।—"বিশ গুণ কি বলেন দাদা! লক্ষ গুণ হলেও প্রাণের আঘাত ঘুচ্‌বে না। সেই বালার সঙ্গে যে বড় পুণ্যস্মৃতি জড়িত আছে! শ্বশ্রূঠাকুরাণী মৃত্যুশয্যায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, সে প্রতিজ্ঞার কথা মনে হলে—"

বলিতে বলিতে মনোমোহনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আনন্দময় প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—"ভাই! প্রায়শ্চিত্তে সব পাপের ক্ষয় হয়। তুমি দুঃখ করো না। কালই সব ব্যবস্থা করা যাবে।"

—— * ——

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বলয়-প্রসঙ্গে।

হরচন্দ্র আসিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের ক্যাস-বাক্সটা বিছানার পার্শ্বে রাখিয়া চলিয়া গেল।

কোমর হইতে ক্যাস-বাক্সের চাবিটা বাহির করিয়া বাক্সটা খুলিতে খুলিতে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"তোমায় একটা জিনিস দেখাই।"

বাক্স হইতে এক জোড়া সোনার বালা বাহির করিলেন, মৃদুহাস্যে কহিলেন,—"কেমন! পছন্দ হয় কি?"

হঠাৎ এরূপ প্রশ্নের কারণ কি, শিবসুন্দরী কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন,—"কেন? আজ হঠাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন? এ পর্য্যন্ত কোনও বিষয়ে কখনও তো আমার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন উঠে নাই? আজ আমার বড় ভাগ্য দেখ্‌ছি!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"কিছু জিজ্ঞাসা করতে নেই কি?"

শিবসুন্দরী।—"আমি তা বল্‌ছি না। তবে বল্‌ছি কি—

কখনও কোনও বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর-নি। আজ হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"সর্ব্বদা বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে থাকি। তুমি মেয়ে মানুষ; বিষয়-কর্ম্মের কথা কি বুঝবে? তাই তোমায় সে সব কথা জিজ্ঞাসা করি না।"

শিবসুন্দরী।—"তবে আজ এত কেন?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"এ তো বিষয়-কর্ম্মের কথা নয়। সাংসারিক কথা। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। দেখ—দেখ-দেখি, বালা-জোড়াটী কেমন সুন্দর!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বক্রদৃষ্টি-সঞ্চালনে আবার একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন।

শিবসুন্দরী কহিলেন,—"হাঁ, বালা-জোড়াটা বেশ বটে।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বালা-জোড়াটা ধরিয়া হাত বাড়াইয়া কহিলেন,—"একবার হাতে করেই দেখ!"

শিবসুন্দরী।—"পরের জিনিস, হাতে না করাই ভাল।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় একটু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"পরের জিনিস আবার কি! এ এখন আমাদেরই। সুদে আসলে এ বালা আমাদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।"

শিবসুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"মা সর্ব্বমঙ্গলা! এ আবার কার অমঙ্গল করলে মা!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"চুপ করে রইলে যে? বালা-জোড়াটা পছন্দ হয় না কি?"

শিবসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; ভাবিতে লাগিলেন,—"বালা-জোড়াটা যতই সুন্দর হোক্, কিন্তু যখনই মনে হয়—এই বালায় হতাশের তপ্ত-শ্বাস আছে, তখন উহার সকল সৌন্দর্য্যই লোপ পায়।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"এ বালা—কোন্ অভাগার বালা? সে কি এ বালা খালাস করে নিতে সমর্থ হলো না?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ঈষৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন,—"তোমার যে দেখ্‌ছি, তাদের জন্য শোক-সাগর উথ্‌লে উঠ্‌ল! একেই বলে—'মার চেয়ে ভালবাসে, তাকে বলে ডান।' অতই যদি করুণার উদ্রেক হয়, তুমিই কেন তাদের হয়ে টাকাটা দাও না? আমার জেনে টাকাটা তো মারা যাওয়া উচিত নয়?"

শিবসুন্দরী একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—"আমি তো তা বল্‌ছি-নে। লোকে বড় দুঃখে পড়ে ঘর থেকে জিনিস বার করে। সেই জিনিস যদি পুনরায় আর ঘরে না ফেরে, কি কষ্ট—কি পরিতাপ, তা মনকে বুঝান যায় না।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"স্ত্রীলোক তুমি। সহজেই গলে যাও। আমার ওসব ভাব্‌তে গেলে এতদিন লোটা-কম্বল নিয়ে বিন্দাবন যেতে হতো। যাক্, এখন ওসব কথা রেখে দেও। বলি—জিনিসটা কেমন দেখ-দেখি!"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় সেই সুবর্ণ-বলয় শিবসুন্দরীর হস্তে প্রদান করিতে গেলেন।

শিবসুন্দরী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বালা কার বালা? কত টাকার জন্য তারা খালাস করতে পারলে না?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"সে কথায় তোমার দরকার কি? তোমায় দিচ্ছি, তুমি নেও-না।"

শিবসুন্দরী।—"আজ হঠাৎ এ অনুগ্রহ কেন? আমার কি এখন আর ঐ বাহারে বালা পর্‌বার সময় আছে?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"আরে গিন্নি, তোমায় কি পর্‌তে বল্‌ছি?" রেখে দেও, পরে কাজে লাগ্‌বে।"

শিবসুন্দরী।—"আমার কাছে আর রাখা কেন? যেখানে থাকে, সেইখানেই থাক্‌।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"আরে না—না। এটা তোমারই জন্যে!"

শিবসুন্দরী বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"আমারই জন্যে!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"হাঁ—হাঁ, তোমারই জন্যে! তুমি যে বলেছিলে, দুলালের বিয়ের সময় বৌ-মাকে এক-জোড়া ভাল বালা দিতে হবে! দেখ, কত আগে থেকে সেই বালা যোগাড় করে রাখা গেল! নেও—নেও।"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বালা-জোড়াটা শিবসুন্দরীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

বালা-জোড়াটী হাতে লইয়া, বালার কারু-কার্য্যের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, শিবসুন্দরী কহিলেন,—"এ বালা কার বালা? কত টাকায় বন্ধক ছিল? এমন সুন্দর বালা-জোড়াটা তারা খালাস করে নিতে পারুলে না?"

শিবসুন্দরীর মুখে পুনঃপুনঃ একই প্রশ্ন শুনিয়া এবং সেই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তাঁহার ব্যগ্র-ভাব দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ বালার ইতিবৃত্ত বিবৃত করিতে বাধ্য হইলেন। যতদূর সম্ভব আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তিনি যে ঐ বালা গ্রহণ করিবার অধিকারী তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যতই চতুরতার সহিত তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করুন না কেন, তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই, শিবসুন্দরী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"না—না, এ বালা রাখা হবে না।" এই বলিয়া শিবসুন্দরী বালা-জোড়াটি বিছানার উপর রাখিয়া দিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে কহিলেন,—"আমার কথাটাই শোনো আগে ছাই!"

শিবসুন্দরী।—"যা শুনেছি, তাতেই বুঝে নিয়েছি। এমন কাজ করতে নেই। ধর্ম্মে সইবে না।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের হৃদয়ে যেন একটা আঘাত লাগিল। তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া কহিলেন,—"কেন—অধর্ম্মটা আমার কিসে দেখ্‌লে?"

শিবসুন্দরী।—"ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়ে, এই গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা ধার কর্‌তে এসেছিল।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"দায়ে না পড়্‌লে, কে আর কবে জিনিস বন্ধক দিয়ে টাকা ধার কর্‌তে আসে?"

শিবসুন্দরী।—"ব্রাহ্মণ সরল-বিশ্বাসে লেখা-পড়ার সর্ত্তে সই করেছিল।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"না সই কর্‌লে তার উপায় কি ছিল?"

শিবসুন্দরী।—"তাই বলে কি, গলায় ছুরি দিতে হয়? সরল বিশ্বাসের উপর এ প্রবঞ্চনা! এত কখনও ধর্ম্মে সইবে না! যা হোক একটা বাচ্চা-কাচ্ছা আছে! তার মুখ-চেয়ে মঙ্গল-চেয়েও এ অধর্ম্ম-পথ থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতকটা বিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন,—"ধর্ম্ম! অধর্ম্ম! অধর্ম্ম কিসে হলো? একে অধর্ম্ম বললে, আর কোনও ব্যবসা করা চলে না।"

শিবসুন্দরী।—"এই যদি তোমার ব্যবসা হয়, এ ব্যবসায় যে আগুন লাগ্‌বে! এ পাপের ভরা কোন্ দিন হঠাৎ বাণ-চাল হয়ে যাবে। এ অধর্ম্মের বাণিজ্য-কুঠী হঠাৎ কোন্ দিন বজ্রপাতে ভস্মীভূত হবে! সয় না—সয় না! এত অধর্ম্ম কখনও সয় না!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন, কহিলেন,—"কেন?—আমি কি অন্যায় কাজটা করেছি যে, তুমি এমন অমঙ্গল কামনা কর্‌ছ?"

শিবসুন্দরী।—"আমি কেন অমঙ্গল-কামনা করবো? আমি দিন-রাত মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক্‌ছি—মা মঙ্গল-বিধান করুন।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"সে তো ভাল, কিন্তু এ সব কি কথা?"

শিবসুন্দরী।—"আমি কোনও বিষয়ে কখনও তোমার কথার উপর কথা কই-নি। কইবার সুযোগও পাই-নি। কিন্তু আজ কে যেন আমায় জোর করে কথা ক'য়াচ্ছে। অনেক হয়েছে; আর কেন? এখনও পাপ-চিন্তা মন থেকে পরিত্যাগ কর।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"পাপ চিন্তাটা কি দেখ্‌লে?"

শিবসুন্দরী।—"সরল বিশ্বাসে ব্রাহ্মণ এই বালা বন্ধক দিয়ে গিয়েছেন। তুমি সে সরলতার মর্য্যাদা কি রাখ্‌লে? ব্রাহ্মণ সুদে আসলে সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিয়ে বালা খালাস করতে এসেছিলেন। তুমি মিথ্যা ছলনায় তাঁকে প্রবঞ্চিত করে জিনিসটা আত্মসাৎ করবে? ব্রাহ্মণের যদি নিশ্বাস পড়ে, সংসার ছারখার হয়ে যাবে যে!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তবে তুমি কি করতে বল?"

শিবসুন্দরী।—"এ বালা, এখনই তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"কি কথা বল? কোন্ মুখে আমি বালা ফেরত দেওয়ার কথা বল্‌তে পারি? আমি বলেছি, বালা গলিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন ঐ বালা যদি ফিরিয়ে দিতে যাই,

লোকে আমায় কি বল্‌বে বল দেখি ? আর যা কর্‌তে বল, কর্‌তে পারি, কিন্তু ও বালা আমি প্রাণ থাক্‌তে ফিরিয়ে দিতে পার্‌ব না। বালা-জোড়াটা তুমি রেখে দেও। যা মনস্থ করা গিয়েছে, তাই করা যাবে।”

শিবসুন্দরী মনে মনে কি ভাবিলেন। পরক্ষণে কহিলেন,—“আচ্ছা, এ বালা এখন আমার কাছেই থাক। পরে যা ভাল হয়, করা যাবে।”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—“আমিও তাই বলি। দিন চলে গেলে, ও বালার কথা কারোর আর মনে থাক্‌বে না! তখন আমার দুলালের বৌকে ঐ বালা দিয়ে দেখা যাবে।”

শিবসুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—“হা ভগবান! আমার অদৃষ্টে কি সেই লাঞ্ছনা লিখেছ! এই প্রতারণার ধন দিয়ে আমায় আমার বৌ-মার মুখ দেখ্‌তে হবে!” প্রকাশ্যে কহিলেন,—“আমি এই বালা কাছে রাখ্‌ছি বটে, কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—“কি অনুরোধ ?”

শিবসুন্দরী।—“যা করেছ করেছ; এমন কাজ আর কখনও করো না। ঐ ব্যবসা পরিত্যাগ কর।”

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—“এ্যাঁ—এ্যাঁ! এত বড় সংসারটা তা হলে চল্‌বে কি করে?”

শিবসুন্দরী।—"চল্‌বার যা আছে, যথেষ্ট। পায়ের উপর পা দিয়ে খেলে, তিন পুরুষেও ফুরুতে পার্‌বে না। যদি ফুরিয়েও যায়, এ গলা-কাটা ব্যবসার চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"কথাগুলো অনেকটা ঠিক বটে! আমিও যে একেবারে না বুঝি, তা নয়! তবে —ব্যবসা—এতে অত দেখ্‌তে গেলে চলে না। যা হোক্‌, এখন তো গিন্নীকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা বেশ! তুমি যা বল্‌ছো, তাই চেষ্টা কর্‌বো। তবে আজ বল্‌লেই কি হয়? সয়ে সয়ে জাল গুটুতে হবে। নৈলে সব মারা যাবে যে।"

কথায় কথায় বেলা অবসান হইয়া আসিল। গৃহিণীর হস্তে বালা-জোড়াটা সমর্পণ করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় আনন্দ-ভরে মনে মনে কহিলেন,—"যাক্‌! লেঠা চুকে গেল। এত দিনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো! এক লাঠিতে দুই সাপ মারা হ'লো! এক বালা গিন্নীকেও দেওয়া হ'ল, বৌমাকেও পরানো হ'ল।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আনন্দ মনে বহির্বাটীতে গমন করিলেন। বালাজোড়া লইয়া শিবসুন্দরী আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলেন।

—*—

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়-লাভ।

যে ভিখারীদ্বয় চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, অনেক সন্ধান করিয়াও শিবসুন্দরী সেদিন যাহাদের উদ্দেশ পান নাই, সেই দুই ভিখারীর একটু আশ্রয় মিলিয়াছে।

মশাগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, মাঠের মধ্যে গিয়া, দ্বিপ্রহরে তাহারা এক বটবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কতকটা হতাশায়, কতকটা অবসন্নতায়, তাহারা সেখানে আশ্রয় লয়।

অপরাহ্ণে, স্কুলের ছুটির পর, কয়েকটি বালক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া, স্বভাবসঙ্গত আর্ত্তস্বরে ভিখারীরা ভিক্ষা-প্রার্থনা করে। একটি বালকের প্রাণে তাহাদের সে আকুল আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়। বালক, নিকটে অগ্রসর হইয়া, ভিখারীদের পরিচয় লয়। তাহারা যে গ্রাম হইতে যে ভাবে নিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। বুঝিয়া, অলক্ষ্যে একটু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বালক তাহাদের হস্তে দুইটী পয়সা প্রদান করে। সেই পয়সা দুইটী তাহার দিদি-মা তাহাকে জল খাওয়ার জন্য প্রদান

করিয়াছিলেন। পয়সা দুইটি পাইয়া, ভিখারীরা বালককে বড় আশীর্ব্বাদ করে, এবং রাত্রিতে তাহারা কোথাও থাকিবার স্থান পাইতে পারে কিনা—জানিতে চায়।

ভিখারী বালক ভাল গান গাহিতে জানে শুনিয়া, সে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যায়। তাই ভিখারীরা আশ্রয় পাইয়াছে।

যে বালকের অনুগ্রহে ভিখারীরা আশ্রয় পাইয়াছে, সে বালক—আর কেহই নহে; সে বালক—হলধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র—দুলালচাঁদ।

কিরূপে দুলাল তাহাদিগকে কোথায় আশ্রয় দিল?

পদ্মলোচন বলভদ্রের বাড়ীতে 'বলভদ্র থিয়েটারের' এক্‌ড (রিহার্‌সেল) চলিতেছিল। সঙ্গীত-পারদর্শী বালকের অভাবে, অভিনয়ের বড়ই অসুবিধা ঘটিতেছিল। সর্ব্বদা গতিবিধি-সূত্রে, দুলাল তাহা অবগত ছিল। ভিখারী বালক যদি পারদর্শী হয়, থিয়েটারেরও উপকার হয়, তাহারাও আশ্রয় পাইতে পারে। এই মনে করিয়াই, ভিখারীদ্বয়কে দুলাল সঙ্গে লইয়া যায়।

পদ্মলোচন-নন্দন শ্রীমান্ প্রিয়লোচন—বলভদ্র-থিয়েটারের ম্যানেজার। প্রিয়লোচন—দুলালের সহপাঠী। দুলাল যখন ভিখারীদের আনিয়া দেয়, বালকের কণ্ঠ-স্বর ও অন্ধের বাদ্য-ধ্বনি শুনিয়া, সকলেই মোহিত হন। তাহাদের থাকার স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে থিয়েটারের রিহার্সাল চলিতে থাকে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

'রিহার্সেল।'

আজ বলভদ্র-থিয়েটারের রিহার্সেলের দিন। পালা—গোপিনীর বস্ত্রহরণ।

বৃন্দা সাজিয়া ভিখারী বালক মধুর-কণ্ঠে গান ধরিল,—

বাজিল বাঁশরী, উধাও কিশোরী,
ধাইল যমুনা-কূলে।
ধায় ব্রজনারী, গৃহ পরিহরি,
জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে॥
বেণু-বংশীধারী, ত্রিভঙ্গ মুরারি,
দাঁড়ায়ে কদম্ব-মূলে।
রূপের নিছনী, বঙ্কিম চাহনি,
গোপিকার মন ভুলে॥
প্রেমের বন্যায়, দিক ভেসে যায়,
কোথা কাণ্ডারী অকূলে॥
কিশোরে কিশোরী, শ্যাম-বামে প্যারী,
শোভে যুগলে যুগলে॥

নাচিয়া নাচিয়া অগ্রসর হইয়া, শ্রোতৃ-বর্গের মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, সে যখন গাহিতে লাগিল,—

'কিশোরে কিশোরী, শ্যাম-বামে প্যারী
শোভে যুগলে যুগলে।'

অনেকের মাথা ঘুরিয়া গেল। পদ্মলোচন আনন্দে অধীর হইয়া, 'বাঁহবা—বাঁহবা—বাঁ বেটা—বাঁ বেটা' বলিয়া, হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

মহালানবীশ মহাশয় মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়ের ভারি কারদানী! কি শেখানই শিখিয়েছেন।"

প্রামাণিক মহাশয় পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। একটু গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিলেন,—"আজকাল মাষ্টার হতে হলে, অনেক গুণ থাকা চাই। কেবল লেখাপড়া জান্‌লেই হয় না! গান জানা চাই—নাচ জানা চাই—য়্যাক্‌টিং জানা চাই! নৈলে কি মাষ্টার হওয়া চলে?" পদ্মলোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কেমন—বাবু মহাশয়, স্মরণ হয় কি? মাজিষ্ট্রের সাহেব যেদিন জেলা স্কুলের প্রাইজ্‌ দিলেন, কেমন গান—কেমন য়্যাক্‌টিং হলো।"

পদ্মলোচন আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"হাঁ তো—হাঁ তো। তার পর দিন আবার আরো কত মজা! মেয়ে ইস্কুলে মেয়েদের কেমন নাচ—কেমন গান?"

প্রামাণিক।—"আজকাল্‌কার দিনে এসব দরকার।"

পদ্মলোচন কহিলেন,—"মোঁনমোঁহনটা কিঁছু জাঁন্‌তো নাঁ। সেঁ আঁবাব এঁ সঁবের উঁপর হাঁড়ে চটা ছিঁল।"

অবসর বুঝিয়া মহলানবীশ কহিলেন —'জান্‌তো না কিনা!'

পদ্মলোচন।—"এঁখনকাঁর মাঁষ্টারটি কেঁমন হঁয়েছে বঁলুন্ দেঁখি?"

মহলানবীশ।—"তোফা—তোঁফা!"

পদ্মলোচন।—"আমি রাঁধাসুঁন্দরের আঁরও মাঁইনে বাঁড়িয়ে দেঁবো। রাঁধাসুঁন্দর মাঁষ্টাব না এঁলে, আঁমার পিঁয়র্লোচন এঁত দিন বঁয়ে যেঁতো! ভাগিাস্—এঁমন মাঁষ্টার পাওয়া গিঁয়েছিল। তাঁই ছেলেটা আঁমার এঁত লাঁয়েক হঁয়ে উঁঠ্‌লো। বাঁ—বাঁ—কেঁমন থিয়েটার কঁরেছে!"

পদ্মলোচনেব দলের কল্লোল-কোলাহল বড়ই বাড়িয়া উঠিল। মাষ্টারকে গান থামাইয়া দিতে হইল।

গান থামিল দেখিয়া, পদ্মলোচন কহিলেন,—"গাঁও—গাঁও, তোঁমার গাঁও। গাঁন বঁন্ধ কঁর্‌লে কেঁন?"

প্রামাণিক কহিলেন,—"আমরা গোলমাল করলে, ছেলেবা গাইবে কি করে?"

পদ্মলোচন।—"না—নাঁ, আঁর কেঁউ গোঁল কবো নাঁ। গাঁও—গাঁও।"

পদ্মলোচন-নন্দন শ্রীমান্ প্রিয়লোচন শ্রীমতী বাধা সাজিয়া বাহির হইলেন। পদ্মলোচন ঘনঘন করতালি দিতে লাগিলেন। দেখা-দেখি সকলেই করতালি দিলেন।

শ্রীমতী রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে গান ধরিলেন (প্রিয়লোচন ভাল গাহিতে জানিত না বলিয়া বৃন্দা তাহার সহিত যোগ দিল),—

কাহা মেরা শ্যাম, কাঁহা গুণধাম,
কাঁহা মনোচোরা !
কাঁহা প্রাণবঁধু, কাঁহা পিয়ে মধু,
কাঁহা সে ভোমরা।
প্রাণসখি বৃন্দে, (তারে) এনে দে—এনে দে,
(রাধার) প্রাণ বাঁচা তোরা।
বঁধুযা না এলে, বিরহ-অনলে,
জীবন্তে যে পোড়া॥
(রাধা জীয়ন্তে যে মড়া।)

শ্রীরাধার চিবুক ধরিয়া, অভিনব ভঙ্গি করিয়া, বৃন্দা প্রবোধ দিয়া গাহিলেন,—

সখি রে সখি ! ধৈরয ধর হিয়া !
ভুল না ভুল না, সে কথা ভুল না,
তাহার তুলনা, পাই না খুঁজিয়া।
বড় নিপট কঠিন কানাইয়া।
রূপের ছটায়, ভুবন ভুলায়,
বাঁশরী বাজায়—পরাণ মোহিয়া।
ব্যাধ সে নিরমম—ফাঁদ পাতিয়া,
ব্রজের গোপিনী, নিরীহ হরিণী,
বিঁধিতে পরাণি, রয়েছে বসিয়া।

ভুলে যা সখি! সে মুখ-অমিয়া,
সে তো সুধা নয়, বিষে ভ্রম হয়,
শ্যাম বিষময়, (তাই) জরজর হিয়া।

বৃন্দা শ্রীমতীকে পুনঃপুনঃ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—

'সখি রে সখি! ধৈরয ধর হিয়া।'

শ্রীমতীর প্রাণ প্রবোধ মানিল না। শ্রীমতী গাহিলেন,—

বলো না—বলো না।
সখি! অমন কথা আর বলো না॥
কয়ো না—কয়ো না।
সখি! অমন কথা আর কয়ো না।
(সে যে) রসের নাগর, প্রেমের সাগর,
রাধার জীবন—তাও কি জানো না।
শুভক্ষণে বিধি, শ্যাম গুণনিধি,
মিলায়েছে সই! ভু'লো না—ভুলো না॥

এই সময় যমুনা-পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন। শ্রীমতী উন্মাদিনীর ন্যায় আলু-থালু-বেশে যমুনার দিকে ছুটিলেন। সখীগণও উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পশ্চাদনুসরণ করিলেন। এক অঙ্ক শেষ হইল। কেহ বা মাষ্টার মহাশয়ের, কেহ বা ভিখারী বালকের, আর প্রায় সকলেই প্রিয়লোচনের প্রশংসাবাদে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

—— * ——

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

হীরার হার।

উচ্চ পদ—উচ্চ সম্মান! মোহিনীমোহনের এখন বড় পায়া—বড় মান।

কয় মাস হইল, সুপারিশের জোরে, তিনি সহরে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। সহরের বড়লোক মাত্রেই তাঁহার খাতির করেন। হাব-ভাবে চাল-চলনে সহরে তিনি একজন বড়লোকের মধ্যে গণ্য। সুতরাং সহরের বড়লোক মাত্রেরই বাড়ীতে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী বিনোদিনীর গতি বিধি আছে। স্থানীয় বড়লোকদের পরিবারবর্গও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন।

এই সূত্রে মহারাজ জগচ্চন্দ্রের পরিবারবর্গের সহিত বিনোদিনীর বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে। জগচ্চন্দ্রের পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীর সহিত বিনোদিনীর বড় প্রণয়।

শনিবার। আজ একটু সকাল সকাল কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, মোহিনীমোহন বাসায় আসিয়াছেন। বিনোদিনী রাজবাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

"এঁরা সব গেলেন কোথায়!" এই বলিয়া মোহিনীমোহন ভৃত্য রামচরণের উপর তম্বী করিতে লাগিলেন।

রামচরণ ঘুমাইতেছিল। বাবুর স্বর শুনিয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিল। মোহিনীমোহন রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"বেটা, ঘুমোনো হচ্ছিল! কুড়ে—আল্‌সে, চোখে পোকা পড়্‌বে যে!"

রামচরণ জড়-সড় হইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

মোহিনীমোহন।—"বেটা, চুপ করে রইলি যে? বলি, এঁরা সব গেলেন কোথায়?"

রামচরণ।—"এজ্ঞে—মা-ঠাক্‌রোণ রাজবাড়ী গেলেন।"

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—"রোজ রোজ রাজ-বাড়ী যাওয়াটা ভাল নয়!" পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"ঝি কোথায় গেল?"

রামচবণ।—"এজ্ঞে পদ্মদিদি—তার বোন্‌-ঝির বাড়ী গিয়েছে।"

মোহিনীমোহন একটু ক্রুদ্ধ-স্বরে কহিলেন,—"তুই বেটা তবে বসে আছিস্‌ কেন্‌? যা-না—তুইও যা-না।"

রাগে গিস্‌গিস্‌ করিতে করিতে মোহিনীমোহন খাটের উপর গিয়া শুইয়া পড়িলেন। রামচরণ তামাক সাজিয়া গড়গড়ার নলটী তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়া রহিল।

মোহিনীমোহন নলটি হাতে লইয়া ধূমপান করিতে করিতে 'কলিকাতা-গেজেটের' কয়েকটা পাতা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে

লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে, বিনোদিনী প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কিরূপ মিষ্ট ভৎ'সনা করিবেন, আঁচিয়া লইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই রাজবাড়ীর গাড়ী আসিয়া দরজায় থামিল। বিনোদিনী গাড়ী হইতে নামিলেন। তাঁহার হাতে ভেলভেটের বাক্স। সঙ্গে রাজবাড়ীর ঝি—সৌদামিনী—একথালা 'প্রাণ ভুলানো' সন্দেশ লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। মোহিনীমোহন, বিনোদিনীকে একবার বেশ করিয়া সাবধান করিয়া দিবেন মনে করিয়া ছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে সে কথা ভুলিয়া গেলেন। হয়—'প্রাণ-ভুলানো' সন্দেশ দেখিয়া, নয়—বিনোদিনীর মন-ভুলানো মুখ দেখিয়া!

বিনোদিনী গাড়ী হইতে নামিয়া ত্বরিত-পদে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া হাসির রাশি ছড়াইয়া মৃদুমধুর-ভাবে কহিলেন,—"দেখ—দেখ, একবার চেয়ে দেখ, সইমণি কেমন 'প্রাণ-ভুলানো' সন্দেশ তৈরি করে পাঠিয়েছেন। সৌদামিনীকে দিয়ে আবার বলে দিয়েছেন্ যে, এ সন্দেশ তোমার খাওয়াই চাই। সইমণি মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন—তোমায় এখনই আমার সাম্‌নে খেতে হ'বে। তুমি খেয়েছ—সৌদামিনী যদি জেনে যায়, সইমণির আহ্লাদের আর সীমা থাক্‌বে না! ওঠ—ওঠ, তুমি কিছু খাবে এস! আসন পাতাই আছে। আমি রেকাব সাজিয়ে দিচ্ছি।"

মোহিনীমোহনের একটু ইতস্ততঃ ভাব ছিল। কিন্তু বিনো-

দিনী যেই হাত ধরিলেন, বিনোদিনীর মুখের পানে তাকাইয়া, একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চলিলেন। পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে জল-যোগের আসন পাতা ছিল। সন্দেশের থালা লইয়া বিনোদিনী মোহিনীমোহনের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

মোহিনীমোহন।—"কর কি!—কর কি! থালা-শুদ্ধ আমার সাম্‌নে কেন?"

বিনোদিনী।—"তাতে আর হানি হয়েছে কি? তোমার প্রসাদ পেলে তো অনেকে তরে যায়!"

মোহিনীমোহন।—"না—না, ও সব বলতে নেই! বামুন ঠাকুর আছে!—"

বিনোদিনী মনে মনে কহিলেন,—"হাঁ, তাদের আবার এই সন্দেশ!" কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—"তারা কি কিছু খায় না? তাই তুমি আমায় উপদেশ দিচ্ছ? খাও তো তুমি—খাও তো! আমি তখন তাদের জন্যে ভাল সন্দেশ আনিয়ে দেবো।"

অগত্যা মোহিনীমোহন সন্দেশ খাইতে আরম্ভ করিলেন। খাইতে খাইতে কহিলেন, —"বাঃ—বেশ সন্দেশ তো!"

বিনোদিনী।—"সইমণি কি আমাদের কম ভালবাসেন! আমরা কিসে সুখী হই—কিসে আনন্দ পাই, তাঁর সদাই সেই চেষ্টা! তিনি কেমন একছড়া হীরের হার পাঠিয়েছেন। চল, ও ঘরে রেখেছি; দেখাবো এখনি।"

মোহিনীমোহন একটু আগ্রহান্বিত হইয়া কহিলেন,—"তুমি যে ভেল্‌ভেটের বাক্সটা নিয়ে এলে, ওরি মধ্যে আছে বুঝি?"

বিনোদিনী।—"হাঁ—চল, তোমায় দেখাচ্ছি।"

কয়েকটি সন্দেশ খাওয়ার পর মোহিনীমোহন হাত তুলিলেন। বিনোদিনী কহিলেন,—"খাও—আর গোটাকতক খাও।"

মোহিনীমোহন।—"না—আর খাব না। অম্বল হবে।"

মোহিনীমোহন উঠিয়া হাত ধুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে শয়ন-ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"কৈ—কেমন হার। দেখি-গে—চল দেখি!"

বিনোদিনী।—"সৌদামিনী নীচে বসে আছে। তাকে বিদেয় করে দিয়ে এসে, তোমায় হার দেখাচ্ছি।"

শয্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া মোহিনীমোহন সবে মাত্র গড়গড়ার নল মুখে দিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যেই, সৌদামিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া, বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া পতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তার পর, সেই ভেলভেটের বাক্সটী হাতে করিয়া, বীণাবিনিন্দী স্বরে কহিলেন,—"দেখ—দেখ, কি সুন্দর হার।"

মোহিনীমোহন একদৃষ্টে সেই হারের দিকে অনেক ক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। বড় সুন্দর হার। হীরকগুলি ঝক্‌ঝক জ্বলিতেছে! হারছড়া হাতে লইয়া মোহিনীমোহন বিনোদিনীর গলায় পরাইয়া দিলেন। একবার হারছড়ার প্রতি—একবার

বিনোদিনীর মুখের প্রতি—চাহিয়া কহিলেন,—"মরি মরি! কি সুন্দর মানিয়েছে।"

বিনোদিনী বিশেষ সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"কবলে কি।—কবলে কি! এ হারের যে অনেক দাম।"

মোহিনীমোহন একটু দম খাইলেন। বুঝিলেন তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কহিলেন,—"এ হার কি তবে তোমার সহমণি তোমাকে দেন-নি?"

বিনোদিনী মৃদুস্বরে কহিলেন,—"তিনি কি করে দেবেন? হার যে জহরীর। জহুরী দু'ছড়া হার এনেছিল। এক ছড়া সহমণির জন্যে কেনা হয়েছে, এ ছড়া তোমাকে দেখাবার জন্যে তিনি পাঠিয়েছেন। তুমি এ হারছড়া আমার জন্যে নেও,—তাঁর একান্ত ইচ্ছা।"

মোহিনীমোহন গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাম?"

বিনোদিনী।—"পাঁচ হাজার টাকা।"

মোহিনীমোহন চমকিয়া উঠিলেন,—"বাপ! পাঁচ হাজার টাকা! আমার বেচলে যে হবে না!"

বিনোদিনীর মুখমণ্ডলে মলিনতার ছায়াপাত হইল। বিনোদিনী ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন,—"তবে কি হবে?"

মোহিনীমোহন।—"ফেরত দিতে হবে।"

বিনোদিনী—"ফেরত দেবে?

মোহিনীমোহন।—"নৈলে উপায় ?"

বিনোদিনী লজ্জার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"ফেরত দিলে, সইমণি কি মনে ভাব্‌বেন বল দেখি ?"

মোহিনীমোহন।—"মনে আর কি ভাববেন ? আমরা তো আর রাজা-রাজড়া নই! ওসব জিনিষ কিন্‌বার আমাদের ক্ষমতা কোথায় ?"

বিনোদিনী।—"তোমার এত মান—এত সম্ভ্রম! এ হার ফেরত দিলে, সব মাটি হ'বে! তোমার মানে যে আমি বড় গর্ব্ব করি! এ হার ফেরত দিলে, মুখ দেখাতে পার্‌বো না লোকালয়ে। হা!—আমার কপাল!"

বিনোদিনী শিরে করাঘাত করিলেন। তাঁহার আঁখি ছলছল হইয়া আসিল।

মোহিনীমোহন বিনোদিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন,—যেন প্রভাত-কমল শিশির-সিক্ত।

মোহিনীমোহন কহিলেন,—"তুমি কাঁদ কেন ? সময় হোক, পরে তোমায় এক ছড়া হার কিনে দেবো।"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমায় খুব দেওয়া দিয়েছ! আর আমায় দিতে হবে না!"

মোহিনীমোহন আগ্রহসহকারে বিনোদিনীর হাত-দু'টী ধরিয়া কহিলেন,—"কেন বিনোদ! অমন কথা বল্‌ছো কেন? বরে

আমি তোমার কোন্ আব্দারটা রাখি-নি? তুমি যখনই যা চেয়েছ, তখনই তা দিয়েছি! তোমার গহনার দেনা, এখনও সব শোধ দিয়ে উঠ্তে পারিনি! দেনার উপর কি আরও দেনা করতে বল? তাই দেনা—করবেই বা কে?"

বিনোদিনী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিলেন,—"এখন আমার মরণ হ'লেই মঙ্গল! দেনার উপর তোমায় আর দেনা করতে হবে না! তখন, আমার গায়ের গহনা-গুলো বেচেও তোমার বিস্তর ধন-সম্পৎ হবে!"

মোহিনীমোহন।—"কেন বিনোদ! এ সব কথা বল কেন? সাধ্য-সত্ত্বে আমি তোমায় কিছু দিতে কি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেছি?"

শেষোক্ত কথায় বিনোদিনীর একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল! বিনোদিনী একটু ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—"আমায় দিয়েছো!—কি বল? যমের বাড়ী যাওয়ার সময়, আমি কি কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাবো? যা কিছু থাক্‌বে, সব তোমারই তো! পুরুষেরা যে আপন-আপন স্ত্রীকে বেশ-ভূষায় সাজায়, সে কার স্থখের জন্য? তাতে তাদেরই নয়নের তৃপ্তি! অলঙ্কার তাদেরই অসময়ের সম্বল! মনে ভেবো না—তোমারই এদিন চিরদিন থাক্‌বে! এখন যদি 'দু'পাঁচখানা গহনা-পত্র করে রেখে দিতে পারো, ভবিষ্যতে তোমারই কাজে লাগ্‌বে! আমরা যে গহনা পরে বেরোই, তাতেও তোমাদেরই সম্মান!"

মোহিনীমোহন মৃদুস্বরে কহিলেন,—"তুমি যা বলছো, তার এক বিন্দুও অসত্য নয়। কিন্তু কি করি—উপায় নেই। টাকা থাকলে, কার না সাধ হয়—পরিবারকে মনের মতন সাজায়। আমার অবস্থার বিষয় তোমার তো কিছুই অজানিত নেই! যা মাইনে পাই, মাস মাস তোমার হাতেই তো এনে দিই। কখনও একটা পয়সা তোমার অনভিমতে খরচ করেছি কি?"

বিনোদিনী।—"করো-নি কেন? কে করতে মানা করেছিল? বাক্সে টাকা থাকে, বাক্স কি কখনও হাত চেপে ধরে বলে 'খরচ করো না গো—করো না।' আমি তো তোমার সেই বাক্স বিশেষ। যখন রাখবার দরকার হয়েছে, রেখেছ, আবার বার করবার দরকার পড়েছে, বার করে নিয়েছে। কোনটায় কখন তোমায় আমি বাধা দিয়েছি?"

মোহিনীমোহন অধিকতর মৃদুস্বরে কহিলেন,-"না না, আমি তা বলছি-নে। তবে সময় সময় দাদার সেই দেনাটার কথা মনে হয়। আর—"

বিনোদিনী বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি কি দিতে তোমায় বারণ করেছিলাম? তোমার ভাই—তুমি দেবে, আমার তাতে কি আপত্তি আছে? আমি আপত্তি করবারই বা কে? আর আপত্তি করলেই বা তুমি শুনবে কেন?"

মোহিনীমোহন।—“তুমি যে বলেছিলে—বালা বন্ধকের কথাটা মিথ্যে—”

বিনোদিনী।—“আমি তা দু'শ বার বলছি। তবে দোষ শুধু আমার একার নয়। সে বলাবও মূল—তুমি। তুমিই তো তোমার রসিক খুড়োর কাছে শুনেছিলে,—তোমার বাপ-পিতামোর ঢের বিষয়-সম্পত্তি আছে। আমার দোষ কি? তোমার মুখে শুনেই তো আমার বিশ্বাস। যা বল, তাই শুনি। যা শেখাও, তাই শিখি! আমার দোষ কি?”

মোহিনীমোহন।—“তোমার তো দোষ দিচ্ছি না।”

বিনোদিনী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—“দোষ দেওয়ার আর বাকিটা কি? তোমার ভাইকে আমি টাকা দিতে দিই-নি, তোমার ভাজের গহনা খালাস করতে আমি বাধা দিই, আমার দোষ—ষোল আনার উপর সতের আনা। আমার পোড়াকপাল—নেলে স্বামীর মুখে এ সব শুনতে হবে কেন।”

বিনোদিনী রোষ-বিজড়িত অভিমানে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মোহিনীমোহন প্রমাদ গণিলেন। তিনি বিনীত-স্বরে কহিলেন—“আমি বুঝতে পারি-নি। আপিস থেকে তেতে পুড়ে এসে মেজাজটা ভাল ছিল না। কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা কর।”

এই বলিয়া বিনোদিনীর হাত দু'টী ধরিয়া, পালঙ্কের উপর টানিয়া লইলেন। বিনোদিনী হাত ছিনাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু মোহিনীমোহনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

বিনোদিনীকে ক্রোড়ের কাছে বসাইয়া, আদর করিয়া মোহিনীমোহন কহিলেন,—"আমি কি আর ভাবছি-নে—এ হার-ছড়া কি করে তোমায় কিনে দিতে পারি? এ হার যখন হাতে করে তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছি, তখন এ হার ফিরে দিতে হলে, আমার প্রাণে কতদূর বাজ্‌বে—তুমি তাব কি বুঝ্‌বে বিনোদ!"

বিনোদিনী একটু যেন শান্তভাব ধারণ করিলেন। বাহু দ্বারা বিনোদিনীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া, একবার হারের প্রতি —একবার মুখের প্রতি চাহিতে চাহিতে, মোহিনীমোহন কহিলেন,—"কেমন সুন্দর মানিয়েছে! এ হার কোন্ প্রাণে ফিরে দেবো! তবে—টাকার উপায় কি কর্‌বো—তাই ভাবছি। অবস্থা তোমার অবিদিত নেই। তোমারই পরামর্শ চাচ্ছি। তুমিই বল দেখি, এ হার কি করে রাখা যেতে পারে? রাগ করো না। একটা পরামর্শ দেও।"

বিনোদিনী অভিমান-প্রকাশে কহিলেন,—"আমার পরামর্শ নিয়েই কিনা তুমি সব কাজ করে থাকো!"

মোহিনীমোহন।—"যা হোক, [illegible] একটা [illegible]"

বিনোদিনী।—"আমি মেয়ে মানুষ। আমি আবার কি যুক্তি দেবো?"

মোহিনীমোহন।—"তবু! আচ্ছা—তোমার সই-মণি টাকার বিষয় কিছু বলেছেন্ কি? টাকাটা কি এক সঙ্গে নগদ দিতে হবে?"

বিনোদিনী চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন,—"আমার কি আর সে বুদ্ধিটুকুও নেই! সই-মণি বলেছেন—টাকাটা ক্রমে ক্রমে দিলে হবে। তাই আমি, সাহস করে জিনিসটা এনেছি। এখন রাখ্‌তে হয়, তুমি রাখ; না রাখ্‌তে হয়, যার জিনিস, তাকে ফেরত দেওয়া যাক্।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু দম খাইয়া, বিনোদিনী আবার কহিলেন,—"তবে ফেরত দিলে, মাথাটা একেবারে কাটা যাবে। মান-সম্ভ্রম রাখ্‌তে গেলে, এমন সব দুই একখানা জিনিস-পত্রের দরকার হয়। তোমার পরিবার বলে পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে হলে, এ সব চাই। এখন তুমি যা ভাল বোঝ, কর। এতে আমার কোনও অনুরোধ উপরোধ নেই।"

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—'অনেক দিন থেকে একবার দেশে যাবো ভাব্‌ছি। পৈত্রিক দুর্গোৎসবটা বহুদিন পতিত আছে। দাদার বড় ইচ্ছে, সেইটে এবার বজায় করেন। চাকুরি হওয়া অবধি, দাদাকে কখনও কিছু দিই-নি! মনে করেছিলাম—এবার পুজোয় তাঁকে কিছু সাহায্য করবো। তা

দেখ্‌ছি, হলো না—এবারটাও হলো না।' প্রকাশ্যে বলিলেন, —"এই মাসের মাইনেটা পেলে, জহুরীর হারের দাম কিছু পাঠিয়ে দেবো। তারপর, মাস মাস একটা বন্দোবস্ত করা যাবে।"

বিনোদিনীর অধরে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মোহিনীমোহন দেখিলেন—যেন নৈশ গগনে মেঘাপসরণে শশধরের স্নিগ্ধরশ্মি প্রকাশ পাইল।

এই সময়, কে যেন উপরে আসিতেছে- পদ-শব্দ শ্রুত হই । মোহিনীমোহন সিঁড়ির দিকে একটু দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন- . ণ রামচরণ উপরে আসিতেছে। একটু সরিয়া বসিয়া, তিনি জিজ্ঞা সিলেন,—"কিরে, রামচরণ, খবর কি ?"

রামচরণ।—"এঁজ্ঞে, পেয়াদা এয়েছেন।"

মোহিনীমোহন।- "কে পেয়াদা ?—কিসের জন্যে ?"

রামচরণ। -' এঁজ্ঞে, ট্যাকার জন্যে।"

মোহিনীমোহন।- "কিসের টাকা ? কিছু বল্লে কি ?"

রামচরণ।—"কি বল্লে যেন হুঁ হা মনে হয়েছে। এজ্ঞে রেলের ফন।'

মোহিনীমোহন।—"রিলিফ্-ফণ্ড্ ? সাবস্ক্রিপ্‌শন এসেছে ?"

রামচরণ —"হাঁ—হাঁ, সেই—সেই, সেই-ও ব চ "

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন, —"জ্বালাতন —জ্বালাতন।

ফণ্ডের আর অবধি নাই! আজ ছেলেদের 'ক্রিকেটের ফণ্ড'; কাল 'সখের থিয়েটারের ফণ্ড'; পরশু 'দেশ-উদ্ধারিণী সভার ফণ্ড'— ফণ্ডের আর অবধি নাই! 'রিলিফ্ ফণ্ড' তো প্রতি মাসে একটা করে লেগেই আছে। পারি-নে—আর পারি-নে! কিন্তু না পারলেই বা চলে কৈ? লোকের কাছে পরিচিত হ'তে গেলে— দেশের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য হ'তে ইচ্ছে কর্‌লে, এ সব চাই বৈ-কি। চাই তো বটে! কিন্তু পেরে উঠ্‌ছি কৈ? যতই মাইনে বাড়্‌চে—যতই নাম ডাক হচ্চে ততই অভাব- অভাব!—অভাব আর ঘুচ্‌ছে না! পাঁচিগ্রাম ডেপুটি, শুন্‌তে পাই, লাখ-টাকা জমিয়ে ফেলেছে। কি করেই যে জমায়! এদিকে বাড়ীর পাল-পার্ব্বণটাও নাকি বজায় রেখেছে। কি জানি, কি করেই যে কি করে!"

রামচরণ নাই।—"এজ্ঞে, কি বল্লেন তাহলে?"

মোহিনীমোহন।—"আবদুলকে? আচ্ছা, বল-গে, আস্‌ছে মাসে।"

রামচরণ।—"পেয়াদা-সাহেব বল্লেন, এই সব টাকা আদায়ের জন্যে ম্যাজিষ্টের বড় তাগীদ কচ্ছেন্।"

মোহিনীমোহন আপনার মান-ব্যাগ হইতে একটী সিকি বাহির করিয়া রামচরণের হাতে দিয়া কহিলেন,—"আব্দুলকে পার্ব্বণী দেওয়া হয়-নি। এই সিকিটা দে-গে, আর বল্-গে—আস্‌চে মাস কাবারে এলে, টাকা দিয়ে দেবো।"

রামচরণ সিকিটী লইয়া প্রস্থান করিল।

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—"কাল আবার আর একটা ফেসাদ আছে! সেই একটা সাহেব—'ফচুং' যাবে—খরচার জন্যে ধরেছে। কাল সকালে তাকে আস্‌তে বলেছি। কিই যে করি।"

পতিকে চিন্তান্বিত দেখিয়া বিনোদিনী কহিলেন,—"কি ভাব্‌ছো?"

মোহিনীমোহন।—"ভাব্‌ছি—এই নানান্ ফেঁসা! কি করে মান-সম্ভ্রম থাকে!"

বিনোদিনী।—"ও সব লোক-জনের সঙ্গে দিন কতক এখন দেখা-শুনো বন্ধ করে দাও।"

মোহিনীমোহন।—"তাই—তাই! তা ভিন্ন এখন আর উপায় কি? তবে—যে সব টাকা দিতে স্বীকার করেছি!"

বিনোদিনী।—"রেখে দাও—ও সব স্বীকার করা। ঐতেই তো তোমাকে পেয়ে বসেছে সবাই।"

মোহিনীমোহন।—"তাই বটে!—তাই বটে!"

এই বলিয়া মোহিনীমোহন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। বিনোদিনী গৃহ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে গেলেন। মোহিনীমোহন ছাদের উপর একখানি চেয়ারে বসিয়া আপন মনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কত কি ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুণের আদর।

আনন্দময় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ভাই, বালাজোড়া ফিরিয়ে নিয়ে এলে কেন? বালা ছোট হয়েছে কি? না—পছন্দ হলো না?"

মনোমোহন।—"না দাদা, সে সব কিছু নয়। সে আর অলঙ্কার পর্‌বে না।"

আনন্দময় আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন—কেন?"

মনোমোহন।—"শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর সেই বালার কথা স্মরণ করে, সেই কঠোর প্রতিজ্ঞার বিষয় মনে করে, তার আর গহনা পর্‌তে আকাঙ্ক্ষা নেই। এই বালা গড়িয়ে দেওয়ায়, সে বরং দুঃখিত।"

আনন্দময়।—"কেন?—দুঃখের কারণ এতে কি আছে?"

মনোমোহন।—"সে বলে—আমাদের নূতন কারবার; কারবারের টাকা ভেঙে, এটা করা ভাল হয়-নি।"

আনন্দময়।—"তুমি কেন তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লে না—এ বালা

তোমার অংশের লাভের টাকা থেকে গড়ান হয়েছে--কারবারের টাকা ভাঙা হয়-নি!"

মনোমোহন।—"আমি কি তাকে বোঝাতে বাকি রেখেছি?"

আনন্দময়।—"তাতে তিনি কি বল্লেন?"

মনোমোহন।—"বল্লে—আমার বালা গড়ানোর চেয়ে, টাকাটা সৎকাজে লাগালে হতো না-কি?"

আনন্দময় একটু চমকিয়া কহিলেন,—"কি সৎকাজের কথা তিনি বল্লেন?"

মনোমোহন।—"বল্লে—আমার শ্বশুরের ভিটেয়, কত কাল হলো, 'মা' আসেন-নি! যদি টাকা কিছু জমে, চণ্ডী-মণ্ডপ আঁধার হয়ে আছে, মাকে আন্‌বার এক বার চেষ্টা করতে পার না কি?"

আনন্দময় উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন,—"বৌ-মা বড় ভাল কথাই বলেছেন্। তা তুমি বল্লে না কেন-সে চেষ্টায়ও তুমি উদাসীন নও?"

মনোমোহন।—"আমার মনের ভাব তার অপরিজ্ঞাত নয়। তবে মা যে কত দিনে মুখ তুলে চাইবেন।"

কথাটা বলিতে মনোমোহনের যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আনন্দময় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি কহিলেন, -"ভাই, তোমাদের সে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, আমার মনে হয়, মা যেন

এইবারই পূর্ণ করিতে আসিতেছেন! আজ তিন বৎসব হলো, আমরা কারবার আরম্ভ করেছি; অনেক ধাক্কা সয়ে এসেছি। এ বৎসর যেন সব ব্যথা নিবারণ হবে—মনে হচ্ছে। মাঠ-পানে তাকিয়ে দেখি, মা যেন স্নেহ-ধারা ঢেলে দিয়েছেন! এ বৎসর যেমন সুবর্ষণ-সুকর্ষণ, ধরণী তেমনই শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন! অন্নদা অন্নপূর্ণা দশভুজা-মূর্ত্তিতে এবার দশ-হস্তে অন্ন-বিতরণ কর্‌তে আস্‌ছেন; এ সকল তাঁরই পরিচয়-চিহ্ন।”

মনোমোহন।—“আমাব মত অভাগার গৃহে রাজ-রাজেশ্বরী আস্‌বেন কেন?”

আনন্দময়।—“ভাই, তুমি অভাগা? কে বলিল? তোমার ন্যায় ভাগ্যবানের সংস্রব হয়েছে বলেই তো, আমার কারবারে আজ সোণা ফল্‌ছে! আমি তো অনেক দিন থেকে এ চাষ-আবাদ ব্যবসা আবম্ভ কবেছিলাম। কৈ?—সুবিধা কিছু হয়েছিল কি? কখনও ডাহনে আন্‌তে বায়ে কুলোয়-নি! কিন্তু যেদিন থেকে তোমার সংস্রবে এসেছি, আমার সকল অভাব ঘুচে গিয়েছে! দিন-দিনই কাববারের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে! একথা আমি চিরদিন মুক্তকণ্ঠে বল্‌বো।”

মনোমোহন।—“আপনি স্নেহবান্—হৃদয়বান্, তাই—আদর করে, কত কথাই বলেন!”

আনন্দময়।—"ভাই, স্নেহের কথা নয়—আদরের কথা নয়। তোমার গুণেই এ কারবারে এত উন্নতি! আমি বহু দিন থেকে, আমার একজন সাহায্যকারী সঙ্গী খুঁজ্‌ছিলাম। অনেক লোক এল; অনেক লোক চলে গেল! যা খুঁজ্‌ছিলাম, তা পেলে-নি। তোমায় পেয়ে, আমার সকল অভাব পূরণ হয়েছে।"

মনোমোহন।—"দাদা, আপনি যে কি বল্‌ছেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি-নে!"

আনন্দময় আনন্দ-প্রকাশে কহিলেন,—"বুঝ্‌তে পারছ না ভাই। জান না কি—ব্যবসার মূল সত্য। বোঝ-নি কি—ব্যবসার মধ্যে যদি সজ্জন সৎলোক থাকে, উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে দিন তোমায় পেয়েছিলাম, সেই দিনই বুঝেছিলাম দিন ফিরে গেল!"

মনোমোহন সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"এ সব আপনার বাড়াবাড়ি।"

আনন্দময়।—"বাড়াবাড়ির কথা কিছুই নয়। আমি অনেক ঠেকে, অনেক দেখে-শুনে, তোমাকে আমার কারবারের শূন্য-অংশীদার করে নিই। কি পরীক্ষার পর তোমায় গ্রহণ করেছিলাম, তুমি জান কি কিছু?"

মনোমোহন উদাস ভাবে উত্তর দিলেন,—"কৈ।—আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না।"

আনন্দময়।—"তোমার যখন দিন চলে না—কোন দিন অৰ্দ্ধাশন, কোনদিন অনশন—রাজা জগচ্চন্দ্রের প্রেরিত হাজার টাকা, তুমি যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, মানুষে তা পারে না।"

মনোমোহন।—'আমার পিতৃ-পুরুষের পুণ্যের জোর, তাই আমি সে লোভ সংবরণ কর্‌তে পেরেছিলাম।"

আনন্দময়।—"পদ্মলোচন তোমার অন্নের হন্তারক। কেবল অন্নের হন্তারক নয়;—তোমার পৈত্রিক সম্পত্তিগুলি ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে, সামান্য একটা কথা বল্‌লে, তুমি সেই দারুণ দারিদ্র্যের দিনে, এক সঙ্গে হাজার টাকা পেয়ে যেতে। আর, রাজার লোক যা বল্‌বার জন্যে তোমায় অনুরোধ করেছিল, সেটা বড় অসঙ্গত কথাও নয়।"

মনোমোহন।—"পদ্মলোচন আমার হাজার শত্রুতা করুক, কিন্তু যে কথা আমার স্মরণ নেই, সত্য বলে জানি-নে, তার বিরুদ্ধে, সে কথা কেমন করে বলি!"

আনন্দময়।—"যা বল্‌বার জন্যে রাজার পক্ষ থেকে তোমায় অনুরোধ করা হয়েছিল, সেটা বড় মিথ্যা কথা নয়।"

মনোমোহন।—"মিথ্যা হউক, সত্য হউক, আমি যা জানি-নে বা যা নিজের চোখে দেখি-নি, কেমন করে তার সাক্ষ্য দিতে পারি!"

আনন্দময়।—"তোমার সেই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়েই, আমি তোমায় আমার কারবারের মধ্যে টেনে নিই। তার পর, আমি

তোমায় এই কারবারের অংশীদার করে নিলাম কেন—তা কি তুমি জান কিছু?"

মনোমোহন।—"সে আপনার অনুগ্রহ।"

আনন্দময়।—"অনুগ্রহ আমি শুধু শুধু করেছি ব'লে মনে করো না। বোধ হয় স্মরণ আছে, তোমার সংসার চালাবার জন্যে প্রথম ক'মাস মাসে পনরটী করে টাকা দেবার বন্দোবস্ত করি।'

মনোমোহন।—"সে অতি অল্প দিন মাত্র।"

আনন্দময়।—"কিন্তু সেই অল্প দিনের মধ্যেই দেখ্‌লাম—তোমার কি সততা।—তোমার কি মহত্ত্ব।"

মানামোহন।—"আপনার ওটা বড় বাড়াবাড়ি কথা।"

আনন্দময়।—"বড় বাড়াবাড়ি কথা নয়। সেই পনেরটী টাকা পেয়ে, তুমি যখন তোমার পাওনাদারদের ডেকে, তাদের হাতে পায়ে ধরে, সাধ্যমত তাদের দুই এক টাকা দেবার বন্দোবস্ত করতে লাগ্‌লে,—আমার আনন্দের পরিসীমা রইলো না।"

মনোমোহন হাসিয়া কহিলেন,—"পাওনাদারের পাওনা টাক শোধ করবার বন্দোবস্ত করবো, সে আর বেশী কথাটা কি দাদা।'

আনন্দময়।—"বেশী কথা নয় কি? অত্যাচারের উপর অত্যাচার করে, শেষ যারা টাকা পাওয়ার বিষয়ে হতাশ্বাস হয়েছিল, তাহাদের ডেকে ডেকে, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের কয়টি টাকা থেকে, টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা—একালে আমি এত নূতন দেখ্‌লাম।"

মনোমোহন।—"আপনার শুনজর আমার উপর পড়বে,—তাই আমার তুচ্ছ কাজেও আপনার উচ্চ ধারণা হয়েছে।"

আনন্দময়।—"ভাই, বড় তুচ্ছ কাজে নয়। তোমার উচ্চ—অত্যুচ্চ হৃদয়ের পরিচয় না পেলে, আমি তোমাতে এত আকৃষ্ট হতাম না। রামমণি চট্টোপাধ্যায় সামান্য একশত টাকা ধার দিয়ে পাঁচ শত টাকা তোমার কাছে পাওনা করে।"

মনোমোহন।—"তাঁর কথা আর কেন তোলেন?"

আনন্দময়।—"তুলি কেন—তবে শোন! সেই পাঁচ শত টাকার জন্যে, সে তোমার কি অপমানটাই না করেছে! শেষে, কোনও উপায়ে আদায় করতে না পারায়, টাকাটা তার তামাদি হয়ে যায়। রামমণি যথাকালে স্বর্গ-লাভ করে। তোমার কাছে যে রামমণির টাকা পাওনা ছিল, সে কথা সকলেই ভুলে যায়। তুমি, একটু সময় পেয়ে, রামমণির ছেলেদের ডেকে, সেই তামাদি টাকাটা দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে। তামাদি টাকা এমনভাবে শোধার বন্দোবস্ত করতে, আমি এ যুগে আর কোথাও দেখি-নি।"

মনোমোহন-ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"দাদা! দেনার টাকা কি কখনও তামাদি হয়?"

আনন্দময় আনন্দোচ্ছ্বাসে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনোমোহনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"ভাই, এইজন্যই তো তুমি আমার হৃদয় জুড়ে আছো।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

গোলাবাড়ী।

আনন্দময় ও মনোমোহন যখন কথোপকথনে বিভোর, পাঁচু ঘোষ আসিয়া উপস্থিত।

পাঁচু ঘোষকে আসিতে দেখিয়া, আনন্দময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাঁচু দাদা, খবর কিছু আছে না-কি?"

পাঁচু ঘোষ।—"আপনারা দেরী কচ্ছেন্ কেন? ব্যাপারীরা সব ভোর থেকে বসে আছে। আপনারা 'এই আসেন এই আসেন' বলে, এত বেলা অপেক্ষা করে শেষে তাই ডাক্‌তে এলাম। কাজ-কর্ম্ম দেখে কে? কত লোকসান হলো ভাবুন দাখি?"

আনন্দময় মৃদু-স্বরে উত্তর দিলেন, —"বেলা হয়েছে বটে। চল দাদা—চল, আমরা যাচ্ছি।"

পাঁচু ঘোষ।—"আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসুন, আর দেরী করবেন না। গল্প পেলে আর আপনাদের জ্ঞান থাকে না।"

পাঁচু ঘোষ আপন মনে কহিতে লাগিল,—'এদিকে যে কাজ ক্ষতি হচ্ছে, তা তো বুঝবেন না! কৃষাণেরা ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না। এক ছিলিম তামাক পেয়েছে, কি রাজা বনে গিয়েছে।

টান্‌ছেই—টান্‌ছেই, ফুরুৎ—ফুরুৎ—ফুরুৎ! আমরাও কি কখন তামাক খাই-নে? এক টান দিলাম, তো কল্কেশুদ্ধ ধোঁয়া হয়ে গেল!”

আপন মনে এইরূপ কত কথাই আওড়াইতে আওড়াইতে পাচু ঘোষ অগ্রসর হইল। আনন্দময় ও মনোমোহন, আর দিরুক্তি না করিয়া, তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে, মাঠের মধ্যে গোলাবাড়ী। সে গোলাবাড়ী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম-বিশেষ। তবে গ্রামের সহিত তাহার পার্থক্য এই যে, গোলবাড়ীর উপাদানভূত সামগ্রীসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নহে। এই গোলাবাড়ীর এক এক অংশে এক এক প্রকারের সামগ্রী সুশৃঙ্খলায় সজ্জীকৃত আছে। মধ্য-স্থলে সুন্দর একখানি আটচালা। সেখানে গদি বা কার্য্যালয়। খাতা-পত্র-হিসাব প্রভৃতি সেইখানেই রক্ষিত হয়। আটচালার দক্ষিণে একটী পুষ্করিণী। তাহার পাড়ের উপর—পুষ্পোদ্যান ও নানাবিধ ফলের গাছ। আটচালার উত্তর দিকে বড় বড় মরাই ও গোলা সারি সারি দণ্ডায়মান। তাহার কোনও সারি ধান্য-পরিপূর্ণ। কোনও সারি ডালকড়াই পরিপূর্ণ, কোনও সারি বা গম, যব, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি বিবিধ রবিশস্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দুই চারিটা মরাই খালিও আছে। আটচালার পূর্ব্বদিকে গো-শালা। বহু বলদ, বহু গাভী, সে দিকে প্রতিপালিত হইতেছে। রাখাল-

দের কৃষাণদের থাকিবার স্থানও সেই দিকে। গোচারণ-ভূমি—গো-শালার পূর্ব্বে—বহুদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত। আটচালার পশ্চিমদিকে খামার। কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রথমে সেই খামারে জমায়েত হয়। গোলবাড়ী বেষ্টন করিয়া উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম তিন দিকে বহু-বিস্তৃত কৃষি-ভূমি। সেই সকল জমিতে নানাবিধ দ্রব্যের চাষ-আবাদ চলিয়াছে। কোথাও ইক্ষু-ক্ষেত্র; তথায় নানাজাতীয় ইক্ষুর চাষ চলিয়াছে। কোথাও কদলী-ক্ষেত্র, চাঁপা, মর্ত্তমান, কাঁঠালী প্রভৃতি বিবিধ-জাতীয় কদলীর চাষ হইতেছে। কোনও অংশ রবিশস্যের জন্য, কোনও অংশ ধান্যের জন্য, পৃথকীকৃত রহিয়াছে। কপি, শালগম, মান, প্রভৃতি নানাবিধ শাক-শবজীর শোভায় কোনও অংশ শোভান্বিত হইয়াছে। ফলতঃ, বার মাসের ব্যবহার্য্য ও উৎপাদ্য সর্ব্ববিধ সামগ্রীরই চাষের ব্যবস্থা আছে।

শস্য-ফল-মূলাদির চাষ-আবাদ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংরক্ষণ এবং বিক্রয় প্রভৃতি লইয়াই এই কারবার প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। আনন্দময় এই কারবারের মালিক বটেন, কিন্তু মনোমোহন প্রভৃতির সংশ্রবের সঙ্গে সঙ্গেই উহার শ্রীবৃদ্ধি, সুতরাং তাঁহারাও এখন যথাযোগ্য অংশীভাগী। পাঁচু ঘোষ আজীবন কৃষিজীবী; কৃষিকার্য্যে সে বিশেষ পারদর্শী। কোন্ জমিতে কিরূপভাবে চাষ-আবাদ করিলে, কোন্ জমিতে কি বীজ বুনিলে,

কোন্ ফসল কিরূপ ফলিতে পারে, তদ্বিষয়ে পাঁচু ঘোষের অভিজ্ঞতা অপরিসীম। আনন্দময়ের কারবারে মনোমোহন প্রথমে সরকারের পদে নিযুক্ত হন। তিনিই যত্ন করিয়া পাঁচু ঘোষকে কারবারের মধ্যে আনাইয়াছেন। পাঁচু ঘোষের বড় সচ্ছলের সংসার ছিল না। দিন আনা দিন খাওয়া,—এই ভাবেই সে দিন-গুজ্‌রান্ করিতেছিল। তাহাকে এই কারবারের মধ্যে আনিয়া, মনোমোহন কারবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহারও সাংসারিক অনটন ঘুচাইয়া দিয়াছেন। রামদাসকেও এই কারবারে আনার মূল—মনোমোহন। রামদাসের সততার বিষয়, আনন্দময় সুবিদিত ছিলেন। হাট-বাজারে জিনিস-পত্র বিক্রয়ের তত্ত্বাবধানের ভার, তাই রামদাসের উপর অর্পিত আছে। মনোমোহন ও আনন্দময় সাধারণভাবে সকল বিভাগের সকল কার্য্য পরিদর্শন করেন। যে বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের উপর আনন্দময়ের এই গোলাবাড়ী ও কারবার প্রতিষ্ঠিত, অনুর্ব্বর বলিয়া বহু দিন হইতে উহা পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত ছিল। রাজা জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে আনন্দময় নাম-মাত্র খাজনায় মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রথম কয়েক বৎসর চাষ-আবাদ ভাল হয় নাই। অজন্মা হেতু এবং কতকটা কর্ম্মচারীদের প্রতারণা বদমাইসীর জন্য, আনন্দময়কে বিশেষ লোকসান সহিতে হইয়াছিল। সেই সময়, তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবো

উদয় হয়। সৎলোকের সহায়তা ভিন্ন কারবারে শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই—তিনি বুঝিতে পারেন। তাহারই ফলে, তাঁহার কারবারে মনোমোহনের সংশ্রব ঘটে। সেই হইতেই কারবারের শ্রী ফিরিতে আরম্ভ হয়। এখন তৎপ্রতি মা-লক্ষ্মীর যেন পূর্ণ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। অদৃষ্ট-গুণেই হউক বা কর্ম্ম-গুণেই হউক, সেই অনুর্ব্বর ঊষর ভূমিখণ্ড এখন উদ্যানের আদর্শ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দৈন্য-দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তার দিন অতীত হওয়ায়, আনন্দময়ের এখন আনন্দের দিন আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহনেরও দিন ফিরিয়াছে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদ।

একখানি পত্র হস্তে লইয়া, আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অন্দরে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন,—"কৈ গো—কৈ গো, একবার এদিকে এস।"

শিবসুন্দরী রন্ধন-গৃহে রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পতির কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ভাতটা চড়াইয়া দিয়া, অবিলম্বে উঠিয়া আসিলেন।

"আজ বড় আনন্দের দিন!—আজ বড় আনন্দের দিন!"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের মুখে আনন্দের হাসি-রাশি ফুটিয়া উঠিল।

তেমন হাসি—পতির মুখে শিবসুন্দরী অনেক দিন দেখেন নাই। পতির তেমন আনন্দের ভাবও—শিবসুন্দরী অনেক দিন লক্ষ্য করেন নাই। আজ এমন বিমল আনন্দের স্বর্গীয় শোভা—পতির মুখ-মণ্ডলে কে ছড়াইয়া দিল!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আজ বড় আনন্দের দিন!—বড় সুখের খবর!"

শিবসুন্দরী পতির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আবার কহিলেন,—"তুমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পার নি। আজ আমাদের যে আনন্দের দিন সে আনন্দের দিনের তুলনা নাই। এই দেখ—চিঠি এসেছে।

কি চিঠি, কোথা হইতে আসিল শিবসুন্দরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—'কি খবর?'

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিলেন,—"আমার দুলাল পাশ হয়েছে।"

"দুলাল পাশ হয়েছে।" বলিতে বলিতে শিবসুন্দরী জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে কহিলেন—"মা! তোর এত দয়া না হলে, লোকে তোকে দয়াময়ী বলবে কেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—'সত্যই মার দয়া। শুধু পাশ হওয়া নয় দুলাল পরীক্ষায় সকল ছেলের উপরে হয়েছে। সে বৃত্তি পাবে।"

"বল কি। দুলাল আমার বৃত্তি পাবে। তবে আর তার পড়ার কোনও বিঘ্ন হবে না দেখছি।' শিবসুন্দরী পুনরায় জগদম্বার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইলেন,—'মাগো মা! তোর দয়ার পার নেই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"কেবল বৃত্তি পাওয়া নয় দুলালের পড়া শুনোর পক্ষে আরও একটা সুবিধা দাঁড়িয়েছে।'

শিবসুন্দরী আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সুবিধে?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"আনন্দময় এই পত্র লিখেছে। তার এখন সময় ভাল—শুনেছোই তো। সে আমার দুলালের পড়ানোর সব খরচ দিতে চায়।"

শিবসুন্দরী।—"দাদা আমার, দুলালকে বরাবরই ভালবাসেন। দুলাল ভাল লেখা-পড়া শেখে, এ পক্ষে দাদার আমার বড়ই আগ্রহ! তাঁর হৃদয়টাও খুব বড়। আমার বাপ-মার দৈন্যের অবস্থা; কিন্তু দাদা আমার, সে দৈন্য এক দিনও তাঁদের ভোগ করতে দেন-নি। সম্পর্কে—তিনি তো জ্ঞাতি-ভাই! কিন্তু কেউ বুঝতে পারে কি? পেটের ছেলেও অতটা করে না! আমার বুড়ো মা-বাপকে দাদা এতই যত্ন করেন। আমি অভাগিনী, মা-বাপের কিছুই করতে পারলাম না; কিন্তু দাদা আমার, সে ক্ষোভ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,—'বোন্, কিছু ভাবিস্ নে। তোর আনন্দময় দাদা যত দিন আছে, তোর মা-বাপের মনে নিরানন্দ কখনও আস্‌বে না।' মুখেও যা বলেছেন, দাদা কাজেও তাই দেখাচ্ছেন। খরচ-খরচ করে তুমি তো দুলালের পড়া বন্ধ করেই দিয়েছিলে; কিন্তু ভাগ্যিস্ তাকে মামার বাড়ী পাঠাবার পরামর্শ হয়েছিল। তার এই পরীক্ষায় পাশ হওয়ার বা বৃত্তি পাওয়ার মূল কে—তা কি তুমি জান?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তা আর জানি-নে? জানিও সব—শুনেছিও সব। আনন্দময় বড় ভাল লোক!"

শিবসুন্দরী।—"কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমার সেই ব্যবহারের কথাটা যখন মনে হয়—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"সে কথাটা মনে করে, এখন আমারও একটু আপ্‌শোষ হয়। কিন্তু দোষটা—তারও নয়, আবার আমারও নয়।"

শিবসুন্দরী হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না; কহিলেন,—"দোষটা তারও নয়!—তোমার নয়! তবে কি দোষটা—ভূতের?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"এক রকম ভূতেরই বটে! আমি জিনিস যখন বন্ধক নিয়েছিলাম, যাচিয়ে নিয়েছিলাম। আনন্দময়ের সরকার যখন মায়-সুদ দেনা চুকিয়ে দিয়ে জিনিস নিয়ে গেল, তখন সেও কোনও সন্দেহ করে-নি—আমারও মনে কোনও সন্দেহের উদয় হয়-নি। কিন্তু পর দিন যখন জিনিস ফেরত এলো, আমি তো অবাক! হু-বহু সেই জিনিস! অথচ, যাচিয়ে দেখি, গিল্‌টির জিনিস! এ ভৌতিক ব্যাপারই বটে! হয়, ভূত এসে—আমার লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকে, গয়না অদল-বদল করেছে; নয়, মাঝ পথে—সরকারের হাতের মধ্যে ঢুকে, ভূতে এই খেলা খেলেছে! তখন, মুখে—প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে, আনন্দময়কে অনেক কথা বলেছি বটে; কিন্তু রহস্যটা যে কি—এখনও পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!"

শিবসুন্দরী।—"দাদাও তাই বলেন। তিনিও যে ষোল আনা তোমার দোষ দেন, তা নয়। প্রথমে তাঁর মনে তোমার সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়েছিল বটে; কিন্তু শেষে তিনি বুঝেছেন যে, দোষ তোমার নয়।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তবু—সে এখন কি বলে?"

শিবসুন্দরী।—"তিনি বলেন—তাঁর সন্দেহ হয়, তাঁর সরকারের প্রতি। যে সরকার বালা বন্ধক রেখেছিল, আর খালাস করে নিয়ে গেল—তারই কোনও কারসাজী থাক্‌তে পারে! সে লোকটা না-কি দাদাকে নানারকমে ঠকিয়ে গিয়েছে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—"কি জানি—কি রহস্য আছে! কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে। কিন্তু আনন্দময় সম্বন্ধে আমার যেমন কু-ধারণা হয়েছিল, তেম্‌নি এখন উচ্চ-ধারণা হয়েছে।"

শিবসুন্দরী।—মৃদু হাসিয়া মৃদু-স্বরে কহিলেন,—"তা হবারই কথা! দুলালের পড়ার খরচটা যোগাচ্ছেন্ কি না!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—"তা মনে ক'র না—তা মনে ক'র না। আমি সত্যি-সত্যিই তার ঢের গুণ দেখেছি। যাক!—এখন আনন্দময়ের পত্রের কি উত্তর দেবো বল দেখি?"

শিবসুন্দরী।—"আজই উত্তর দিতে হবে নাকি?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"রামদাস, বাইরে বসে আছে; উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিলেই চুকে যায়।"

শিবসুন্দরী—"যা ভাল হয়, তাই দাও।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"তবু!—তোমার মত কি?"

শিবসুন্দরী।—"আমার মত কি আর তোমার মতের বিরুদ্ধ হবে?"

এই কথা বলিয়াই শিবসুন্দরী জিজ্ঞাসিলেন,—"সহরে পড়তে পাঠাবার আগে, দুলালকে একবার এখানে আনবে না কি?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়।—"হাঁ—হাঁ। সে কথা আজই লিখে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহির্বাটীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি আপন মনে আপনা-আপনি কহিলেন,—"আজ বড় আনন্দের দিন!"

শিবসুন্দরীও সে আনন্দে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া কহিলেন,—"বাবার মাথায় ছোঁয়ানো পয়সা তোলা আছে। যাই—হরির-লুটের যোগাড় করি-গে।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। শিবসুন্দরী, হরির-লুটের পয়সা লইয়া, হরচন্দ্রকে ডাকিয়া, হরির-লুট আনিতে দিলেন। উনানের হাঁড়ী, উনানেই চাপান রহিল! ভাত আপনা আপনি ফুটিতে লাগিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

---- * ----

দুলাল।

অপরাহ্ণ। গোলাবাড়ীতে বসিয়া আনন্দময় ও মনোমোহন বিশ্রাম করিতেছেন।

হরচন্দ্রের সঙ্গে দুলাল সেখানে উপস্থিত হইল। দুলালের জননী একবার দুলালকে দেখিতে চান। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়, তাই দুলালকে লইবার জন্য, হরচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দুলাল প্রথমে মাতুল মহাশয়কে ও পরিশেষে মনোমোহন বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। উভয়েই প্রাণ খুলিয়া দুলালকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হরচন্দ্র আনন্দময়ের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। সেই পত্রে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় একবার দুলালকে বাড়ী পাঠাইবার কথা লিখিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া আনন্দময় কহিলেন,—"ভাল,আজ তুমি এখানেই থাকো.। কাল দুলালকে নিয়ে বাড়ী যাবে। মার প্রাণ—অনেক দিন দেখে-নি, তা বেশ—কাল পাঠিয়ে দেবো।"

আনন্দময়, রামদাসকে ডাকিলেন। রামদাস নিকটে আসিলে বলিলেন,—"হরচন্দ্র এসেছে। একটু জল-টল খেতে দেও গে।"

রামদাস, হরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, জল খাওয়াইতে গেল। পাঁচু ঘোষ দুলালকে বাগানের ফল-ফুল দেখাইতে লাগিল।

দুলাল যত ক্ষণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, মনোমোহন এক-দৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন। কি অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ! বর্ণ - উজ্জ্বল-গৌর; তাহাতে রক্তিমাভা প্রতিভাত। হস্ত-পদ—সুগোল-সুঠাম। জ্যোতিষ্মান্ চক্ষুর্দ্বয়—আকর্ণ-বিস্তৃত। ভ্রমর-কৃষ্ণ ভ্রূ-যুগ—বিধাতা যেন তুলিকা দ্বারা আঁকিয়াছেন। তাহাতে মুখ-শ্রী অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। মনোমোহনের মনে হইল—এমন সুষ্ঠু সুকান্তি বালক, তিনি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। দুলাল বাগানের দিকে চলিয়া গেল; মনোমোহনের চক্ষু যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

মনোমোহন কহিলেন,—"ছেলেটি দেখ্‌তে বেশ!"

আনন্দময়।—"দেখ্‌তেও বেশ—গুণেও বেশ! রূপে গুণে দুই-ই সমান।"

মনোমোহন।—"হঁা—তা বৈ কি! নৈলে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে-!"

আনন্দময়।—বড় ভাল ছেলে। যেমন মেধাবী—তেমনই পরিশ্রমী। চরিত্রের তুলনা নাই। এখানকার স্কুলের ব্যাপার

তো জানই ভাই! পদ্মলোচনের হেঁপায়, আর সেই নতুন মাষ্টার-টার হেঁপায়, ছেলে-গুলো সব 'থিয়েটার' 'থিয়েটার' করে ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু দুলালের আমার সে সব কোনও ঝোঁক নেই।"

মনোমোহন।—"দুলাল কি তাদের আখ্‌ড়ায় যায় না?"

আনন্দময়।—"যায় বটে! পদ্মলোচনের ছেলে প্রিয়লোচন ওর সহপাঠী; সে ওকে কখনও কখনও ধরে নিয়ে যায় বটে! কতকটা মাষ্টারদের ঝোঁকেও যায় বটে! আমিও যেতে ওকে মানা করি-নে। সেও এক পরীক্ষা! সেই পরীক্ষার জন্যেই আমি ওকে সেখানে যেতে দিয়ে থাকি। কি নির্লিপ্ত-ভাবে তাদের সঙ্গে মেশে, দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়।"

মনোমোহন।—"দুলাল কি কোনও 'য়্যাক্টিং' করে না?"

আনন্দময়।—"রাম! তেমন ছেলেই নয়। দলে মেশেও কম। অথচ, সদ্ভাবও সকলেরই সঙ্গে।"

মনোমোহন।—"বড় ভাল ছেলে।"

আনন্দময়।—"বলেছি তো, যেমন রূপে—তেম্‌নি গুণে।"

মনোমোহন।—"চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের যে এমন ছেলে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি।"

আনন্দময়।—"এ তোমার ভুল ধারণা!"

মনোমোহন।—"যেমন গাছ, তার তেমনি ফল হয়। ইহাই তো স্বাভাবিক।"

আনন্দময়।—"স্বাভাবিকই বা কি করে বল্‌তে পার? প্রকৃতির ভাণ্ডারে কি বিপরীত দৃষ্টান্ত নাই? গুল্ম কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু পুষ্প সুদৃশ্য সুগন্ধ গোলাপ! জন্ম-স্থান পঙ্কিল জলাশয়; কিন্তু জাত-পদার্থ কমল! আকর আঁধারের আধার; কিন্তু হীরক উজ্জ্বলতার আদর্শ!"

মনোমোহন।—"চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বড় সৌভাগ্যবান্‌!"

আনন্দময়।—"বড় সৌভাগ্য না হ'লে, এমন পুত্র জন্মগ্রহণ করে? বেঁচে থাক—বাছা আমার বেঁচে থাক!"

মনোমোহন।—"ছেলেটিকে দেখ্‌লেই, ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে! যেদিন থেকে দেখ্‌ছি, সেই দিন থেকেই আমার মন কেড়ে নিয়েছে! মরি মরি!—কি রূপ!"

আনন্দময়, মনে মনে হাসিয়া, কহিলেন,—"তোমার রমার সঙ্গে দুলালের বেশ মানান হয়। মেয়ে যেমন লক্ষ্মী স্বরূপিণী, ছেলেও তেমনি নারায়ণ-রূপী! মিলন হ'লে, মণি-কাঞ্চন সংযোগ।"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমার ন্যায় গরীবের পক্ষে সে কল্পনা—আকাশ-কুসুম! চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ধনবান। শুধু ধনবান্ নন—ধন-লিপ্সু। তিনি কি অমন সোণার-চাঁদ ছেলে, আমার মত গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে সম্মত হবেন? তার পর, তাঁর ব্যবহারের কথা মনে হ'লে, তাঁর ঘরে মেয়ে দিতেও সঙ্কোচ হয়!"

আনন্দময়।—"সেটা তোমার ভুল! মানুষ, কোন্ মেজাজে কখন কোন্ কাজ করে ফেলে, সব সময় তা ধর্‌তে গেলে চলে কি? মেয়ের যিনি শাশুড়ী হবেন, তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-রূপিণী। আমার ভগ্নী বলে বল্‌ছি-নে। আজ-কালকের দিনে তেমন গৃহ-লক্ষ্মী, বোধ হয়, কারও ঘরে নেই। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের এমন কি ছিল? শিবসুন্দরী যে দিন তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছে, সেই দিন থেকে তাঁর ধন উথ্‌লে উঠেছে।"

মনোমোহন একটু দম খাইয়া কহিলেন,—"লোকে বলে—জোচ্চুরি করে তাঁহার ধন হয়েছে।"

আনন্দময়।—"জোচ্চুরির ধন—টেকে না। জেয়ারের নদী, দুকূল প্লাবিত করে ভেসে যায়; কিন্তু ভাটার সময়, সেই সমান—সমান হয়ে দাঁড়ায়!"

মনোমোহন।—"এখনও তো তার কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি-নে!"

আনন্দময়।—"ভাই, তুমি জান্‌বে কি তার? তলে-তলে প্রায়শ্চিত্ত চলেছে। তাতেই সব টিকে যাচ্ছে। জান্‌বে পরে!"

মনোমোহন।—"তা হলেই ভাল। কারু অমঙ্গল না হয়! সকলেরই মঙ্গল হ'ক। ভগবানের কাছে আমি এই প্রার্থনাই করি।"

আনন্দময়।—"বলি, এখন ছেলেটী তোমার পচ্ছন্দ হয় কি?"

মনোমোহন।—"অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কার না পছন্দ হয়?"

আনন্দময়।—"যা হোক, একটা চেষ্টা করে তো দেখা যাবে। যদি ভবিতব্য থাকে, ঘট্‌তে কতক্ষণ?"

মনোমোহন।—"বল্‌তে কি দাদা, দুলালের মুখ দেখে, আমি পূর্ব্বকথা সব ভুলে গিয়েছি।"

আনন্দময়।—"সকলই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। তবে আমার মনে হচ্ছে, এ কায্য হলেও হতে পারে।"

হরচন্দ্র জল খাইয়া ফিরিয়া আসিল। পাঁচু ঘোষ, দুলালকে খানিক দুধ খাওয়াইয়া আনিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, গোলাবাড়ীতে যথাযোগ্য পাহারার বন্দোবস্ত রাখিয়া, আনন্দময় ও মনোমোহন আপন-আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আদরে।

বড়দিনের ছুটিতে দুলাল বাড়ী আসিয়াছে। পিতা-মাতার আনন্দের অবধি নাই। পাড়া-প্রতিবাসীর আনন্দের অবধি নাই। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের প্রতি যাহাদের বিষ-দৃষ্টি ছিল, দুলালকে দেখিয়া, তাহাদের সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে।

দুলাল বাড়ী আসার পর, প্রিয়লোচন প্রায়ই দুলালকে লইতে আসে। মাষ্টার মহাশয় দুলালকে ডাকিতে আসেন।

আগামী শনিবার রাত্রিতে পদ্মলোচনের বাগান-বাড়ীতে 'বলভদ্র-থিয়েটারের' বিশেষ অভিনয়-সমারোহ। অভিনয়ে সাজ-পোষাকের প্রয়োজন। পল্লী-গ্রামের সখের থিয়েটার; সুতরাং বালক-দিগের মধ্যে যাহার যাহা সাধ্য আপন-আপন বাড়ী হইতে সাজ-পোষাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতেছে। দুলালের উপর কিছু বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। নিতান্ত অনিচ্ছায়, মাষ্টারের অনুরোধে, দুলাল বলিয়া আসিয়াছে,—"মাকে বলিয়া দেখিব। মা যদি কিছু দিতে চান, আনিয়া দিব।"

এখন মা'র সঙ্গে দুলালের সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে।

দুলাল কহিল,—"মাষ্টারের অনুরোধ, আমি এড়াতে পারি-নি মা! যদি কিছু দিতে পার, ভাল হয়। তাঁরা বলেছেন—থিয়েটার হয়ে গেলেই আবার ফেবত নিয়ে যাবে।"

শিবসুন্দরী।—"কি জিনিসের দরকার?"

দুলাল।—"দু'এক খানা কাপড়, আর দু'এক খানা গহনা।"

শিবসুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"তাই তো! কর্ত্তা জান্‌তে পার্‌লে কিছুতেই দিতে দেবেন না। তাঁকে না জানিয়ে দেওয়া-টাও ভাল নয়। তবে—ছেলেটা ধরেছে—এক রাত্রেব জন্যে—না দিলেও কাজটা ভাল হয় না।"

জননীকে নীরব দেখিয়া, দুলাল আবার কহিল,—"তবে কি মা, কিছু দেবে না?"

দুলালের স্বর কারুণ্য-পূর্ণ। জননীর প্রাণে সে স্বর বাজিল। শিবসুন্দরী কহিলেন,—"আচ্ছা—যাবার সময়, একখানা সাড়ী আর একখানা গহনা নিয়ে যেও। কিন্তু খুব্ সাবধানে নিয়ে যাবে। উনি যেন না জান্‌তে পারেন; আবার চুপি-চুপি এনে দেবে।"

দুলাল।—"তাঁকে না জানিয়ে নিয়ে যাব?"

শিবসুন্দরী।—"একরাত্রের জন্যে—তাতে আর কি যায় আসে।"

দুলাল।—"তবে তুমি আজই কেন বার করে রেখে দাও না ?"

শিবসুন্দরী।—"তার দরকার নেই। অভিনয়ের দিন, যাবার সময়েই তুমি নিয়ে যেও।"

দুলাল।—"যাবো সন্ধ্যের সময়। তখন তুমি হয়-তো কাজে-কর্ম্মে ব্যস্ত থাক্‌বে।

শিবসুন্দরী।—"আমি যদি তখন ব্যস্তই থাকি, দেরাজে চাবি আছে, তুই নিজেই খুলে নিয়ে যাস্। আমাকেই বা ডাকাডাকির দরকার কি!"

শিবসুন্দরী গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত হইলেন। দুলাল বহির্ব্বাটীতে গমন করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

———*———

আশীর্ব্বাদ।

দুলালের সহিত রমার বিবাহে মনোমোহনের আগ্রহ দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নিকট আনন্দময় সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মনোমোহনের অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা রমাকে সুন্দরী সুলক্ষণা দেখিয়া, বিবাহ-প্রস্তাবে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় সম্মত হন।

শিবসুন্দরী রমাকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন। যখনই দেখিয়াছেন, তখনই রমার প্রতি তাঁহার একটা অভাবনীয় স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার দুলালের যদি ঐ রকম একটি বৌ হয়, তাঁহার আনন্দের অবধি থাকিবে না। এ ভাব কত বারই তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও সে কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, বালা-বন্ধক সম্বন্ধে মনোমোহনের সহিত তাঁহার পতির ব্যবহারের কথা যখনই তাঁহার স্মৃতি-পটে উদয় হইয়াছে, তখনই লজ্জায় তিনি অধোবদন হইয়াছেন। ইদানীং তিনি ভাল করিয়া রমার মুখের পানে চাহিতেও যেন লজ্জাবোধ করিয়াছেন।

এখন আনন্দময় কর্ত্তৃক শুভ-বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। সে প্রস্তাবে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। আবার সে প্রস্তাবে গৃহিণীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ও পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া গেলেন। পরন্তু, তাঁহার মনে তখন একটা সান্ত্বনার উদয় হইল। সেই সুবর্ণ-বলয় প্রদান করিয়া, তিনি যখন পুত্র-বধূর মুখ-দর্শন করিবেন; তখন, মনোমোহনেরও বালার জন্য ক্ষোভ অপসৃত হইবে, তাঁহারও পুত্র-বধূকে একটা ভাল জিনিস দেওয়া হইবে। এবম্বিধ নানা কারণে তিনি আনন্দে বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আজ আশীর্ব্বাদ। বরপক্ষ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। মুখুয্যে মহাশয় আসিয়াছেন; চাটুয্যে মহাশয় আসিয়াছেন; ঘোষ মহাশয় আসিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী যে যেখানে ছিলেন, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। মনোমোহন বাবুও তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি রাখেন নাই। উভয় পক্ষের মধ্যস্থ-স্থানীয় আনন্দময় বরপক্ষ-কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষকেই আদর-আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন।

মনোমোহনের বহির্ব্বাটীর উঠানে, অভ্যাগত জনের বসিবার স্থান হইয়াছে।

শরৎ কাল। হঠাৎ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং উঠানে

একট 'মেরাপ' বাঁধা হইয়াছে। বাঁশের খুঁটি ; তালপাতার ছাওয়া ; মাথার উপরে চন্দ্রাতপ বিলম্বিত ; নিম্নে ফরাসের ঢালাও বিছানা। মাঝে মাঝে তাকিয়া পড়িয়াছে। সারবন্দী বাঁধা-হুঁকা বৈঠকের উপর শোভা পাইতেছে। সম্মুখে দক্ষিণদ্বারী প্রকাণ্ড চণ্ডী-মণ্ডপ ;—কুম্ভকারগণ প্রতিমায় খড় দড়ি জড়াইতেছে।

নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন-সহ চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যখন মনোমোহনের বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিলেন, কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বাড়ীর শ্রী-ছাঁদ কি এক অভিনব সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে! দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল— কমলা যেন সে গৃহে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজমান! চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আপন মনে কহিলেন,—"যেন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে! ক'দিনের মধ্যে এ হলো কি! হরদেব চৌধুরীর সময়ও তো দেখেছি! এ যেন তার চেয়েও জাঁক-জমক! এবার আবার পূজো এনেছে! মেয়ের বিয়ে দেবে, তার আশীর্ব্বাদেরই কি ঘটা! ভাগ্যিস্ অমত করি-নি! গিন্নীর কথা না শুন্‌লে, ঠক্‌তে হ'তো! এমন সম্বন্ধ কি কেউ ছাড়ে! আর কি অমায়িক ব্যবহার! আমার সঙ্গে যে এতটা কাণ্ড-কারখানা হয়ে গিয়েছে, তা যেন কিছুই মনে নেই! বড় সরল লোক মনোমোহন! তাই কমলার কৃপা হয়েছে!" যতই আদর-আপ্যায়ন হয়—যতই ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পান, ততই মনোমোহনের সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা হয়।

সভাধিবেশন হইলে, আবশ্যকীয় কথা-বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে, নানা রঙ্গের নানা আলোচনা চলিতে লাগিল।

কন্যাকে সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া মনোমোহন সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। রমা প্রথমে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের চরণে—পরিশেষে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের চরণে—প্রণত হইল।

কি অনিন্দ্যসুন্দর রূপরাশি! সে রূপের জ্যোতিতে মণিমাণিক্য-খচিত হীরকের অলঙ্কারগুলিও যেন হীনপ্রভ হইয়াছে! সে রূপ যে দেখিল, সেই বলিল,—"মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তোমার নামটী কি?" রমা লজ্জাবিনম্র বীণাকণ্ঠে নাম বলিল।

মরি মরি!—কি মধুর স্বর! সে স্বরে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের হৃদয়ে যেন বীণার ধ্বনি বাজিয়া উঠিল!

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"আমি সত্যই সৌভাগ্য-বান!" কালবিলম্ব না করিয়া কাহারও মুখ-পানে না চাহিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পুরোহিত-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লগ্ন বোধ হয় হয়েছে? তবে আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পারি?"

পুরোহিত।—"হাঁ—এই শুভ লগ্ন। সচ্ছন্দে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পারেন।"

এই বলিয়া পুরোহিত-ঠাকুর, ধান-দূর্ব্বা-চন্দনাদি-সমন্বিত একখানা রূপার থালা চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের সম্মুখে ধরিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় দেব-গুরু স্মরণ করিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রমা পুনরায় তাঁহার চরণে প্রণত হইল; এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণের পদ-ধূলি গ্রহণ করিল। মনোমোহন রমাকে লইয়া অন্দরে প্রস্থান করিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আহ্লাদে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কেমন মুখুয্যে মশায়, বৌ-মাটী কেমন দেখ্‌লেন?"

মুখোপাধ্যায়-মহাশয় একটু দম খাইয়া মৃদু-স্বরে কহিলেন,— "হাঁ—তা দেখ্‌লাম বটে! তবে—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আহ্লাদে সে কথায় কান দিলেন না। তিনি বলিলেন,—"বৌ-মাটী বড় লক্ষ্মীমন্ত হবেন।"

তারাকান্ত জ্যোতিঃশেখর জ্যোতিষার্ণব গম্ভীরভাবে পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার ছিল। মজ্‌লিসে কোষ্ঠী-পত্রের আলোচনা হইলে, তিনি একটা উচ্চ-বিদায় পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সেরূপ কোনও সুযোগ না পাওয়ায়, অগত্যা চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের কথার উপর তিনি একটা কথা কহিতে বাধ্য হইলেন। জ্যোতিঃ-শেখর কহিলেন,—"হাঁ—মেয়েটি সুলক্ষণাক্রান্ত বটে! তবে—

'স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্ম্মধ্যমা দেবমানুষে।
দেবাসুরে বিরোধশ্চ মৃত্যুর্ম্মানুষরাক্ষসে॥'

গণাদির বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। কারণ, শাস্ত্র বলিতেছেন,—

সম-গণে বিবাহ হইলে, সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ বিবাহ। দেবগণে ও নরগণে বিবাহ মধ্যম। দেবগণে ও রাক্ষসগণে বিরোধ। নরগণে ও রাক্ষসগণে বিবাহে মৃত্যু। আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে, এ সকল দেখা আবশ্যক।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—প্রমুখ সকল সেই বাক্যে সায় দিলেন। "কাজটা ভাল হয় নাই"—সকলেরই মুখে সেই ভাব প্রকাশ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে কন্যার নানা খুঁত বাহির হইতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—"মেয়েটীর সব ভাল বটে; কিন্তু চলনটা একটু যেন বাঁকা!" মুখোপাধ্যায় কহিলেন,—"ওটা তত ধরি-নে, কিন্তু স্বরটা কিছু কর্কশ!" ঘোষ মহাশয় কহিলেন,—"আমার মনে হলো মেয়েটি চোখে যেন একটু কম দেখে!" মহলানবীশ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"মেয়েটি কানেও একটু কম শোনে!—পঞ্চেন্দ্রিয়-হীন! চক্রবর্ত্তী-মহাশয়, এ বিয়ে দেবেন না—দেবেন না।" ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য একটু ভাঙের ঘোরে বিভোর ছিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"এ সাদি নেই হোগা। তোড় দেও মজ্‌লিস—তোড় দেও মজ্‌লিস।" যণ্ডামার্ক ছোকরার দল উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাস্থলে একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়া গেল।

আনন্দময় ও মনোমোহন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের আহারাদির স্থান করিতেছিলেন। মজ্‌লিসের কল্লোল-কোলাহল তাঁহা-

দের কর্ণে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া গোল থামাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যাহারা ভাঙের ঘোরে চতুরঙ্ হইয়া ছিল, তাহারা সহসা বারণ মানিল না। অনুনয়-বিনয়ে হিতে বিপরীত ফল দাঁড়াইল। "এরা আধুনিক—আধুনিক! এরা ভদ্রলোকের মান কি জান্‌বে!" কেহ কহিল,—"যারা ভদ্রলোকের মান জানে না, সেখানে কি নেমন্তন্নে আস্‌তে আছে? ছি! ছি!—এমন ছোটলোকের ঘরেও চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ছেলের বিয়ে দিতে সম্মত হ'লেন?" রসিক-খুড়া আফিংয়ের মৌতাতে ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—'চীনের সঙ্গে মাড়োয়ারীদের ভাবি একটা যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর সেই যুদ্ধে, লুঠ-তরাজের মধ্যে, সেপাইরা সব আফিং লুটে নিয়ে আস্‌ছে। পথে আফিংয়ের ছড়াছড়ি! খানিকটা কুড়িয়ে নিতে পার্‌লে, ছ'মাস ছ'মাস চলে যেতে পারে।' চক্ষু বুজিয়া বুজিয়া হাত বাড়াইলেন। মৃদু-স্বরে কহিলেন,—"কালাচাঁদ—কালো-মাণিক! এস এস—বাপ-ধন!" যেন গুড়ুম্ করিয়া একটা কামানের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত গুলের আগুন-ভরা কল্কে-শুদ্ধ হুঁকো টপ্ করিয়া ফরাশের উপর পড়িয়া গেল।

"গেলো গেলো!—গেলো গেলো! পুড়্‌লো—পুড়্‌লো—পুড়্‌লো!"

সকলেরই মুখে ঐ কথা! সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই হট্ট-গোলের বিশৃঙ্খলায়, আরও দু'একটা হুঁকা গড়াগড়ি যাইতে লাগিল! ফরাশের চাদর নানাস্থানে পুড়িতে লাগিল। পাঁচু ঘোষ, রামদাস ও ভৃত্য-বর্গ, সকলকে ফরাশ হইতে সরাইয়া দিয়া, চাদর ঝাড়িতে লাগিল। তাহাতে আরও বিপরীত ফল দাঁড়াইল। আনন্দময় ও মনোমোহনের সান্ত্বনায়, যাহারা একটু শান্ত-ভাব ধারণ করিতেছিল, এই ব্যাপারে তাহারা আর বাগ মানিল না। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল,—"রসিক খুড়োকে দিয়ে আগুন ছড়িয়ে উঠিয়ে দেওয়া! আবার চাকর দিয়ে অপমান করা!"

"বেটারা ছোট-লোক! বেটারা ইতর! এমন জায়গায় কি ভদ্রলোকের আস্‌তে আছে?"—এই বলিতে বলিতে এক দল চটিয়া চলিয়া গেল। মনোমোহন ও আনন্দময় তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"ও সব কিছু মনে কর্‌বেন না। ও সব ছেলে-ছোক্‌রার কাণ্ড! বদ্‌মায়েসী!" কিন্তু মনোমোহনের মন প্রবোধ মানিল না। তিনি নাছোড় হইয়া পায়ে হাতে ধরিয়া সকলকে ফিরাইয়া আনিলেন। সকলকে সঙ্গে লইয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আহারে বসিলেন। সকল দুর্ব্বিপাক দূর হইল। আবার আনন্দের কলকল্লোলে ভবন মুখরিত হইল।

বিদায়ের পূর্ব্বে, দিন স্থির—লগ্ন স্থির হইল। অগ্রহায়ণ মাসের ৭ই তারিখে রাত্রি ঘ ৮।৩০।১৬ গতে ঘ ১১।৩১।১৬ মধ্যে মিথুন কর্কট সিংহ লগ্নে স্নুতহিবুক-যোগে বিবাহের লগ্ন ধার্য্য রহিল। যথাযোগ্য বিদায় পাইয়া জ্যোতিঃশেখর জ্যোতিষী পূর্ব্বের আপত্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। উপসংহারে কহিলেন,—

"একবাত্রৌ চ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সমসপ্তকে।
চতুর্থে দশমে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথা॥

অর্থাৎ, এ বিবাহে বাজ-যোটক ঘটিয়াছে। বড় শুভ ফল ফলিবে।"

আনন্দময় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"এ সব গণনা পূর্ব্বেই আমরা করিয়েছিলাম।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

অভিনয়।

পদ্মলোচনের বাগান-বাড়ীতে আজ 'বলভদ্র-থিয়েটারের' বিশেষ অভিনয়-সমারোহ। বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। যতদূব সম্ভব জাঁক-জমকের সহিত মাষ্টার মহাশয় আজ অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পালা—'শ্রীমতীর মান।'

ভিখারী বালক বৃন্দা সাজিয়াছে; প্রিয়লোচন, শ্রীমতী সাজিয়াছেন; আব কলিকাতার 'বসু-মল্লিক কোম্পানীব' বিখ্যাত যাত্রার দল হইতে নৃত্যগীত-পারদর্শী একটী কালো-কোলো ছেলে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া, মাষ্টাব মহাশয় তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়াছেন। শ্রীমতী যখন বৃন্দার সহিত কথোপকথনে নিবিষ্ট হন; তখন তাঁর মুখব্যাদান আর বৃন্দার গান, শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করে। আবার শ্রীমতী যখন শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হন, তখনও তাঁর মুখব্যাদান ও শ্রীকৃষ্ণ গান শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করে। তবে, উভয়-ক্ষেত্রেই বাহবা-ধ্বনি শ্রীমতীরই প্রাপ্য হয়। পদ্মলোচনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে সকলেই বলেন,—"বাহবা প্রিয়লোচন!—বাহবা প্রিয়লোচন!"

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, বৃন্দা শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া গান ধরিলেন,—

আজি মান তাজ লো মানিনী রাই।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ফুকারে কানাই॥
আঁখি ছলছল, ঝরে অবিরল,
রাধে রাধে ডাকে, বলে—'ভিক্ষে চাই।'
বড় আকুল সে—দেখে দুখ পাই।
তাই গো শ্রীমতী, চাই অনুমতি,
এনে শ্যাম, বামে রাধাবে বসাই।
মরি মরি মোরা—লাজে মরে যাই।
নারী হয়ে কেন এতই বড়াই।
রাধা বিনোদিনী, শ্যাম-সোহাগিনী,
প্রাণবঁধু সে যে—জানে তো সবাই।
শ্যাম বিনা আর, কে আছে রাধার,
রাধাশ্যাম তাই, দেখিবারে চাই।
যুগলে যুগলে, মিলন না হলে,
গোপিকার প্রাণে—সুখ-শান্তি নাই।
(প্রেমিক-জীবনে সুখ-শান্তি নাই॥)

শ্রীমতী মানভরে উত্তর দিয়া গাহিলেন,—

বুঝেছি বুঝেছি—তাহার ছলনা।
চাই না—চাই না—তাহারে চাই না॥
জানি তারে ভাল জানি, কপটের শিরোমণি,

লম্পট শঠ সে—তারে চেনো না—চেনো না॥

(অবলা মজায় শুধু—মজে না, মজে না॥)

সে চোর-চূড়ামণি, তার চোখের চাহনি,

প্রাণ চুরি করে, (তারে) এনো না—এনো না।

(এলে—মন চুরি করে, এসে—প্রাণ কেড়ে নিয়ে,

পালাবে সে চোরা, (তারে) এনো না—এনো না।)

সখি! দূর করো তারে, রাখো—রাখো আঁখি-আড়ে,

নয়ন তাহারে আর—হেরিতে চাহে না।

জেনেছি বুঝেছি আমি—সে কেমন জনা!

প্রবোধ দিও না—(মিছে) প্রবোধ দিও না॥

বৃন্দা আবার জানাইলেন,—

কুঞ্জ-দ্বারে এসে, কাঁদে সে কাঁদে সে,

রাধা' রাধা রাধা ব'লে।

শ্রীমতী উত্তর দিলেন,—

রাধা নহে তার, সে নহে রাধার,

তারে যেতে বলো চ'লে।

বৃন্দা আবার বুঝাইলেন,—

রাধা তার প্রাণ, রাধা ধ্যান-জ্ঞান,

সে যে নাহি জানে আন।

শ্রীমতী রোষ-ভাষে উত্তরিলেন,—

চন্দ্রাবলী-কুঞ্জে, সারা-নিশি ভুঞ্জে,

(তবু) তার সাধুতাব ভাণ!

পায়ে ধরি, দয়া করি, ক্ষমা কর রাই।
বিনোদিনী বিনে ধনি, না জানে কানাই।

বৃন্দা মিনতি করিলেন,—

ক্ষমা কর প্যারী, আনি বংশীধারী,
রাধার চরণে ধরাই।

শ্রীমতী বাধা দিলেন,—

করি মানা বৃন্দে, এনো না গোবিন্দে,
তারে আর নাহি চাই।
(শ্যামে আর নাহি চাই।)

বৃন্দা বারণ শুনিলেন না। কুঞ্জের দ্বার ছাড়িয়া দিলেন।

অভিমানিনীর অভিমান-অনলে ঘৃতাহুতি নিক্ষিপ্ত হইল। শ্রীমতী মানভরে গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, শ্যামকে সম্মুখে দেখিয়া, আলুথালু-বেশে ধূলি-শয়নে শয়ন করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমতীর এই অভিমান-অনলের দারুণ উত্তাপে শ্যাম-সোণা বিগলিত হইল। শ্রীরাধার চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া, বংশীবদন কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতি জানাইলেন,—

পায়ে ধরি, দয়া করি, ক্ষমা কর রাই।
বিনোদিনী, বিনে ধনি, না জানে কানাই॥
ত্যজ রোষ, ক্ষম দোষ, চরণে লুটাই।
বরাননে, ও চরণে, দোষ করি নাই॥
শ্রীরাধার, সুবিচার, এই ভিক্ষা চাই।
দেখ চেয়ে, প্রাণ-প্রিয়ে, মিনতি জানাই।

শ্রীকৃষ্ণের কাকুতি-মিনতি ভিক্ষা-প্রার্থনা শুনিয়া, শ্রীমতীর হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক প্রবোধ দিয়া, বৃন্দা কহিলেন,—

আর কেন—আর কেন প্যারী, করিস এতই বাড়াবাড়ি।
দেখ না চেয়ে, চরণ-তলে শ্যাম যায় তোর গড়াগড়ি॥
এত ভাল নয়—এত ভাল নয়,
শ্যাম রসময়, সেধে সারা হয়,
কেঁদে কেঁদে ডাকে, পায়ে ধরে সাধে, উঠ উঠ বরনারী।
আর কাঁদাইলে, কাঁদিতে যে হবে, মরমে বিঁধিবে প্যারী॥

শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিল না। শ্রীহরি চরণ ধরিয়া 'ক্ষমা কর—ক্ষমা কর প্যারী' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থল বাহবা-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। 'ড্রপ্ সিন' পড়িল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

বিদায়।

বিনোদিনী, বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইলেন, রূপের উপব রূপেব ছটা ছড়াইয়া, পতির পাশে দাঁড়াইয়া, হাসি-হাসি মুখে কহিলেন,—"তবে এইবার অনুমতি দেও!"

মোহিনীমোহন একটু চঞ্চলভাবে বিনোদিনীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

বিনোদিনী কহিলেন,—"বেশী দেরী হবে না। তেশ্‌রা বিয়ে, পনোরই নাগাদ ফিরে আস্‌বো।"

এতক্ষণে মোহিনীমোহনের চৈতন্য-সঞ্চার হইল। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন,—"সরোজিনীর মেয়ের বিয়ে! তা হ'লে তেশ্‌রা হচ্ছে বুঝি?"

বিনোদিনী।—"কেন!—তুমি জানো না কি? যে দিন সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, সেদিনই তো তোমায় বলেছি!"

মোহিনীমোহন।—"হাঁ হাঁ—বটে বটে! তা—এত আগে যাওয়ার দরকার কি? তেশ্‌রা বিয়ে, না হয় দোশ্‌রা যেয়ো।"

বিনোদিনী শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"সে কি?—সে

কি বল? আমি কি কুটুম্ব, যে নেমন্তন্ন রাখ্‌তে যাবো? তা যদি বল—তা হ'লে, আমি যেতে চাই-নে। তোমার সংসারে খাট্‌তে এসেছি, খাট্‌তেই থাকি।"

মোহিনীমোহন।—"আমি না-যাওয়ার কথা তো কিছু বলি-নি। কোথা যেতেও কখনও বারণ করি-নে। তবে—শরীরটে—কাল থেকে একটু খারাপ হয়েছে। তাই ভাবৃচি—দু'দিন পরে গেলে ভাল হ'তো না?"

বিনোদিনী।—"পরে গেলে, কি করে চল্‌বে? দেখা-শুনোর লোক আর কে আছে? বিয়ের ব্যাপার! উন্‌কুটি-চৌষট্টি কাজ! একটু আগে না গেলে কি চলে? শ্রী গড়া আছে; আল্‌পনা দেওয়া আছে; সাজানো-গুজানো আছে; সে সব খুটিনাটি কাজ করে কে?"

মোহিনীমোহন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"ঘোড়া হলে কি আর চাবুকের জন্যে আট্‌কায়!"

বিনোদিনী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"তবে কি তুমি আমাকে যেতে মানা কর্‌ছো?"

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—'মানাকরাও আবার দায়! দিন-রাত ফোঁস্‌ফোঁসানি গজ্‌গজানি—কে সইবে!' প্রকাশ্যে কহিলেন,—"না—মানা তোমায় একবারও করি-নি। কিন্তু একটু আপত্তির ভাব প্রকাশে অস্ফুট-স্বরে কহিলেন,—"তবে—শরীরটে—"

বিনোদিনী বাধা দিয়া কহিলেন,—"একটু সর্দ্দি লেগেছে! রাত্তিরে আজ এক পেয়ালা চা খেও—শেষে যাবে।"

মোহিনীমোহন (একটু ক্ষুব্ধ-স্বরে)।—"তাই তো—"

বিনোদিনী।—"আমিই বা কোন্ মগের মুলুকে যাচ্ছি! আর—এ দু'দিনের জন্যে বৈ তো নয়!"

মোহিনীমোহন।—"তা এসো।"

বিনোদিনী।—"তা হলে কেমন—অনুমতি দিলে তো?"

মোহিনীমোহন।—"হাঁ!—কিন্তু বেশী দেরী করো না।"

বিনোদিনী।—"না—দেরী কর্‌বো কেন? আমার কি আর সংসার বলে ভাবনা নেই? ক'দিন যাবো, কিন্তু সব বন্দোবস্তটি করে রেখে যাচ্ছি। গয়লানী ন'টার মধ্যে এসে দুধ দিয়ে যাবে, ঠাকুর দশটার মধ্যে রেঁধে ঠিক কর্‌বে, চাল, কয়লা, কাঠ—যা কিছু দরকার, সব কিনে-কেটে রেখে গেলাম। মাছটি আস্‌বে—আর ঠাকুর ঝোল-ভাত বেঁধে দেবে। পয়সা-কড়ি সব রামচরণের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম।"

বলিতে বলিতে পদ্ম-ঝির প্রতি নজর পড়িল। একটু তম্বী করিয়া তাহাকে কহিলেন,—"দেখ পদী—খবর্‌দার। এ ক'দিন কোথাও বেরুস্-নে। বাবুর যেন কোনও কষ্ট না হয়।"

পদ্মমণি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—"আমি বাড়ী থেকে কি আর বেরুই ছাই! দেখ্‌গে না ... পহরই আছি।"

মোহিনীমোহন মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তবু যদি দরকারের সময় খুঁজে পেতাম বেটাকে!"

বিনোদিনী কহিলেন,—"তা কি আব দেখ্‌তে পাচ্ছি-নে! তা—যা হোক বাছা! এ ক'টা দিন, আর গাফিলী-টাফিলী করিস্‌-নে।"

পদ্মমণি একটু আব্দাব জানাইয়া কহিল,—"আমি মনে করেছিলাম—বেয়ান-বাড়ী গিয়ে দু'দিন জিবিয়ে আস্‌বো। তা মা-ঠাক্‌রুণ, বাবুর কষ্ট হবে বলে—তাও বন্ধ দিলাম।"

মোহিনীমোহন অস্ফুট-স্বরে কহিলেন,—"কি করুণা!"

বিনোদিনী বামচবণকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখিস্‌—খুব হুঁসিয়ার থাকিস্‌। যেখানকার জিনিসটি যেমন আছে, ঠিক যেন তেম্‌নি থাকে।"

রামচরণ হাত-যোড় কবিয়া কহিল,—"যে এঁজ্ঞে—মা-ঠাক্‌বোণ! যেমন আছে, সব ঠিক থাক্‌বে। কোনও নড়-চড় হবে না!"

মোহিনীমোহন ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে কহিলেন,—"বেটা—ঠিকই বলেছে! বেটা কেবল পড়ে-পড়ে ঘুমোবে; কুটো-গাছটাও নড়াবে না।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"হাঁ—হাঁ, তুই বেটাই সত্যি কথা বলেছিস্‌!"

মোহিনীমোহনেব উত্তরে, পদ্মমণির একটু অভিমান হইল। সে অস্ফুট-স্বরে কহিল,—"ওমা—তবে কি আমি সব মিছে

কথাই কই? খেটে-খেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল। একটু বিচার নেই! কালের ধম্ম—কলির ধম্ম!"

বিনোদিনীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া পদ্মমণি আবও কহিল,—"না মা!—তোমার সংসারের ব্যবস্থা তুমি করে যাও। আমায় দিন কতকের ছুটি দাও। আমি দিন কতক বেয়ানের বাড়ী থেকে একটু হাঁপ জিরিয়ে আসি-গে।"

বিনোদিনী মনে মনে কহিলেন,—'মর বেটী মর! আঁটকুড়ীব বেটী—বেটীর তিন কুলে কেউ নেই। মাঝে মাঝে ভয় দেখান হয়—বেয়ানের বাড়ী যাই—জিরিয়ে আসি। কি বল্‌বো—এখনি রওনা হবো! নৈলে দেখ্‌তাম—বেটীর কোন্ চুলোয় কে আছে!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"না বাছা পদ্ম—রাগ করো না বাছা! ওঁর শরীরটা আজ ভাল নয়—তাই মেজাজটাও ভাল নেই। কি কথায় কি বেরিয়ে পড়েছে! এই নেও—বাছা!—সিকিটে নেও; জল-টল খেও ক'দিন। কে তোমার মুখ চাইবে?"

এই বলিয়া বিনোদিনী পদ্মমণির হাতে একটা সিকি দিলেন। সিকিটা হাতে পাইয়া একটু গদগদ হইয়া পদ্মমণি কহিল,—"তা মা! আমার আর কে আছে মা!—তোমরা মুখ না চাইলে, আমার আর এ বয়সে দাঁড়াবাব স্থান কোথা!" পদ্মমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নাকিস্বরে কহিল,—"তিনকুলে সব হারিয়েছি। কে আর আছে আমার!"

চাকর ও চাকরাণী, উভয়কেই মিষ্ট-বাক্যে তুষ্ট করিয়া, বিনোদিনী পতিকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন,—"তবে এখন অনুমতি দাও—আমি যাই।"

মোহিনীমোহন কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে বিনোদিনীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। পরিশেষে মৃদু-স্বরে কহিলেন,—"আচ্ছা—এস তবে।"

আসবাব-পত্র সাজান ছিল। মুটে আসিয়া মাথায় করিল। বিনোদিনী, হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিলেন। গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর এক বোন-পো, তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিল। সেও সে গাড়ীতে উঠিল। ভাবনার উপর আবার এক নূতন ভাবনা আসিয়া মোহিনীমোহনের মন অধিকার করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎকণ্ঠা।

থিয়েটারের সাজ-পোষাকের জন্য, শিবসুন্দরী দুলালকে এক খানা শাড়ী ও এক খানা অলঙ্কার প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। দুলাল যখন রওনা হয়, নানা কারণে, শিবসুন্দরী দুলালকেই বাক্স খুলিয়া উহা লইতে বলেন।

দুলাল চলিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর হঠাৎ তাঁহার প্রাণটা চমকিয়া উঠিল। তিনি বাক্স খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, অধিকতর চিন্তান্বিত হইলেন। চিন্তায় সারা রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

"বাক্সে এত গহনা থাকিতে, দুলাল এ কি লইয়া গেল! উনি যদি একবার বালা-জোড়াটা দেখিতে চান! কোনদিন দেখিতে চান নাই বটে; কিন্তু হঠাৎ যদি আজ বালার কথা মনে পড়ে! দুলালের বিয়ে হলে, বৌ-মাকে ঐ বালা তিনি আপন হাতে পরিয়ে দেবেন বলে, মনস্থ করে আছেন। আমি কত বোঝাই; কত বিনয় করে বলি—'যাদের বালা, তাদের ফেরত দেওয়া যাক।'

তিনি কিছুতেই শোনেন না। শেষ যখন সম্বন্ধটা পাকা হয়ে এসেছে, এখন ওঁর অনেকটা মত ফির্‌ছে বলে মনে হচ্ছে। সে দিন তো এক রকম স্পষ্টই বল্লেন—'গিন্নি, ভাব্‌ছো কি! আমিই আমার বৌ-মাকে দিই, আর তারাই তাদের মেয়েকে দেক, যে দিক দিয়েই হোক, বালা-জোড়াটা আমাদের ঘরে আস্‌ছেই আস্‌ছে।' যখন এতটা মন ফিরেছে, তখন আজই হয় তো বল্‌তে পারেন—'দেও, যাদের বালা, তাদের ফিরিয়ে দিই!' তখন কি উত্তর দেবো? দুলাল সেই বালা-জোড়াটাই নিয়ে গেল! এ কথা যদি জান্‌তে পারেন উনি, চির দিনের জন্য অবিশ্বাসী হয়ে রবো! তাঁর অমতে, কখনও কোনও কাজ করি-নি! আজ কেন এ দুর্ম্মতি হলো! বাছার মুখ দেখে, স্নেহের আব্দারে, কর্ত্তব্য ভুলে গেলাম! মা!—মা!—মঙ্গলচণ্ডী মা! দুলালকে আমার শিগ্‌গির ফিরিয়ে এনে দে মা!"

তন্দ্রা-ঘোরে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন। শিবসুন্দরীর মনে হইল—'ঐ বুঝি—ঐ বুঝি, বালার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।"

দারুণ দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল। পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া দিনদেবের চরণে প্রণত হইয়া, শিবসুন্দরী প্রার্থনা জানাইলেন,—"হে করুণাময়! আমার দুলালকে শিগ্‌গির বাড়ী এনে দাও।"

প্রভাত হইল। বেলা বাড়িতে লাগিল। দুলাল ফিরিল না। শিবসুন্দরী, একবার অন্দরে—একবার বাহিরে—একবার খিড়কীর দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

শিবসুন্দরীর সে চাঞ্চল্যে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি হঠাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"দুলাল কি এখনও আসে-নি ?"

শিবসুন্দরীর প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। "ঐ—ঐ বুঝি বালার কথা জিজ্ঞাসা করেন !"

"না।" শিবসুন্দরী ভাল করিয়াও সে উত্তরটা দিতে পারিলেন না।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কহিলেন,—"তবে কি হরচন্দ্রকে একবাব পঠান যাবে ?"

"ঐ গো ! তা হলে যে সব মাটি হবে !"

শিবসুন্দরী কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"না—হরচন্দ্রকে আর পাঠাতে হবে না। দুলাল, এলো বলে।"

মুখে এই উত্তর দিলেন বটে ; কিন্তু মন এ উত্তর শুনিল না। কতই দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা আসিয়া, মন অধিকার করিয়া বসিল।

"নিতান্ত ভাল-মানুষ ছেলে। সঙ্গে গহনা আছে। কত বিপদ ঘট্‌তে পারে। কি করি ! তবে কি এক বার হরচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে ! যদি পাঠাতেই হয়, হরচন্দ্রকে কি কিছু ইঙ্গিত করে

দোবো ?—না, ইঙ্গিত করাও ভাল নয়। সে ছোট লোক ; তাব পেটে কথা থাকৃবে না। তা হলে উনি সব জেনে ফেল্‌বেন। আমাব চিরদিনেব কলঙ্ক থেকে যাবে। যে বালা নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই বালা আমি এমন ভাবে ঘর থেকে বার কবে দিলাম! লোকালয়ে হঠাৎ সে বালা বেরুলে, মুখ পুড়ে যাবে যে! আব উনিই বা আমায় কি বল্‌বেন। আমায় কেটে কুচি-কুচি কব্‌লেও ওঁব বাগ যাবে না যে! না—হবচন্দ্রকে পাঠান হবে না। বড় জানা-জানি হযে যাবে ও হলে!”

পরক্ষণেই মনে পড়িল—“দুলাল এখনও যে ফিরিল না!”

“আব তো নিশ্চিন্ত থাকা যায় না! হয় তো বাছা কোনও বিপদে পড়ে থাকৃবে! যাই, হবচন্দ্রকে পাঠাই! যা আছে অদৃষ্টে—তাই হবে!”

বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দুলাল প্রত্যাবৃত্ত হইল না। গৃহিণীর ন্যায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দুলালের সন্ধানের জন্য, হবচন্দ্রকে পদ্মলোচন-ভবনে পাঠাইবাব ব্যবস্থা হইল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বালা-চুরি।

দুলাল বাড়ী হইতে শাড়ী ও বালা আনিয়া, মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়াছিল। অভিনয়ের সময়, শ্রীমতী সেই শাড়ী ও সেই বালা পরিয়াছিলেন। শ্রীমতীর সেই বেশ-ভূষার চাক্‌চিক্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অভিনয়ান্তে রাত্রিতে বালা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অভিনয়ের সময় মান-ভরে শ্রীমতী যখন অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, তখনও সকলে সেই সুবর্ণ বলয়ের ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পর হইতে সে বালা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের সময়, তাঁহাদিগকে ফুল-সাজে সাজাইয়া, মাষ্টার মহাশয় মান রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল,—ছুড়িয়া দিবার সময় বালা-জোড়াটা হয় তো বা রঙ্গমঞ্চের পাটাতনের নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে;—অভিনয় ভাঙ্গিলে, খুঁজিয়া দেখিলেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু অভিনয়-ভঙ্গে পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, বালা

কোথাও মিলিল না। বালা কোথায় গেল? দুলাল ছলছল-নেত্রে শেষ-অর্দ্ধ-রাত্রি বালার সন্ধানে মাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। বালা মিলিল না। মাষ্টার লজ্জায় পড়িলেন। দুলালেরও বাড়ী ফিরিবার মুখ রহিল না।

অনতিবিলম্বে প্রামাণিক মহাশয়ের কর্ণে বালা-চুরীর সংবাদ উপস্থিত হইল। তিনি পুলীশে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। দুলাল যখন বালা আনিয়া মাষ্টারের হাতে প্রদান করে, তিনি ও পদ্মলোচন উভয়েই তাহা হাতে করিয়া, পুনঃপুনঃ বালার কারু-কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে কথা স্মরণ করিয়া, কোনরূপ ভাবী বিপদের আশঙ্কায়, বালার সন্ধানের জন্য তিনি পুলীশের সাহায্য গ্রহণ করিলেন; এবং পুরস্কার-ঘোষণা করিয়া দিলেন।

নানা জনের প্রতি নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। সন্দেহে অনেকের উপর অনেক রূপ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কেহ বলিল—"কাণা ভিকিরী বেটা চুরি করেছে!" কেহ কহিল—"ও বেটা চোখে দেখ্‌তে পায় না, ছোঁড়াটাকে দিয়ে চুরি করিয়েছে।" সুতরাং প্রথম দফায় তাহাদেরই উপর পীড়ন আরম্ভ হইল। তাহাদের তো আর মা-বাপ বলিতে কেহ নাই! গরীব বেচারীরা অনেক পীড়ন সহ্য করিল। প্রহারের উপর প্রহারে তাহাদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া, দুলাল মর্ম্মন্তুদ যাতনা

অনুভব করিল। দুলালের বড় অনুশোচনা হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল—'সকল অনর্থের মূল সে নিজে! সে যদি বালা না আনিয়া দিত, গরীব ভিখারীদের এত পীড়ন কখনই সহিতে হইত না!' পীড়নের পর পীড়নেও যখন ভিখারীদের নিকট হইতে বালা বাহির হইল না, তখন তাহাদিগকে নজর-বন্দী রাখিয়া, কলিকাতার যাত্রার দল হইতে আনীত বালক অভিনেতার উপর অনুসন্ধান চলিল। বালকের নাম—রতিকান্ত। অভিনয়ে সে কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। রতিকান্ত—সহুরে ছোক্‌রা; পাকা ঝুনা। সে একটুও দমিল না। চোট্‌-পাট জবাব আরম্ভ করিয়া দিল। তদন্তকারী পুলীশ-কর্ম্মচারী, বিশেষ সমস্যায় পড়িলেন। ভিখারীদের এবং রতিকান্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি থানায় চলিয়া গেলেন।

বালা না লইয়া দুলাল কোন্ মুখে বাড়ী ফিরিবে? সুতরাং দুলালের বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইতে হইতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শিকারান্বেষণে।

আসান উল্লা খাঁ—জবর্দ্দস্ত দারোগা। পচিশ বৎসর হইল, তিনি পুলীশ-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রথমে সামান্য কন্‌ষ্টেবল্‌ ছিলেন। লেখা-পড়া আদৌ জানিতেন না বলিলেই চলে। কিন্তু একনিষ্ঠার প্রভাবে, এখন তিনি প্রথম শ্রেণীর সব্‌-ইনেস্‌পেক্টার। মধ্যে মধ্যে অস্থায়িভাবে ইনেস্‌পেক্টারের পদেও কার্য্য করিয়া থাকেন। 'সাধিলেই সিদ্ধি!'—প্রবাদের সার্থকতা তাঁহার জীবনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করেন। একাগ্রতাসহ কাজ করিতে করিতে বুদ্ধিও খুলিয়া গিয়াছে, আবশ্যকানুরূপ বিদ্যাও শিখিয়া লইয়াছেন। তাঁহার অধীত-বিদ্যার সার সম্পৎ—সন্দেহ। মানুষকে বিশ্বাস করিতে তিনি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহ—সকলেরই প্রতি।

স্বভাব-বশে বালা-চুরীর ব্যাপারেও অনেকের উপর তাঁহার সন্দেহ পড়িয়াছিল। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় এবং বয়স ধর্ম্মের প্রভাবে, এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে একটু সংযত হইতে হইয়াছিল। অপর সকলকে দুই চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর

ছাড়িয়া দিয়া, শেষে ভিখারী দু'জনকে ও রতিকান্তকে লইয়া তিনি থানায় চলিয়া আসেন। হয় তো তাঁহার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল,—ঐ তিন জনের কাহারও না কাহারও দ্বারা বালা চুরির সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। লোকে যে যাহা মনে করুক, তাঁহার মনে কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে একটা খট্‌কা বাধিয়াছিল।

থানায় আনিয়া, ঐ তিন জনকে লইয়া, কখনও বা মিষ্ট-বাক্যে, কখনও বা রুক্ষ ব্যবহারে, তিনি চুরির আস্কারা করিবার চেষ্টা পান। তাঁহার চেষ্টার ফলে আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া একটু সন্ধানও মিলিয়া যায়। তিনি যখন রতিকান্তের জন্য ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং তাহার অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন আরম্ভ করেন, রতিকান্ত তাঁহার কানে-কানে চুপি-চুপি কি একটা কথা বলে। কথাটা তাঁহার মনের সঙ্গে মিলিয়া যায়। কিন্তু রতিকান্ত বয়াটে ছোক্‌রা। তাহার উপর নির্ভর করিয়া, অমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার ইতস্ততঃ হয়। চাক্‌রীর প্রথম আমলে হইলে, ঐ বালকের ফুস-মন্ত্র শুনিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিতেন। কিন্তু প্রবীণত্বের সহচর সংশয়-সন্দেহ তাঁহাকে সে অসমসাহসিকতার কাজে প্রতিনিবৃত্ত করিল।

দারোগা-সাহেব ভাবিতেছেন,—"এমন একটা শিকার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে? ছোঁড়াটা যা বল্‌ছে—মনের সঙ্গে

কতকটা মিলে যায় বটে! কিন্তু বড় দায়িত্ব। আবার মুখের একটা খাতিরও আছে। কি করি?" একবার মনে হইতেছে, "দিই—একটা ঝাঁপ দিই।" পরক্ষণেই মনে হইতেছে,—'না—এ বয়সে, ও সব দায়িত্বে আর দরকার নেই।'

'হাঁ কি না'—চিন্তায় সমস্ত দিনটা তাঁর কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, থানার আটচালার বারান্দায় বসিয়া, ঐ চিন্তাতেই মগ্ন আছেন। এমন সময় সদর হইতে জরুরী একখানা লেফাফা-সহ এক জন কন্‌ষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল।

লেফাফা-খানা খুলিয়া দৃষ্টিমাত্র, দারোগা-সাহেব লাফাইয়া উঠি-লেন। শিকার-লোলুপ ব্যাঘ্রের সমক্ষে শিকার আসিয়া জুটিল। দারোগা-সাহেব, আহ্লাদে-উৎসাহে বিকট চীৎকারে "রামসিং" বলিয়া একটা হাঁক ছাড়িলেন। হাঁক শুনিয়াই রামসিং ব্যাপার বুঝিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে কন্‌ষ্টেবল মহলে 'সাজ্-সাজ্' সাড়া পড়িয়া গেল। সন্ধ্যাসমাগম-সুযোগে, কয়েক জন কন্‌ষ্টেবল ভাঙ্ ঘুঁটিবার উদ্যোগ করিতেছিল। ভাঙ্-ঘোঁটা ফেলিয়া রাখিয়া, সেই রাত্রে কি জানি কি দায়িত্বের কাজে চলিতে হইল বুঝিয়া, তাহারা অনেকেই মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। কিন্তু উপায় নাই! খাঁ-সাহেবের হুকুম—এদিকের সূর্য্য ওদিকে উদয় হইলেও—ফিরিবার নয়। সুতরাং সুড়-সুড় করিয়া সকলকেই পশ্চাদনুসরণ করিতে হইল।

দারোগা-সাহেব মনে মনে একটা পাকা মতলব আঁটিয়া লইলেন। পকেটে রিভল্‌ভার রাখিলেন। কটিদেশে কিরিচ ঝুলাইলেন। জমাদারের হাতে একটা পিস্তল রহিল। আর আর কন্‌ষ্টেবলদের যোগ্যতানুসারে, কাহারও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে অস্ত্র, কাহারও হাতে বড় বড় লাঠি শোভা পাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে জমাদারের সহিত দারোগা-সাহেবের একটা গোপনীয় পরামর্শ হইল। পরামর্শে দারোগা-সাহেব ধার্য্য করিলেন,—রাত্রি আটটার পর তাঁহারা থানা হইতে বাহির হইবেন। দু'এক ঘণ্টা মাঠের মধ্যে ওত পাতিয়া থাকিবেন। সেই সময় চর পাঠাইয়া কে কি ভাবে আছে, সন্ধান লওয়া হইবে। তার পর, রাত্রি একটা আন্দাজের সময়, হঠাৎ যাইয়া বাড়ী ঘেরাও করিবেন। দ্বারবান-গণকে প্রথমে বন্দী করিবার চেষ্টা করা হইবে। তাহাতে তাহারা যদি বাধা দেয়, তাঁহারা গুলি চালাইতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দারোগা-সাহেব যখন শিকার আক্রমণে সদল-বলে রওনা হইলেন, রতিকান্তকে তাঁহার সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছেন—রতিকান্তও কিছু বুঝিল না, সাধারণ কন্‌ষ্টেবলেরাও কিছু বুঝিতে পারিল না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

---*---

পুলীশ।

সারাদিন হাঙ্গাম-হুজ্জুতে অশান্তিতে কাটিয়া গেল। অশান্তি—এক বাড়ীতে নয়—একই স্থানে কেন্দ্রীভূত নয়। সে অশান্তি, বিভিন্ন-স্থানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া, বিভিন্ন-হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিল। অশান্তি—পদ্মলোচন-ভবনে। অশান্তি—চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের গৃহে।

রাত্রিতে পদ্মলোচনের অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা হইল না। তিনি একাকী আপন প্রকোষ্ঠে শুইয়া, নানা দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সেদিন দিবসে তিনি আদৌ শয়ন করিবার অবসর পান নাই। আশা করিয়াছিলেন,—রাত্রিতে শয়ন-মাত্রেই নিদ্রা আসিবে। কিন্তু নিদ্রা আব আসে না! এক-একবার একটু একটু তন্দ্রা আসে বটে। পরক্ষণেই দুঃস্বপ্নে সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়।

অনেক চেষ্টার পর, একটু নিদ্রার আবেশ আসিল। তিনি যে বালবিধবা যুবতীকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, নিদ্রার পূর্ব্বে তাহারই প্রসঙ্গ মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই যুবতীর নাম—বিনোদবালা ওরফে বিনোদিনী। পদ্মলোচন সাধ করিয়া তাহাকে নানা নামে নানা ভঙ্গীতে ডাকিয়া থাকেন।

কখনও বলেন—বিনু, কখনও বলেন—বেণু, কখনও বলেন—বিনোদিনী। তাঁহার সে প্রাণের ডাক বিনোদবালার কর্ণপটহে ধাক্কা দেয় বটে; কিন্তু প্রাণে কখনও প্রবেশ করে না। বিনোদবালা যে এততেও তাঁহার হইল না, এ দুঃখে পদ্মলোচনের জীবন বড় ভারাক্রান্ত হইয়াছে। আজ নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে বিনোদবালার বিরহই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যে কিছুতেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না,—এই জন্য কখনও রাগ হইতেছিল, কখনও অভিমান আসিতেছিল। সে যদি একবার কাছে আসে, সে যদি একবার হেসে কথা কয়—পদ্মলোচনের সকল অশান্তি দূর হয়।

পদ্মলোচন স্বপ্নে দেখিতেছেন—'তাঁহার বিনু আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারে আঘাত করিতেছে।' পদ্মলোচন তন্দ্রা-ঘোরে উত্তর দিলেন,—"যাই—যাই, দরজা খুল্‌ছি। আজ বড় সৌভাগ্য—আজ বড় সৌভাগ্য!"

এই সময় পদ্মলোচনের দ্বার-দেশে সত্য-সত্যই আঘাত পড়িল। পদ্মলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"কে ও—কে ও?" দরজার বাহির হইতে উত্তর হইল,—"মহাশয়! একবার দরজাটা খুলুন্।"

কণ্ঠ-স্বর পরিচিত। কিন্তু পদ্মলোচন ঠিক চিনিতে পারিলেন না।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়িল। আবার বাহির হইতে ডাক পড়িল,—"খুলুন্ মহাশয়!—একবার দরজাটা খুলুন্। আর কেন কষ্ট দেন্?"

পদ্মলোচন এই বার স্বরটা চিনিতে পারিলেন।

"কেঁ?—দাঁরোগা-সাঁহেব! এঁত রাঁত্রে আঁমার বাঁড়ীর অঁন্দরের মঁধ্যে! কিঁ মঁনে কঁরে?"

মনে মনে কহিলেন,—"দরোয়ান বেটারাও বাধা দিলে না?"

আবার দরজায় আঘাত। আবার উচ্চ-চীৎকার! এবার স্বর কিছু কর্কশ!

"দরজা খুল্‌বেন কি-না—বলুন? এখনি দরজা ভেঙ্গে ঢুক্‌বো।"

পদ্মলোচন বুঝিলেন—ব্যাপার সুবিধাব নয়। পদ্মলোচন আপনার খাস-খান্‌সামার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। প্রামাণিক মহাশয়কে ডাকিয়া দিবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে চীৎকার বায়ু-সাগরে বিলীন হইল। পুলীশ দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরেব মধ্যে প্রবেশ করিল।

"কেঁন—কেঁন—কিঁ হঁয়েছে—কিঁ হঁয়েছে?"

দারোগা-সাহেব কহিলেন,—"বেশী কিছু হয়-নি। আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

পদ্মলোচন কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলেন,—"কেঁন?—এঁত রাঁত্রে কিঁ হঁয়েছে?"

দারোগা-সাহেব।—"সে কথা থানায় গেলেই জান্‌তে পাব্‌বেন।"

পদ্মলোচন।—"আঁমায়?—নিঁজেকে থাঁনায় যেঁতে হঁবে?"

দারোগা-সাহেব।—"হাঁ!—হুকুম সেই রকম।"

পদ্মলোচন একটু গর্ব্ব-ভরে কহিলেন,—"জাঁনেন—আঁমি অঁনারারী মাঁজিষ্টর ছিঁলাম? জাঁনেন—আঁমার কঁত খাঁতির সাঁহেবের কাঁছে? আঁমায় শুঁধু-শুঁধু কঁষ্ট দেঁবেন নাঁ।"

দারোগা-সাহেব।—"আমি কষ্ট দেবার কে? হুকুম—উপর-ওয়ালার। আমি তামিল কর্‌তে এসেছি মাত্র।"

পদ্মলোচন।—"কৈঁ?—কিঁ হুঁকুম—দেঁখি?"

দারোগা-সাহেব।—"থানায় গিয়ে একেবারে দেখ্‌বেন তখন।"

পদ্মলোচন।—"শুঁধু শুঁধু আঁমায় কেঁন কঁষ্ট দেঁন? আঁমার বিঁরুদ্ধে যঁদি কেঁউ কিঁছু নাঁগিয়ে থাঁকে, সেঁ সঁব মিথ্যে। এঁই খাঁনেই তাঁর তঁদ্বির কঁর্‌তে পাঁরেন।"

দারোগা-সাহেব।—"সে তদ্বির শেষ হয়েছে। বামাল শুদ্ধ পাওয়া গিয়েছে। সহজে না গেলে, আপনাকে জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।"

পদ্মলোচন।—"কেন?—কিঁ চাঁবস্থ? কোন ধাঁরা? জাঁমিন দঁরকার হঁয় যঁত টাঁকার, আঁমি দিঁতে রাজী আঁছি।"

দারোগা-সাহেব।—"জামিন নেওয়ার আমার হুকুম নেই। এখন সহজে যাবেন কি না, বলুন?"

পদ্মলোচন ডাকিলেন,—"মেঁনেজাঁর—মেঁনেজাঁর।

দারোগা-সাহেব।—"তাঁকে ডেকে কোনও ফল নেই। তাঁকে আগেই পাঠান হয়েছে।"

পদ্মলোচন যাইতে সম্মত হইলেন না। দৃঢ়-কণ্ঠে কহিলেন,—"তোমার ও সব মিথ্যে কথা। আমি যাবো না।" পদ্মলোচন আবার ডাকিলেন,—"মেনেজার—মেনেজার!"

দারোগা-সাহেব আর কাল-বিলম্ব করিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন,—"জমাদার! পাকড়াও উসকো।"

পদ্মলোচন দেখিলেন—ঘোর বিপদ! পদ্মলোচন বুঝিলেন—দৃঢ়তায় কোনও ফল হইল না। তখন কড়া মেজাজ নরম করিয়া মিনতি-ভাবে কহিলেন,—"আচ্ছা দারোগা মশায়, আপনার সঙ্গে যে এতটা বন্ধুত্ব—প্রাণ নেওয়া দেওয়ার সম্পর্ক, সেটা একেবারে সব ভুলে গেলেন? আর যদি কিছু এদিকের মতলব থাকে, তাও খুলে বলুন।"

দারোগা-সাহেব সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। জমাদার, পদ্মলোচনের হাত ধরিল।

পদ্মলোচন বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"দোহাই দারোগা-সাহেব! —আমায় বেঁধো না! যত টাকা চাও, এখনই দিচ্ছি।"

দারোগা-সাহেব রুক্ষ-স্বরে হুকুম দিলেন,—"জমাদার! দেরী করো না। বেঁধে ফেল।"

জমাদার রামসিং সজোরে হাত চাপিয়া ধরিল। পদ্মলোচন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দোহাই বাবা দারোগা-সাহেব! আমায় ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও! যা চাইবে, আমি তাই দেবো!"

আসান্‌-উল্লা দারোগা ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দু'একটা ছুট্‌-বেছুট্‌ কথাও বলিয়া ফেলিলেন। রামসিং যথা-হুকুম পদ্মলোচনের হাতে হাত-কড়ি পরাইয়া টানিতে লাগিল্‌। দারোগা-সাহেব একে একে পদ্মলোচনকে, প্রিয়লোচনকে ও প্রামাণিককে আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া চালান দিলেন।

যে বিষয়ের তদন্ত জন্য দারোগা-সাহেব আসিয়াছিলেন, তদন্তে তাহা অপেক্ষা বেশী বামাল বাহির হইল। পদ্মলোচনের নামে তিনটী গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এক অভিযোগ —'গুমী করা।' রাজা জগচ্চন্দ্রের একটী প্রজাকে তিনি গুমী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে প্রজা—আর কেহই নহে; সেই যুবতী বিধবা—যাহার মোহে পদ্মলোচন পাগল-প্রায় হইয়াছিলেন। অনেক দিন পূর্ব্বে এ অভিযোগের সূত্রপাত হয়; কিন্তু তাহা চাপা পড়িয়া থাকে। এখন সেই অভিযোগ জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই বিধবা যুবতীর জননীর এজাহারে, গোয়েন্দা-পুলীশের রিপোর্টে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব ওয়ারেণ্টের হুকুম দিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগ—'চোরাই মাল খরিদ।' বহু দিন হইতে ম্যানেজার প্রামাণিকের সাহায্যে পদ্মলোচন চোরাই মাল খরিদের ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছিলেন। প্রতিপক্ষের ষড়-যন্ত্রে, সে ব্যাপারটাও এখন কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসিয়াছে।

পদ্মলোচনের বাড়ী খানা-তল্লাসীর—সেও এক কারণ। তদ্বিষয়েও ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা ছিল। তৃতীয় অভিযোগ—'বালা-চুরি।' রতিকান্তের এজাহারে দুলালের আনীত সুবর্ণ-বলয় চুরির রহস্য প্রকাশ পায়। সেই বলয় প্রিয়লোচন তাহাকে সরাইতে বলিয়াছিল। খানা-তল্লাসীর সময় প্রিয়লোচনের দেরাজ হইতে সেই বালা বাহির হইল। রাধিকা সাজিয়া অভিনয়-ছলে সে যখন বালা খুলিয়া ফেলে, তাহারই ইঙ্গিত-ক্রমে কৃষ্ণবেশী রতিকান্ত তাহা সরাইয়া রাখে। পরিশেষে সে তাহা প্রিয়লোচনকেই প্রদান করে। প্রিয়লোচন তাহাকে বিশেষ কিছু পুরস্কার দিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল।

রতিকান্তের এজাহারে আস্থা স্থাপন করিয়া পদ্মলোচনের বাড়ী খানা-তল্লাসী করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, দারোগা-সাহেব যখন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, সেই সময়ে, পদ্মলোচনের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত দুইটী গুরুতর অভিযোগের পরোয়ানা আসিয়া তাঁহার হাতে উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই সূত্রে তিনি বালা-চুরি মোকদ্দমারও অনুসন্ধানে সুযোগ প্রাপ্ত হন। কথায় বলে —'বেণো জল ঢুকে ঘরের জল বার করে।' ত্রিবিধ ব্যাপারে পদ্মলোচনের তাহাই ঘটিতে লাগিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচারালয়ে।

বিনোদিনী বিবাহের নিমন্ত্রণে চলিয়া গেলেন। অব্যবহিত পরেই মোহিনীমোহনের বদ্‌লির সংবাদ আসিল। যে মহকুমায় তাঁহার পৈত্রিক বাস-ভবন, সই-সুপারিসের জোরে, তিনি সেই মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। শরীরটা সচ্ছন্দ ছিল না, কিন্তু নিজ-মহকুমার ভার-প্রাপ্তে উৎসাহান্বিত হইয়া, কাল-বিলম্ব না করিয়া, তিনি রওনা হইলেন। বিনোদিনীর নিকট সে সংবাদ পাঠান হইল।

মহকুমায় আসিয়া যে দিন কার্য্য-ভার বুঝিয়া লইলেন, সেই দিন তাঁহার নিকট বালাচুরীর সেই অভিনব মোকদ্দমার বিচার উপস্থিত হইল। 'বলভদ্র থিয়েটারে' অভিনয়ের সময় যে সুবর্ণ বলয় অপহৃত হইয়াছিল, সেই বলয়-সহ প্রিয়লোচনকে ও রতি-কান্তকে আসামী-শ্রেণী ভুক্ত করিয়া, আমান-উল্লা দারোগা বিচারার্থ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এবং দুলালকে সাক্ষী শ্রেণী-মধ্যে গণ্য করিয়া হাজির করা

হইল। প্রিয়লোচনের পক্ষে তদ্বিরের জন্য, মহকুমার বড় বড় উকীল-মোক্তারগণ নিযুক্ত হইলেন।

জেরা-জবানবন্দীতে, সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুবর্ণ-বলয়ের মালিক কে, কিরূপে সুবর্ণ-বলয় চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের অধিকারে আসে, পরিশেষে কিরূপেই বা উহা চুরি যায়;—বিচার-ক্ষেত্রে সকল রহস্যই প্রকাশ পাইল। মোহিনীমোহনের পরীক্ষার 'ফিসের' টাকা সংগ্রহের জন্য মনোমোহন যে ঐ বালা বন্ধক দেন এবং বন্ধক দিয়া টাকার অভাবে তিনি যে ঐ বালা খালাস করিতে পারেন নাই, আর সেই সূত্রে সুদ-আসলের দেনায় বালা যে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে,—বিচার-ক্ষেত্রে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের মুখে তাহাই ব্যক্ত হইল। উকীল-মোক্তারের সওয়াল-জবাবে যখন ঐ সকল কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল, মোহিনী-মোহন লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তখন তাঁহার আর অনু-শোচনার অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া, সে দিনের জন্য তিনি মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিলেন। বিচারের সময় আসামীর পক্ষের উকীল, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে একটী জেরা করেন। সেই জেরায় চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া যায়—অন্তরাত্মা দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠে! জেরার সূত্র ধরিয়াই মোকদ্দমা মুলতুবী হয়। মুলতুবীর বিরুদ্ধে দারোগা-সাহেব অনেক আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু মোহিনীমোহন সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের উপর জেরা হইল,—"বালা গলাইয়া ফেলা হইয়াছে—এ কথা তুমি মনোমোহনকে বলিয়াছিলে। এখন আবার বলিতেছ—'বালা সুদে-আসলে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।' তোমার কোন্ কথা সত্য ?" প্রশ্ন শুনিয়াই, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় থতমত খাইয়া যান। 'হা—না' উত্তরটা স্পষ্ট দিতে পারেন না। আসামীর পক্ষের উকীল, তখন মনোমোহন বাবুকে আনাইয়া সাক্ষ্য দেওয়াইবেন বলিয়া জিদ ধরেন। অধিকিন্তু মিথ্যা এজাহার দেওয়ার জন্য, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে ফৌজদারিতে ফেলাইবেন বলিয়া ভয় দেখান। এই অবস্থায়, মোহিনীমোহন ঐ ছলা ধরিয়াই বিচার স্থগিত রাখেন বটে; কিন্তু বিচার স্থগিত রাখার প্রধান কারণ—অন্যরূপ। প্রথমতঃ, ঐ বালার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার মনটা বড়ই দমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ মোকদ্দমার যদি বিচারই চলে, তবে অপর কোনও বিচারকের হস্তে বিচার-ভার পড়া কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি স্থির করেন। এবম্বিধ নানা কারণে মোকদ্দমা মুলতুবী করিয়া তিনি বাসায় চলিয়া যান। বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রিয়লোচন প্রভৃতিকে হাজতে থাকিতে হয়। ধার্য্য-দিনে উপস্থিত হইবার জন্য, দুলালের ও চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নিকট হইতে জামীন-মুচ্‌লেখা লিখাইয়া লওয়া হয়।

আদালতের বাহিরে আসিয়াও চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বাদী-প্রতি-

বাদীর জেবা-জবরদস্তীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এ সময় আবার শাসন-তাড়নের মাত্রাটা পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইল।

আসামী পক্ষের উকীল-মোক্তারেরা পুনঃপুনঃ চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে শাসাইয়া কহিতে লাগিলেন,—"সাবধান!—মিথ্যা কথা বল্‌বেন না। মিথ্যা কথা বল্‌লেই ফৌজদারীতে ফেল্‌বো।" অন্য-পক্ষে আসান-উল্লা দারোগাও তাঁহাকে শাসাইতে ত্রুটি করিলেন না। তিনিও কহিলেন,—"খবরদার!—মিথ্যা কথা বল্‌বেন না। মিথ্যা কথা বল্‌লে, আণ্ডা-বাচ্ছা সব শুদ্ধ জেলে পুরে দেবো। আমার নাম আসান-উল্লা দারোগা—আমি বাঘে-গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াই। এ কথা যেন মনে থাকে।"

জামিন-মুচ্‌লেকা লিখাইয়া দিয়া বিষণ্ণমনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পিতা পুত্র উভয়েরই জন্য পাল্কী-বেহারা প্রস্তুত ছিল। উভয়েই আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট পাল্কীতে উঠিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃতপ্রায় হইয়া আদালত হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মুখে কথা নাই। মনে শান্তি নাই। শরীরে শক্তি নাই। তিনি যেন কলের মানুষ কলের বলে পাল্কীতে আসিয়া উঠিলেন।

পাল্কীতে উঠিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরীরটা জ্বলিতে লাগিল। "এত অপমান! জীবনে কখনও ভোগ করি নি! এত লাঞ্ছনা! জীবনে কখনও সহ্য করি নি! কি কু-ক্ষণেই মনোমোহনের

বালা বন্ধক রেখেছিলাম! কি কু-ক্ষণেই সে বালা গলিয়ে ফেলা হয়েছে বলেছিলাম! আবার কি কু-ক্ষণেই গিন্নীর কাছে সে বালা রাখ্‌তে দিয়েছিলাম!

"দোষ সব তার! সে কেন দুলালকে বালা বার করে দিলে? একবার বাড়ী তো যাই—দেখ্‌বো তাকে। তা হতেই আমার এ অপমানটা!"

মানুষ কখনও আপনার দোষ দেখিতে পায় না। আপনার দোষ প্রত্যক্ষ হইলেও, অপরের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য সে কেবলই সুযোগ অন্বেষণ করে। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়েরও এখন সেই অবস্থা। আপনার দোষ তিনি দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেও, সে দোষটা কিসে অপরের স্কন্ধে আরোপ করিতে পারেন, কেবল সেই উপায়ই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এক বার মনে হইল—"দোষটা সম্পূর্ণ মনোমোহনের। সে কেন অমন সুন্দর বালা-জোড়াটা ঘর থেকে বার করে বন্ধক দিয়ে গেল? যদি বন্ধকই দিলে, সময়ে কেন খালাস করলে না? সামর্থ্যে কুলাইল না। যার শোধ করবার সামর্থ্য নেই, সে ধার করে কেন?" এইরূপে বালার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত যাহার যাহার সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই উপর এক এক বার দোষটা চাপান হইল।

"আসান-উল্লা দারোগাটাই কি কম? ওর সঙ্গে এত বন্ধুতা! ও কি তলে-তলে বালা-জোড়াটা আমাকে পাঠিয়ে দিতে পার্‌তো না! শেষ আবার কি শাসান্‌টাই শাসালে! শাসানই বা বলি কি করে? ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে—তাতে সঙ্কট দুই দিকে! বালা গালিয়ে ফেলা হয়েছিল বল্‌লেও দোষ, বাজেয়াপ্ত হয়েছে বল্‌লেও দোষ! কি করি! এ দায় থেকে কি করে উদ্ধার পাই! অপমান—যা হবার চূড়ান্ত হয়েছে! আরও কিছু হলে, লোকালয়ে মুখ দেখাবো কি করে? মুখ তো পুড়েছেই! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! কি করি? কোথায় যাই? কোথায় গেলে এ জ্বালা নিবারণ হয়?"

এবম্বিধ চিন্তা-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত অবস্থায় পাল্কী হইতে নামিয়া, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——*——

জ্বালায়।

বেলা অপরাহ্ণ। শরীর গলদ-ঘর্ম্ম। শিবসুন্দরী, তাড়াতাড়ি একখানি পাখা আনিয়া, পতিকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—"পাখা রাখ। আর বাতাসের দরকার নেই।"

শিবসুন্দরী মৃদুস্বরে কহিলেন,—"গাটা যে বড় ঘেমেছে। একটু ঠাণ্ডা হও।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! পাখার বাতাসে এ জ্বালা নিবারণ হয় না!"

শিবসুন্দরী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—"অমন কর্‌ছ কেন? কি হয়েছে?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পূর্ব্ববৎ ব্যথিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"বড় জ্বালা! এ জ্বালা কিসে নিবৃত্তি হয়—বল্‌তে পার?"

প্রশ্নোত্তরে ধীরে ধীরে শিবসুন্দরী সকল কথা অবগত হইলেন।

সকল ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আবার কহিলেন,—"বড় জ্বালা!—বড জ্বালা! বলতে পার—এ জ্বালা কিসে নিবৃত্তি হয়?"

শিবসুন্দরী মৃদুস্বরে কহিলেন,—"আমি তো বরাবরই বল্‌ছি। যা হবার হয়েছে। এখনও এ ব্যবসা ত্যাগ কর। তা হলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হবে।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আবেগভরে কহিলেন,—"তাই হবে—তাই কববো। এ যাত্রা যদি কোনও রকমে নিষ্কৃতি পাই, এমন ব্যবসা আর কখনও কর্‌বো না।"

শিবসুন্দরী মনে মনে ডাকিলেন,—"মা মঙ্গলচণ্ডী। আমি তোমার পূজোর জন্যে টাকা তুলে রেখেছি। সুমতি দেও মা—সুমতি দেও।"

দুলালেব পাল্কী পশ্চাতে আসিতেছিল। এই সময় সে পাল্কীও আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা-মাতা উভয়েই দুলালকে দেখিয়া নীরব হইলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

মূর্চ্ছায়।

মোহিনীমোহনের শরীরটা পূর্ব্বেই একটু খারাপ হইয়াছিল। বালার মোকদ্দমার শুনানির পর, মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল। সুতরাং সেদিন আর তিনি কোনই কাজ-কর্ম্ম করিতে পারিলেন না; বালা চুরির মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন।

বাসায় আসিয়া, কম্প দিয়া মোহিনীমোহনের জ্বর আসিল। তিন খানা লেপ চাপা দিয়াও সে কম্প ভাঙে না! এমনই ভীষণ কম্প-জ্বর! সে জ্বর—সে কম্প, কেবল শরীরের নয়! মোহিনীমোহন বুঝিলেন,—সে জ্বরে সে কম্পে তাঁহার শরীর ও হৃদয় দুই-ই অধিকার করিয়াছে। তিনি আরও বুঝিলেন,—শারীরিক কম্প অপেক্ষা তাঁহার মানসিক কম্পই প্রবল!

রামচরণ, ডাক্তার ডাকিতে চাহিল। মোহিনীমোহন বারণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল,—'ডাক্তার শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে পারেন; কিন্তু এ মনোব্যাধি দূর করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়?'

জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। যন্ত্রণায় মোহিনীমোহন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বরের আবিল্যে তাঁহার কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। জ্বরের আবিল্যে তিনি কত কথাই কহিতে লাগিলেন। মনে পড়িল—দাদার সেই অকৃত্রিম স্নেহ-পারাবার। মনে পড়িল—তাঁহার স্নেহময় দাদা কত কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন—মানুষ করিয়াছেন। আর মনে পড়িল—সেই দাদার প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহার;—যে দাদার অনুগ্রহ-অনুকম্পায় তাঁহার লেখা-পড়া শিক্ষা ও উচ্চ-পদ-লাভ! মনে পড়িল—সেই দাদাকে তিনি কিরূপ অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন! তার পর, আরও মনে পড়িল—সেই মাতৃ-স্বরূপিণী স্নেহময়ী কমলমণির স্নেহের কথা। আপনার গর্ভজাত কন্যা রমা অপেক্ষাও মোহিনীমোহনকে যে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন—এত দিন মোহিনীমোহন বিস্মৃত ছিলেন—এখন যেন সেই চিত্র নয়ন-সমক্ষে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। মনে পড়িল—মাতৃ-বিয়োগের পর মোহিনীমোহন যেবার সঙ্কট পীড়ায় পীড়িত হন, তাঁহার মল-মূত্রকে চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, জননীর স্নেহে কমলমণি কেমন ভাবে কত যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন! মোহিনীমোহনের নেত্র-পথে দর-দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

রামচরণ, শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, লেপ চাপিয়া ধরিয়া ছিল।

করুণার প্রভাবে আমি আজ হাকিম হয়েছি, তাঁর কথাও তুই কিছুই শুনিস-নি! আমার গর্ভধারিণী এক মা—আর সেই এক মা! সেই মা, আমার জন্য কি না করেছেন? গায়ের গয়না-গুলি খুলে দিয়ে আমার পড়ার খরচ চালিয়েছেন। আমি যে আজ হাকিম হয়েছি, আমার যে আজ এত পদ-পসার হয়েছে, সে তাঁরই গুণে। কিন্তু রামচরণ।—আমি এত পাষণ্ড, যে হাকিমী-পদ পেয়ে মাকে ভুলে গেলাম?—দাদার প্রতি, তাঁর প্রতি, এক বারও ফিরে চাইলাম না। তেমন দাদাও রামচরণ কারো আর হয় না, তেমন মাও কেউ পায় না!"

বলিতে বলিতে মোহিনীমোহন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"এঁ্যা।—কি হলো—কি হলো। পদ্ম—পদ্ম! চাপরাসী—চাপরাসী!" রামচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

পদ্মমণি ছুটিয়া আসিল। চাপরাসী ছুটিয়া আসিল। পাড়া-প্রতিবেশী আসিল। ডাক্তার আসিলেন। শুশ্রূষা চলিল। কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংজ্ঞা আর আসিল না—মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

সকলে পরামর্শ করিয়া, সেই দিনই বিনোদিনীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এ দিকে মনোমোহনের নিকটও রামচন্দ্রপুরে লোক ছুটিল। সরকারী ডাক্তার কহি-লেন,—"অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তিন দিন না কাটিলে, কিছুই বলিতে পারা যায় না।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সংবাদে।

বিনোদিনীকে আনিবার জন্য তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে এক জন চাপরাসী প্রেরিত হইয়াছিল। সে চাপরাসীকে বিনোদিনী চিনিতেন এবং তাহার সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তাও কহিতেন। চাপরাসী সেখানে উপস্থিত হইয়া, মোহিনীমোহনের পীড়ার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করিল।

বিনোদিনী সকলই শুনিলেন। কিন্তু বিবাহের আর অল্প দিন মাত্র বাকী। তাঁহার ভগ্নী, অনেক আশা করিয়া, অনেক খরচ পত্র করিয়া, তাঁহাকে আনাইয়াছেন। সুতরাং বিবাহ শেষ না হইলেও বা তিনি যান কি করিয়া? বিনোদিনী কহিলেন, "দেখ—তেশরা তারিখে বিবাহ। বিবাহের আর অল্প দিন মাত্র বাকী। এ সময় যাওয়াটা ভাল দেখায় না। তুমি তাঁকে বলবে,—আমি পাঁচই তারিখে ঠিক রওনা হবো। তোমাদের কারুকে নিতেও আসতে হবে না।"

চাপরাসী কহিল,—"আপনি গেলে বড় ভাল হয়।"

বিনোদিনী।—"ব্যারামই যদি হয়ে থাকে, আমি গিয়ে কি

কথা? আমি ডাক্তার—না কবিরাজ? সে একটা মহকুমা, বড় জায়গা। সেখানে কোম্পানীর ডাক্তার আছে; বড় বড় কবিরাজ আছে। তারাই সব ব্যবস্থা করবে।"

বিনোদিনীর মনে হইল—তাঁহার পতি যেন তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, একটা অসুখের ছলা করিয়া, তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য চাপরাসী পাঠাইয়া দিয়াছেন।'

চাপরাসী উত্তর দিল—"সে সব ব্যবস্থার বড় ত্রুটি হবে না বটে। কিন্তু সেবা শুশ্রূষার জন্য আপনাকে নিতে এসেছি।"

বিনোদিনী একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—"কেন—দাস-দাসী চাকর-বাকরের কিছু অভাব আছে কি? আবশ্যক হয়, আরও দু'পাঁচটা দাস-দাসী নিযুক্ত করতে পারেন তো।"

চাপরাসী।—"তা বটে, কিন্তু—আপনার লোক কাছে না থাকলে ব্যারাম সারে না।"

বিনোদিনী। "এক দিন পরে আর দেরী হলে চলে না। আমি ছাড়া আপনার লোক আর কি কেউ নেই?"

চাপরাসী। "আজ্ঞে [illegible] হয়েছে।"

বিনোদিনী। 'রামচন্দ্রপুরে? তাঁর দাদার কাছে?"

চাপরাসী।—"আজ্ঞে হাঁ।"

বিনোদিনী।—"তবে আর আপনার লোকের ভাবনা কি-বে? তাঁর ভাই আছেন—ভাজ আছেন,—ভাইঝি আছেন—আরও

কত জন আছেন। যার পয়সা আছে, তার আব আপনাব জনেব ভাবনা কি? ভাত ছড়ালে, কাকের অভাব কি? তা বেশ হয়েছে। এখন আমাব দু'দশ দিন না গেলেও চলবে।"

বিনোদিনী একটু রুক্ষভাবে চাপরাসীকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

চাপরাসী পুনরায় কহিল,—"মা! আপনি গেলে কিন্তু ভাল হতো। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে দেখ্বাব জন্যে বাব বার—"

বিনোদিনী বাধা দিয়া কহিলেন,—"ওসব শেখানো কথা। আমি ঢের বুঝি। যা—তুই বল-গে, আমি এখন দু'মাস—ছ'মাস যাবো না,—যেতে পারবো না।"

চাপরাসী অধিক আর কি করিবে? তাহাকে যাহা বলিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষাও দু'কথা বেশী বাড়াইয়া কহিল। কিন্তু বিনোদিনী কোনক্রমেই যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা চাপরাসীকে একাই ফিরিয়া যাইতে হইল।

চাপরাসীকে বিদায় দিয়া বিনোদিনীর মন দ্বিবিধ চিন্তায় উদ্বেলিত হইল।

"ব্যাবাজীর কথা ষোল আনা মিথ্যে। তখনই আসতে দিতে ইচ্ছে ছিল না কি-না! তা মুখের সাম্‌নে—পেরে উঠ্‌লো না। তাই—এখন এক চালাকি খেলেছে। আমি কি আর ওসব চালাকি বুঝি-নে। আমি তত বোকা মেয়ে নই।

"তাই বা যাই কি করে? কাল বাদে পরশু—পুঁটির বিয়ে।

সেটা ফেলে, এখন ওর হুকুম তামিল করতে যাই। না গিয়ে ভালই করেছি। অতটা মশায়-মশায় করাও কিছু নয়। একেই পেয়ে বসে আছে, তার ওপর—

"আবার দেখেছ—ভাইকে আস্‌তে খবর দেওয়া হয়েছে। এত কাল কে দেখ্‌ছিলো। তখন এজন ভিন্ন উপায় ছিল না! এখন পয়সা হয়েছে কি-না--তাই সব আপনার জন বেরুচ্ছে! আচ্ছা—দেখা যাবে, কে কত করে! যাই-নি, এক রকম ভালই করেছি! গেলে সে সব অসহ্য সহ্য হতো না! শেষ হয় তো ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি বাধ্‌তো। না গিয়ে ভাল কাজই করেছি।"

বিনোদিনী মনে মনে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় সরোজিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ দিদি! চাপরাসী এসেছিল—চলে গেল নাকি? জল-টল খাওয়ানো হলো না!"

বিনোদিনী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—"হাঁ—আবার জল-টল খাওয়াবে! ভারী আমার সু-খবরটা নিয়ে এসেছিলো কি না?"

সরোজিনী বিস্ময় প্রকাশে কহিলেন,—"সে কি দিদি? ঠাকুর-জামাই শুন্‌লে কি মনে ভাব্‌বেন বল দেখি?"

বিনোদিনী মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া উত্তর দিলেন,—"ভাবেন, মাসহরাটা দিচ্ছিলেন—না হয় কেড়ে নেবেন!"

সরোজিনী বুঝিল—'দিদি হয় তো ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসে থাক্‌বেন। ঠাকুর-জামাই, তাই ফিরে নিয়ে

যাবার জন্য চাপরাসীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?" সরোজিনী আপন-মনে কহিল,—"তা—এখন কেমন করে যেতে পারেন! পুঁটির বিয়ে শেষ না হলে—আমিই বা কেমন করে যেতে দিতে পারি?" প্রকাশ্যে কহিল,—"তা—দিদি, তুমি বেশ করেছ। পুঁটির বিয়ে—তুমি যাবে কি করে?"

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"এই তো পরশু এসেছো! এরই মধ্যে আবার নিতে আসা! তা--কি বলে নিতে এলো?"

বিনোদিনী।—"বল্‌বে আর ছাই! আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই—এক ঘেয়ে সুর!"

সরোজিনী।—"তবু!—কি জন্যে এত তাড়াতাড়ি?"

বিনোদিনী।—"বলে—তার নাকি অসুখ হয়েছে।"

সরোজিনী একটু চমকিয়া কহিল,—"কি অসুখ?"

বিনোদিনী।—"আমি একটু সর্দ্দি-মত দেখে আসি। তার পর একটু জ্বর-ভাব হয়েছে নাকি!"

সরোজিনী আগ্রহ-সহকারে কহিল,—"এখন কেমন আছেন?"

বিনোদিনী।—"সে সব মিছে কথা—মিছে কথা! চাপরাসী বেটারা ও রকম মিছে বলেই থাকে।"

সরোজিনী।—"তবু—কি বল্‌লে?"

বিনোদিনী একটু চিন্তিত-ভাবে কহিলেন,—"বল্‌লে--জ্বরটা বড় বেড়েছে। এখন অজ্ঞান-অচৈতন্য-ভাব।"

সরোজিনী —"তবে তোমার যাওয়াই উচিত ছিল।"

বিনোদিনীর প্রাণে একটু আঘাত লাগিল। বিনোদিনী মৃদুস্বরে কহিলেন,—"ও সব বাড়াবাড়ি। আমার ওসব বিশ্বাস হয় না।"

সরোজিনী।—"তা হলেও—ব্যারামের খবরটা—"

বিনোদিনী।—"তা—যা হোক, বিয়েটা হয়ে গেলেই, চলে যাবো। ভেবেছিলাম দু'দিন থেকে যাবো—তা আর হলো না।"

এই সময়, ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—'বামনগর থেকে বড় বৌ এসেছেন।' সরোজিনী তাড়াতাড়ি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সদরের দিকে রওনা হইল।

সরোজিনী যখন বলিয়াছিল,—'ব্যারামের খবরটা—যাওয়াই উচিত ছিল,' তখনই বিনোদিনীর প্রাণটা একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল। এখন সেই কথাটা পুনঃপুনঃ মনে পড়িতে লাগিল।

'চাপরাসী যা বল্লে—যদি সত্য হয়, তা হলে—না গিয়ে তো ভাল কাজ করি নি। চাপরাসী বললে—'বিকারের ঘোরে কেবল আমায় দেখ্‌তে চাচ্চে। যদি সত্য হয়, সে আপ্‌শোষ মলেও যাবে না। সরোজিনীর যখন মত দেখ্‌ছি-নে, তখন যাওয়াই উচিত ছিল।"

না-যাওয়াটা ভাল হইল—কি মন্দ হইল, সেই দ্বন্দ্বে বিনোদিনীর মন অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

১

দুঃসংবাদে।

পত্রখানি হাতে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মনোমোহন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

গঙ্গাকুল হইতে পত্র লইয়া এক জন লোক আসিয়াছে শুনিয়া, কমলমণি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। পত্রখানি খুলিয়া হাতে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মনোমোহন যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ভাব-ভঙ্গী ও মলিনমুখ দেখিয়া কমলমণি ব্যস্ত-সমস্তে নিকটে আসিলেন, আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?—তুমি অমন কচ্ছ কেন? খবর সব ভাল তো?"

মনোমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মোহিনীর বড় অসুখ।"

কমলমণি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশে জিজ্ঞাসিলেন—"কেন—কেন?—কি হয়েছে?"

মনোমোহন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"ভয়ানক জ্বর। অষ্ট-প্রহর জ্বরের বিরাম নেই। প্রায়ই অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়

পড়ে আছে। এক এক বার যখন সংজ্ঞা হচ্ছে, তোমার নাম করে, আর আমার নাম করে—কেঁদে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠ্ছে।"

মনোমোহন কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলমণি সান্ত্বনা-দানে কহিলেন,—"কাঁদ কেন? জ্বর হয়েছে, ভাল রকম চিকিৎসা করালে, সেবা-শুশ্রূষা কর্‌লে, সেরে উঠ্‌বে।"

মনোমোহন।—"কে চিকিৎসা করাবে?—কে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে? শুনছি—বৌ-মাও সেখানে নেই।"

কমলমণি উৎসাহ-প্রকাশে কহিলেন,—"তার আর হয়েছে কি? মোহিনী তো এখন কাছেই আছে।—চল না কেন, আমরাই দু'জনে যাই। একটু ভাল দেখলেই, বাড়ী নিয়ে আস্‌বো? সেবা-শুশ্রূষার ভাবনা কি? আমার রমাও যে—মোহিনীও সে!"

মনোমোহন।—"আমিও তাই ভাব্‌ছি।"

কমলমণি।—"এর আর ভাবাভাবি কি? সে তো আর বেশী দূর নয়। এখনই আমরা রওনা হতে পারি।"

মনোমোহন।—"দু'জনেই যাবো?"

কমলমণি।—"দু'জনকেই যেতে হবে বৈ-কি? ছোট-বৌ যখন সেখানে নেই, তখন কর্‌বে-কর্মাবে কে?"

মনোমোহন।—"তাই যদি মত হয়—তাই করা যাবে। তা হলে, পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্ত করা যাক?"

কমলমণি।—"তা—গরুর গাড়ী করেও তো যাওয়া যেতে পারে?"

মনোমোহন।—"না—সেটা ভাল দেখায় না। তাতে মোহিনীর একটু মুখ খাট হবে। হাজার হোক, সে সেখানকার হাকিম!"

কমলমণি।—"তা হলে' তাই বন্দোবস্ত করো। দেরী করার দরকার নেই।"

মনোমোহন পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্তের জন্য বহির্বাটীতে গমন করিলেন। কমলমণি, জিনিস-পত্র ও বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইলেন।

আত্মীয়-ভাগ্য—লক্ষ্মী-ভাগ্যের অনুসারী। মনোমোহনের লক্ষ্মী-শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার সংসারে বহু আত্মীয়-স্বজনের সমাগম হইয়াছিল। সুতরাং বাড়ী-ঘরের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহাদের একটুও বেগ পাইতে হইল না।

... .

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, কমলমণিকে সঙ্গে লইয়া মনোমোহন মোহিনীমোহনের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

মোহিনীমোহনের পীড়ার তখন কোনও উপশম হয় নাই। তখনও বৃদ্ধির অবস্থা। রামচরণ নীরবে পার্শ্বে বসিয়া আছে। পদ্মমণি ও বামুন ঠাকুর নীরবে রন্ধন-গৃহে আপনাদের জন্য পাকাদির বন্দোবস্ত করিতেছে। মোহিনীমোহন এক এক বার নিঝুম হইয়া পড়িতেছেন, এক এক বার চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন।

"দাদা—দাদা! আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর' মা-মা! আমায় ক্ষমা কর ক্ষমা কর! দাদা দাদা!"

মোহিনীমোহন যে সময় একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ঠিক সেই সময়ই মনোমোহন ও কমলমণি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

মোহিনীমোহন যখন বিকারের ঘোরে ডাকিলেন—"দাদা—দাদা!" মনোমোহন অমনি তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"ভাই—ভাই! এই যে আমি! এই যে এসেছি!"

মোহিনীমোহন আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মনো-মোহন গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"এই যে আমি এসেছি! কমলাও এসেছে! চেয়ে দেখো ভাই!—চেয়ে দেখো একবার!"

মোহিনীমোহন শুনিতেই পাইলেন না।

রামচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"পরশু বিকেল থেকে এই ভাব! যেমন কম্প দিয়ে জ্বর এলো, অমনি অজ্ঞান অচৈতন্য। দিন-রাত্তির কি-যে আবল্-তাবল্ বক্ছেন! কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না! কখনও আপনাকে ডাক্ছেন; কখনও 'মা—মা' করে চীৎকার করে উঠ্ছেন। দিন রাত আর যেন কাটে না!"

এই সময় মোহিনীমোহন একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"মারলে-মারলে-মারলে!"

মনোমোহন মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,—"ভয় কি—ভয় কি? এই যে আমরা এসেছি।"

মোহিনীমোহন এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কোন দিকে চাহিয়া কি দেখিলেন, কিছুই বুঝা গেল না। দৃষ্টি এতই বিলোল।

মনোমোহন ও কমলমণি দুই জনেই বস্ত্রাঞ্চলে আপন আপন মুখ মুছিলেন।

মনোমোহন রামচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তার কখন এসেছিলেন?—আবার কখন আসবেন?"

রামচরণ।—"আপনারা আসবার খানিক আগে তিনি এসে ছিলেন। আজ আর আসবেন না। কেমন থাকেন, রাত্তির ন'টার সময় তাঁকে একবার খবর দিতে বলেছেন।"

মনোমোহন কহিলেন,—"রামচরণ! তুই যা। তাঁকে এখান একবার ডেকে নিয়ে আয়-গে।"

রামচরণ।—"বারবার তাঁকে ডাকতে গেলে, তিনি বড় বিরক্ত হন।"

মনোমোহন।—"বিরক্ত হবার কারণ কি?"

রামচরণ।—"তাঁর অনেক পসার! টাকা ফেলে তিনি এখানে শুধু শুধু আসবেন কেন?"

মনোমোহন।—"তোরা তাঁকে কোনও টাকা কড়ি দিস্ না কি?"

রামচরণ।—"তিনি কিনা কোম্পানীর ডাক্তার, তাই অমনি দেখে যান।"

মনোমোহন।—"বুঝেছি। আচ্ছা—তুই তাঁকে আবার ডেকে নিয়ে আয়। আমার নাম করে ডাকগে। বল-গে—বাবুর দাদা এসেছেন। আপনাকে এক বার দেখাতে চান। 'ভিজিটের' টাকা তিনি নিজে দেবেন।"

রামচরণ ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল। মনোমোহন ও কমলমণি উভয়েত পাশাপাশি বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রুগ্নশয্যায়।

সপ্তাহ কাল সেবা-শুশ্রূষার পর, মোহিনীমোহনের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। তবে তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান-সঞ্চার হইল না। এক এক বার অল্প অল্প জ্ঞান হয়, আবার মুহূর্ত্ত পরেই সে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তার এখন দিন-রাতে চার পাঁচ বার দেখিয়া যান। মনোমোহন প্রতি বারই তাঁহাকে 'ভিজিট' দেন। আর যখনই ডাক্তার আসেন, তখনই হাতে ধরিয়া বিনীত-ভাবে বলেন,—"দেখ্‌বেন ডাক্তার বাবু! আমার ভাইটিকে যেন ফিরে পাই! আমার যা কিছু আছে, সব এক দিকে—আর আমার মোহিনী এক দিকে।"

সপ্তম দিবসে ডাক্তার যখন মোহিনীমোহনকে দেখিতে আসিলেন, মনোমোহনের সেই একই কথা—একই রূপ ব্যাকুলতা! ডাক্তার বলিলেন,—"এখন একটু তো আশা হয়েছে। আপনি একবার বাড়ী ঘুরেও আস্‌তে পারেন।"

মনোমোহন কহিলেন,—"মোহিনীকে ছেড়ে, আমি কিছুতেই

যেতে পার্‌বো না। যেদিন মোহিনীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পার্‌বো, সেইদিনই বাড়ী যাবো। নৈলে—"

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন,—"সম্মুখে পূজো, তার ওপর আপনার মেয়ের বিয়ে। আপনি এমন ভাবে রোগী আগ্‌লে কত দিন বসে থাক্‌তে পার্‌বেন? এ ব্যারাম সার্‌তে সার্‌তেও ঢের দিন যাবে।"

মনোমোহন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"সার্‌বে তো ডাক্তার বাবু!"

ডাক্তার।—"এ কয় দিন আপনাকে সে আশা কিছুই দিতে পারি-নি বটে; কিন্তু আজ আপনাকে সে আশা কতকটা দিতে পারি। তবে—সার্‌লেও একটা আশঙ্কার কথা আছে।"

মনোমোহন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি—কি—কি আশঙ্কা?"

ডাক্তার।—"না—না, তেমন কোনও আশঙ্কার কথা নয়।"

মনোমোহন।—"কেন ডাক্তার বাবু! গোপন কর্‌ছেন কেন? মোহিনীর কোনও অমঙ্গল হ'লে, আমরা স্ত্রী-পুরুষ দু'টী প্রাণী মারা যাবো।"

ডাক্তার অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—"না—না, তেমন কোনও আশঙ্কা নেই।"

মনোমোহন উৎকণ্ঠার স্বরে কহিলেন,—"দেখ্‌বেন ডাক্তার বাবু, প্রাণটা ফিরে পাবো তো?"

ডাক্তার।—"আপনি কেন এত অধৈর্য্য হচ্ছেন?"

মনোমোহন ব্যাকুল-স্বরে কহিলেন,—"আপনি কি আশঙ্কার কথাটা বল্‌ছিলেন, আমায় খুলে বলুন। তা না বল্লে, আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে থাক্‌বে! বলুন—বলুন ডাক্তার বাবু, কি অমঙ্গলের আশঙ্কা কচ্ছেন?"

ডাক্তার।—"সে কিছু নয়—সে কিছু নয়। সে কেবল একটা আন্দাজী অনুমান মাত্র।"

মনোমোহন।—"আমার কাছে কিছু গোপন রাখ্‌বেন না।"

ডাক্তার অনেক ইতস্ততের পর কহিলেন,—"এ সব ব্যাপারে একটা অঙ্গহানির আশঙ্কা হয়। হয় তো—চোখ-দু'টী যেতে পারে, নয় তো—পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

মনোমোহন কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রাণটা ফিরে পাবো তো? অন্ধ হোক—খঞ্জ হোক, আমরা স্ত্রীপুরুষ যত দিন বেঁচে আছি, তাহকে আমার সে কষ্ট অনুভব করতে দেবো না। কোথাও যেতে হবে না—কিছু করতে হবে না। আমরা মুখের গ্রাস মুখে তুলে দেবো, কোলে পিঠে করে নাওয়াবো-খাওয়াবো। ডাক্তার বাবু! প্রাণ ফিরে পাবো তো?"

ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"আপনি উতলা হন কেন? আমি যা আশঙ্কা কর্‌ছি, শুশ্রূষার গুণে, সে আশঙ্কাও মিথ্যা হতে পারে।"

মনোমোহন, ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া, কহিলেন,—"তাই হোক ডাক্তার বাবু—তাই হোক। আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!" তারপর, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"কত দিনে ভাইকে আমার বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো?"

ডাক্তার কহিলেন,—"বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য আপনার বড়ই ইচ্ছে দেখ্‌ছি!"

মনোমোহন।—"হাঁ—ডাক্তার বাবু! বড়ই ইচ্ছে! মোহিনী আমার অনেক দিন বাড়ী-ছাড়া! আমার মনে হয়, বাড়ী গেলেই ভাইয়ের আমার সব ব্যারাম সেরে যাবে। এখন যদি নিয়ে যাওয়া চলে, আর আপনি যদি রোজ পাল্কী করে দেখে আস্‌তে পারেন, যত টাকা ব্যয় হয়, আমি কিছুতে কাতর নই।"

ডাক্তার।—"আচ্ছা, আরও দুটো দিন আমায় দেখ্‌তে দেন। যা করলে ভাল হয়, আমি পরামর্শ দেবো। এখন যে রকম যা ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে বলেছি, সেই রকমই চল্‌তে থাক।"

ডাক্তার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ষোল-আনার উপর সতের আনা-রূপে পরিচর্য্যা চলিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুশোচনায়।

মনোমোহন, মোহিনীমোহনকে বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। সুচিকিৎসার ও শুশ্রূষার গুণে, মোহিনীমোহনের এখন জীবনের আশা হইয়াছে। তবে ডাক্তার যে বলিয়াছিলেন—'জীবন-রক্ষা হইলেও মোহিনীমোহনের একটি অঙ্গহানির সম্ভাবনা আছে', সে আশঙ্কা এখনও দূরীভূত হয় নাই।

মনোমোহন ও কমলমণি প্রাণপাত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। জ্ঞান-সঞ্চার হওয়ার পর, তাঁহাদের সেই পরিচর্য্যা দেখিয়া আর তাঁহাদের প্রতি আপনার ব্যবহারের বিষয় স্মরণ করিয়া, মোহিনীমোহনের মনে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি মুখ ফুটিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না বটে; কিন্তু সে অনুশোচনার তীব্র-তাপে হৃদয় অহর্নিশ জ্বলিতেছে। এখন রোগের যন্ত্রণা কমিয়াছে; কিন্তু সে যন্ত্রণা ভীষণ ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"এমন দাদা!—দেবতার ন্যায় হৃদয় যাঁর!—তাঁকে আমি পর করে তুলেছিলাম! এমন বৌ-দিদি!—যিনি মার মত প্রাণ ঢেলে

দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে আমায় বাঁচিয়ে এসেছেন,—তাঁকে আমি ভুলে ছিলাম! কেবল ভুলে থাকা নয়, তাঁদের অহিতের চেষ্টা পর্য্যন্ত করে এসেছি! আমার মত পাষণ্ড এ জগতে আর কে আছে? ধিক আমার জীবনে! আমার মরণই মঙ্গল ছিল!"

যখনই অনুশোচনার এই তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়, মোহিনী-মোহনের চক্ষু বিদীর্ণ করিয়া অশ্রুধারা বহির্গত হইতে থাকে।

হয় মনোমোহন, নয় কমলমণি—একজন না-একজন মোহিনী-মোহনের পার্শ্বে সর্ব্বদাই বসিয়া আছেন। অনুতাপাবেগে যখন মোহিনীমোহনের নেত্র-পথে অশ্রু-পতন অনিবার্য্য হয়, মোহিনী-মোহন আপনা-আপনি চক্ষু মুছিয়া, সে ভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা পান। কিন্তু এক দিন, কমলমণির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে তিনি আর আত্ম-গোপন করিতে পারিলেন না। সেদিন সহসা তাঁহার চোখে জল দেখিয়া, ব্যাকুলভাবে কমলমণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কষ্ট হচ্ছে? যা কষ্ট হয়, বল।"

মোহিনীমোহন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কমলমণি, তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন,—"কেন ভাই!—কাঁদছ কেন? কি যন্ত্রণা হচ্ছে? তাঁকে ডাকতে পাঠাবো?"

মোহিনীমোহন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—"না—কোনও কষ্ট হচ্ছে না।"

কমলমণি ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"কোনও কথা লুকিয়ো না। ডাক্তারের আসার—প্রায় সময় হয়ে এলো। যে কষ্ট হোক, ডাক্তার ওষুধ দিলে, এখনি ভাল হয়ে যাবে।"

মোহিনীমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"এ কষ্ট ডাক্তারের ওষুধে নিবারণ হ'বার নয়! মরণ না হলে, এ যন্ত্রণা যাবে না।"

কমলমণি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন,—"ছি ছি!—অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই: ব্যারাম পনেরো আনা সেরে এসেছে। কেন তুমি ব্যাকুল হও? যে একটু সামান্য অসুখ আছে, আজ ডাক্তার এলে ভাল করে বলা যাবে। তিনি যা করতে বলেন, তাই কর্‌বো। তা হলে, শিগ্‌গিরই সেরে যাবে।"

মোহিনীমোহন কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"এ আর সারবার নয়! এ জ্বালা জুড়াবার নয়!"

কমলমণি।—"তুমি কেন উতলা হচ্ছো? রমা।—তাঁকে একবার ডাক্ তো।"

মোহিনীমোহন ব্যাকুলতা জানাইয়া কহিলেন,—"না—না, দাদাকে আর ডাক্‌তে হবে না। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।"

কমলমণি।—"তবে তোমার চোখে জল কেন? স্বর অমন কেন?"

মোহিনীমোহন অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে কহিলেন,—"আমি

জননীর স্নেহ অল্পদিন মাত্র পেয়েছিলাম। তুমি আমায় সে অভাব এক দিনও বুঝ্‌তে দেও-নি। আমি—কি পাষণ্ড—"

কমলমণি বাধা দিয়া কহিলেন,—"তোমার এখনও পাগলামী গেল না। আমি মনে করেছিলাম—তুমি বড় হয়েছ, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। তা—না, আমি দেখ্‌ছি—তোমার ছেলে-মানুষী এখনও একটুও কমে-নি।"

মোহিনীমোহন কহিলেন,—"ছেলেমানুষী নয়—আমার মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নেই। আমি এমন দাদাকে—এমন তোমাকে ভুলে—"

কমলমণি বাধা দিয়া কহিলেন,—"তোমার আবার সেই পাগ্‌লামী? আমি বার-বার বল্‌ছি, ব্যারামের সময় কিসে শরীর-মন সুস্থ থাকে, তার চেষ্টা কর্‌বে। তা না—"

মোহিনীমোহন (কাতরস্বরে)।—"বৌ-দিদি—বৌ-দিদি! সেই কথা যত মনে হচ্ছে, প্রাণটা ফেটে-ফেটে যাচ্ছে। দাদা! —দাদা! এমন দাদাকে আমি পর করেছিলাম!"

কমলমণি।—"আবার পাগলামী? ডাকি—তাঁকে ডেকে আন্‌ছি।"

মোহিনীমোহন।—"না না—বৌ-দিদি! আমি আর ও সব কথা বল্‌বো না। তুমি দাদাকে ডেকো না।"

কমলমণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার যে যন্ত্রণা হচ্ছে বল্‌ছো, সে যন্ত্রণা কিসে নিবৃত্তি হতে পারে?"

মোহিনীমোহন।—"এ যন্ত্রণার কখনও শান্তি হবে না। একটু নিবৃত্তি হতে পারে—যদি—"

মোহিনীমোহন আর বলিতে পারিলেন না।

কমলমণি।—"বল্‌তে বল্‌তে চুপ্ কর্‌লে যে? বল—বল, কি হলে তোমার শান্তি হইতে পারে? আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমার রোগের শান্তি হয়, আমি তাতেও কুন্ঠিত হবো না। তোমার রোগ-শান্তির জন্যে, আমি দেব-দ্বারে কত কঠোর মানসিক করে রেখেছি। তিনিও তোমার ব্যারামের জন্যে পাগল হয়ে আছেন। বল, কি হলে তোমার ব্যারামের শান্তি হয়?"

মোহিনীমোহন কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"বল্‌তে মুখ আট্‌কে আস্‌ছে। আমি এতই গর্হিত কাজ করেছি যে, বল্‌তে আমার জিব জড়িয়ে আস্‌ছে। বৌ-দিদি!—বল্‌বো—তবে বল্‌বো?"

কমলমণি।—"বল—নিঃসঙ্কোচে বল।"

মোহিনীমোহন।—"দাদা কি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন! তুমি কি আমায় ক্ষমা কর্‌তে পারবে?"

সেই উদ্বেগের সময়ও কমলমণির হাসি আসিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"পাগল! শুধু ছেলেমানুষী নয়—তার উপর আবার পাগ্‌লামীও আছে।"

মোহিনীমোহন।—"না বৌ-দিদি!—পাগলামী নয়। তোমরা আমায় ক্ষমা না কর্‌লে, আমার এ যন্ত্রণার একটুও উপশম হবে না।"

এই সময়, সহসা মনোমোহন রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। 'তোমরা আমায় ক্ষমা কর!'—মোহিনীমোহনের এই আর্ত্ত স্বর, তাঁহার কর্ণে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই, এক বার কমলমণিকে, এক বার মোহিনীমোহনকে, যুগপৎ কহিলেন,—"কেন—কেন—মোহিনীর কি কষ্ট হচ্ছে? মোহিনী!—কেন অমন করছ ভাই?"

কমলমণি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"মোহিনী বলে কি না—তোমরা আমায় ক্ষমা কর।"

মনোমোহন ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"এই কথা? এ আর তুমি পার্‌লে না? এতে যদি মোহিনীর যন্ত্রণার লাঘব হয়—এ তুচ্ছ মুখের কথাটা বল্‌তেও তুমি দেরী কর্‌লে কেন?"

মোহিনীমোহন লজ্জায় মুখ নত করিলেন।

মনোমোহন মৃদু-স্বরে কহিলেন,—"ভাই! মোহিনী! ক্ষমা করাটাই কি বেশী হলো ভাই! আমরা যে দিন-রাত দেবতার দ্বারে প্রার্থনা করে থাকি—'হে হরি! হে নারায়ণ! প্রাণের বদলে প্রাণ দিলে যদি মোহিনীর প্রাণ পাওয়া যায়—আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। হে হরি! হে নারায়ণ! আমাদের প্রাণের বিনিময়ে মোহিনীকে বাঁচিয়ে দাও।' ভাই-রে! ক্ষমা করা কারে বলে? তুই কি আমাদের এতই পর ভাবিস্ যে, তুই আমাদের ক্ষমার পাত্র!"

মনোমোহনের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

মোহিনীমোহনও কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দাদা!—দাদা! আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি-নি! আমি মনে করতাম, দেবতা বুঝি—মানুষের অদৃশ্য স্বর্গের প্রাণী। কিন্তু আমি এত দিনে বুঝ্‌লাম—দাদা!—তোমরাই দেবতা।"

মোহিনীমোহনকে কাঁদিতে দেখিয়া, মনোমোহন আত্ম-সংবরণ করিলেন। মোহিনীমোহনের চোখ মুছাইতে মুছাইতে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"ভাই! বৃথা অনুশোচনায় কোনও ফল নাই। যাহা ঘটিবার—ঘটিবে। বিধাতার লিখন, কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। বিধাতার বিপাকে, দিন কতকের জন্য—অন্তরে নহে—বাহিরে আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে পড়েছিলাম। আবার বিধাতারই অনুগ্রহে—আমরা ভাই-ভাই এক হ'লাম। সকলই সেই মঙ্গলময়ের লীলা! আমরা নিমিত্ত মাত্র। তিনি যা করান—তাই করি। শাস্ত্র-বাক্যে বুঝেছি—তুমি-আমি তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। যে অঙ্গের দ্বারা তাঁর যে কার্য্য-সাধনের আবশ্যক হচ্ছে, তাই তিনি করিয়ে নিচ্ছেন। ভ্রমবশে আমরা শুধু মনে করি—আমি করি—আমি করি! ভাই!—ভুলে যাও ও সব। আনন্দ কর—আনন্দ কর। আমার অনেক দিনের সাধ ছিল,—মাকে আন্‌বো—আর দুই ভাইয়ে যুক্তকরে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবো! মঙ্গলময়ী মা—বোধ হয় সেই উদ্দেশ্য-

সাধনের জন্যেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। প্রতিমায় রঙ্ দেওয়া হচ্ছে। ঐ দেখ—মা আমার হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছেন। আর বেশী দিন নেই। দু'দিন পরে, মা আনন্দময়ী যখন হেসে এসে দাঁড়াবেন, আনন্দের অবধি থাক্‌বে না ভাই!—মা'র পদ্মহস্ত-স্পর্শে, তোমার ব্যারাম-পীড়া সব কোথায় চলে যাবে! কেন দুশ্চিন্তায় মন কলুষিত কর! আনন্দময়ী মা আস্‌ছেন। তিনি তো কাউকে নিরানন্দে রাখ্‌বেন না! আনন্দ কর ভাই!—আনন্দ কর!"

মোহিনীমোহন মনে মনে কহিলেন,—"দাদা যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। আনন্দময়ী মা সত্যই মঙ্গলময়ী। আমার এই কঠিন ব্যাধিও বুঝি মঙ্গলের জন্যেই হয়েছিল। তা না হলে আমার চিরদিন চির অশান্তিতেই কাট্‌তো। আমার এত মান—এত উপার্জ্জন—এত সম্ভ্রম! কিন্তু এক দিনও আমি শান্তি কাকে বলে জান্‌তে পারি-নি। আজ দাদার সুধাময় কথা শুনে, দাদার সুখময় স্পর্শে, আমার যেন সকল যাতনার অবসান হলো!"

মনোমোহন, মোহিনীমোহনের মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। দাদার কথা শুনিয়া, দাদার বিষয় চিন্তা করিয়া, বিচলিত হইয়া, মোহিনীমোহন উঠিয়া বসিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য হইল না। শুইয়া-শুইয়াই দাদার পা-দু'টী দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন; কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"দাদা!—দাদা! আমি নরাধম! আপনার পা-দুখানি একবার আমার মাথার উপর দেন!"

বলিতে বলিতে মনোমোহনের পদতলে মোহিনীমোহন মস্তক নোয়াইলেন। তাঁহার অশ্রুজলে দাদার চরণ-যুগল বিধৌত হইল। মনোমোহন, সেই অবনত-মস্তক ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইলেন।

...

ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"বা! আজ তো ভাল দেখ্‌ছি! যেন পুনর্জ্জীবন লাভ হলো।"

মনোমোহন উত্তর দিলেন,—"আপনার অনুগ্রহ!"

ডাক্তার।—"আমার অনুগ্রহ—এ কথা বলবেন না। আমি তো জীবনে হতাশ্বাসই হয়েছিলাম। সেই জন্যই আমি তত ঘন-ঘন দেখ্‌তেও আস্‌তাম না। আপনাদের আকুলতা- আমায় যেন মরা মানুষের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত করেছিল। সে সময় আপনারা উপস্থিত না হলে, অমন প্রাণপাত করে পরিচর্য্যা না করলে, কিছুতেই বাঁচান যেতো না। আপনারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে যে পরিচর্য্যা করেছেন, দেখে—আমি অবাক হয়ে গেছি! আমি আজ ত্রিশ বৎসর ডাক্তারি কর্‌ছি। অনেক সতীকে পতির পরিচর্য্যা কর্‌তে দেখেছি। অনেক জনক-জননীকে সন্তানের শুশ্রূষা কর্‌তে দেখিছি। কিন্তু রোগীর সেবায় এমন একনিষ্ঠা আমি অল্পই দেখেছি!"

ডাক্তার যতই সেবা-শুশ্রূষা-পরিচর্য্যার বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন, মোহিনীমোহনের হৃদয়ে ততই আনন্দের ও উৎসাহের

সঞ্চার হইতে লাগিল। যে মোহিনীমোহন ক্ষণপূর্ব্বে 'মরণই মঙ্গল' বলিয়া অনুশোচনা করিয়াছিলেন, সেই মোহিনীমোহন এখন মনে মনে কহিলেন,—"না—না—মরণ চাই না। মরণ না হয়েছে, সে ভালই হয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবানকে ডাকলেন—"ভগবান! যা করেছি—করেছি। এখনও আমি যেন, দাদার চরণ সেবায় শরীরের রক্ত কয় বিন্দু পাত করতে পারি। আমার এখন বাঁচা প্রয়োজন—সেই জন্যে।"

মোহিনীমোহনের মুখে আশার ও উৎসাহের লক্ষণ দেখিয়া, ডাক্তার বাবু অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া, মনোমোহন কহিলেন,—"মা আনন্দময়ীর কৃপায় আমার মরা ভাই যখন ফিরে পেলাম, ডাক্তার বাবু, এখন এই করুন,—এই কয় দিনের মধ্যে আমার ভাই যেন সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়ে ওঠে। আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা,—আমরা দুটি ভাইয়ে আমাদের পৈত্রিক চণ্ডীমণ্ডপে বসে মায়ের চরণে যেন অঞ্জলি দিতে পারি। সে আশা পূর্ণ হবে কি?"

ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"হবে—হবে। আপনার আকাঙ্ক্ষা কখনও অপূর্ণ থাকবে না।"

সেই দিন হইতে মোহিনীমোহনের মুখ প্রফুল্ল হইল। মনোমোহনের ও কমলমণির আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

ষট্ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

মিলনে।

বিনোদিনীকে লইতে আসিয়া চাপরাসী ফিরিয়া গেল। চোট্‌পাট জবাব দিয়া বিনোদিনী তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটা খটকা রহিয়া গেল।

"সত্যই যদি ব্যারাম হয়ে থাকে, তা হলে তো আমার থাকাটা ভাল হয় নি।

"না—ব্যারাম হবে কেন? সুস্থ মানুষ। মহাকুমায় আসতে পেরেছেন। ব্যারাম হতে যাবে কেন?

"তবে মিথ্যেই বা বলি কি করে? শুধু আমাকে খবর পাঠান হলে, মিথ্যে মনে করতে পারতাম। কিন্তু চাপরাসী বল্‌লে—তাঁর দাদাকে পর্য্যন্ত খবর পাঠান হয়েছে। না, এ কথা মিথ্যে হতে পারে না।

"আমি চাপরাসীটাকে কত কথাই শুনিয়ে দিয়েছি। এতটা ভাল হয়-নি। লোকে শুনেই বা কি বলবে? তিনিই বা কি মনে করবেন?

"না—বড় অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সৌদামিনীর

যেন সেই কথা বল্লে। চাপরাসীটাকে একটু বস্‌তে বললাম না— একটু জল-টল খেতে বললাম না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম।

'এ ব্যবহারটা কি ভাল হলো। অহঙ্কারেই আমায় পেয়েছে। কিন্তু কসের অহঙ্কার? অহঙ্কার তো তাঁরই জন্যে। স্বামী ভিন্ন, স্ত্রীলোকের আবার অহঙ্কারেরই বা কি আছে?"

দুই দিন, তিন দিন, একই রূপ দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে বিনোদিনী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সরোজিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া, পতির তত্ত্ব লওয়ার জন্য, মহকুমায় এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে মনোমোহন ও কমলমণি উভয়েই বিনোদিনীকে আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনোমোহন কহিলেন,— "বৌ-মাকে এ সময় আনানোটা আবশ্যক।"

কমলমণি।—"তা আর বলতে?"

মনোমোহন।—"চাপরাসী বলে—তিনি আস্‌তে নারাজ।"

কমলমণি।—"আমার ও সব বিশ্বাস হয় না। যত বড়ই কঠিন প্রাণ হোক, স্বামীর অসুখের সংবাদ শুনলে, স্ত্রী কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে না।"

মনোমোহন।—"আমারও তাই, চাপরাসীর কথাটা কেমন কেমন ঠেকে।"

কমলমণি।—"ছোট-বৌ বরাবরই অভিমানিনী। স্বামীর আদরে সে যেন একটু গর্ব্বিনী। গর্ব্ব-ভরে, অভিমান-ভরে, যদি কিছু বলেও থাকে, সে কখনও তার প্রাণের কথা নয়।"

মনোমোহন।—"আমি আজই তাকে আনতে পাঠাই।"

কমলমণি।—"এ বিয়েই কি আর অন্য মত আছে? সেও যে নিশ্চিন্ত আছে, এমন বোধ হয় না।"

যেদিন বিনোদিনীকে বাড়ী আনিবার জন্য মনোমোহন লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই দিনই দ্বিপ্রহরে বিনোদিনী স্বয়ং বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোক পাঠাইবার আর আবশ্যক হইল না। 'বোন-ঝির বিয়ে' দেখারও অপেক্ষা সহিল না। যেদিন তাঁহার প্রেরিত লোক মোহিনীমোহনের সংবাদ লইয়া মহকুমা হইতে ফিরিয়া গেল, সেইদিনই—যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই—একখানি পাল্কী ভাড়া করিয়া বিনোদিনী রামচন্দ্রপুরে চলিয়া আসিলেন।

"কাল বিয়ে—একটা দিন থেকে যাও।" সরোজিনী কত মিনতি করিয়া অনুরোধ করিল। বিনোদিনী কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীগণ, তাঁহাকে রাখিবার জন্য কতই জেদ করিলেন। বিনোদিনী কোনও অনুরোধ-উপরোধ শুনিলেন না। তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখের হাসি কোথায় যেন লুকাইয়া গেল! তাঁহার সে অভিমান-গর্ব্ব কোথায় যেন

ভাসিয়া গেল! তিনি সকলের সকল কথারই উত্তরে কহিলেন—"যদি আস্‌বার দিন পাই, আবার আস্‌বো।"

বিনোদিনীর পাল্কী যখন রামচন্দ্রপুরের বাড়ীতে পৌঁছিল, কমলমণি যখন আহ্লাদ করিয়া বিনোদিনীকে পাল্কী হইতে নামাইয়া লইতে গেলেন, সকলে দেখিল—বিনোদিনী আর সে বিনোদিনী নাই। বদন—বিশুষ্ক। মুখশ্রী—পরিম্লান। নয়ন—কোটর বিলুপ্ত কালিমা প্রলিপ্ত অশ্রু-নিষিক্ত।

বিনোদিনীর সে মলিন ভাব দেখিয়া কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। কমলমণি যখন হাত ধরিয়া পাল্কী হইতে বিনোদিনীকে নামাইতে গেলেন, বিনোদিনী 'দিদি' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"কেন বোন—কাঁদ্‌ছ কেন? মোহিনী বেশ আছে। সেরে উঠেছে। চলো—দেখ্‌বে চলো।"

বিনোদিনী কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। কমলমণির গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কমলমণি সান্ত্বনা-দানে কহিলেন,—"ক'দিন থেকেই, তোমায় আন্‌বো আন্‌বো মনে কর্‌ছলাম। আজ তোমায় আন্‌বার জন্য উনি লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত কচ্ছিলেন। তুমি এসেছো—ভালই হয়েছে। চলো—মোহিনীকে দেখ্‌বে চলো।"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দিদি! তোমরা যে কখনও আমার মুখ দেখ্‌বে, আমি স্বপ্নেও তা আশা করি-নি।"

কমলমণি।—"সে কি বোন, কেন এ সব কথা বলছো? আমরা এমন কি করেছি যে, তোমার মনে এমন ভাব আসতে পারে? যদি কোনও ত্রুটিই দেখে থাকো বোন, ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বলে মনে করো না। অজ্ঞাতে অসাবধানে হয় তো অনেক ত্রুটি হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু বোন, মনে করো না সে সব কিছু। চলো—বোন—ঘরে চলো।"

বিনোদিনী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—"তুমিই সাক্ষাৎ কমলা। যেমন নাম তেমনই গুণ। আমার দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে, তোমার গুণের একটুও হ্রাস পেল না। হয় তো বা তোমার কোনও ত্রুটি হয়ে থাক্‌বে, তাই মনে করে সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করছো। তুমি মানবী—না দেবী!" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দিদি! ও কথা কেন বলছো? আমার মনের অগোচর পাপ নেই। তোমাদের সঙ্গে কি দুর্ব্যবহারটা এ পর্য্যন্ত করে এসেছি, এখন সেই সব কথা কেবলই মনে হচ্ছে।"

কমলমণি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"আমি মনে করে-ছিলাম—কেবল মোহিনীই বুঝি পাগল। এখন দেখ্‌ছি—তুমিও পাগল! তা দুই পাগলে মিলবে ভালো। চল্‌—চল্‌, মোহিনীকে দেখ্‌বি চল্‌। ব্যারামের মধ্যে সে কত বারই তোকে ডেকেছে।"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দিদি! সে আপ্‌শোস আমার মনেও যে যাবে না! আমি কি বলে তাঁকে মুখ দেখাবো!"

কমলমণি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কেমন করে মুখ দেখাবি? চল্‌—আমিই দেখিয়ে দেওয়াবো। তুই ঘোমটা দিয়ে গিয়ে এক কোণে বস্‌বি; আর আমি ঘোম্‌টা খুলে দিয়ে বল্‌বো—'দেখো গো দেখো, বৌ এসেছে দেখো'!"

এই বলিয়া, হাত ধরিয়া, কমলমণি বিনোদিনীকে হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন; এবং মোহিনীমোহনের বিছানার পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। বিনোদিনী পতির পদ-প্রান্তে চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপূজা।

দেখিতে দেখিতে শারদীয় উৎসব আসিল। মনোমোহনের বহু দিনের আশা-মুকুল অঙ্কুরিত হইল।

মহালয়ার শুভ মুহূর্ত্তে মনোমোহন বোধন আরম্ভ করিলেন। সেই দিন হইতেই নহবৎ বসিল। সেই দিন হইতেই ঘর-বাড়ী সাজান হইল। সেই দিন হইতেই আত্মীয়-স্বজন কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণকে আনা-নেওয়া চলিতে লাগিল। সেই দিন হইতেই পাড়া-প্রতিবেশিগণের গৃহে রন্ধনাদি বন্ধ হইল। সেই দিন হইতেই মনোমোহনের বাড়ীকে গ্রামস্থ সকলে আপন বাড়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

কমলমণি বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া সকলকে আদর করিয়া ডাকিয়া আনিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র-পল্লীর দীন দরিদ্র কেহ অভুক্ত-অনাহার না থাকে, এ দৃষ্টি তাঁহার বরাবরই ছিল। কিন্তু অবস্থার গতিকে, এত কাল সে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মা অন্নপূর্ণার কৃপায়, আজ সেদিন আসিয়াছে। সুতরাং

বড় আনন্দে তিনি আজ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ছোট-বড় নাই। বালক-বৃদ্ধ নাই। সকলকে সমভাবে সমান যত্নে কমলমণি আদর করিয়া আনিলেন।

মহাপূজার মহানন্দ! মনোমোহন বলিয়াছেন—'আনন্দময়ীর আগমনে কেহ যেন নিরানন্দ না থাকে।' প্রতিবেশিগণ—যাহাদের বস্ত্র কিনিবার সঙ্গতি ছিল না, মনোমোহন তাহাদের প্রত্যেকের জন্য নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিলেন। পাছে কেহ অপমান মনে করে, সেই জন্য তাহাদিগকে বুঝাইলেন—"মার আগমনে, নিমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বস্ত্র উপহার দিতে হয়। তোমরাও যখন মাকে আন্‌বে, আমায়ও এমনি করিয়া নূতন বস্ত্র দিতে হ'বে।" তাহাতে যদি কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল—"সেদিন কি আর এ জীবনে হবে! মা কি কখনও অভাগার গৃহে আসেন?" মনোমোহন তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন—"মার দয়া কখন কার প্রতি হয়, কে বল্‌তে পারে? আমার দুঃখ-দুরবস্থার বিষয় কাহারও তো অবিদিত নাই! কিন্তু মা যখন আমার ঘরে এসেছেন করুণা করে, মার করুণার আশা সকলেই কর্‌তে পার। মা-আমার করুণাময়ী!—মা-আমার স্নেহময়ী! ডাকার মত ডাক্‌তে পার্‌লে, মা-আমার কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন না।" মনোমোহনের মিষ্ট-বাক্যে, সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল। মনোমোহনের প্রদত্ত সামগ্রী গ্রহণ করিতে

কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইল না। কমলমণিও এমন-ভাবে এমন-যত্নে প্রতিবেশিগণের অভাব পূরণ করিলেন যে, সকলেই তাহাতে তৃপ্তি-লাভ করিল। মনোমোহনের বাড়ী মহামায়ার আগমনে, সকলেই আজ আত্ম-পর বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! মনোমোহনের বাড়ীর মহাপূজা যেন গ্রামবাসী সকলেরই পূজা—গ্রামে এমনই আনন্দের কল-কল্লোল উঠিয়াছে!

মা আনন্দময়ীর আগমনে, মার ছেলে কেহ কি কখনও নিরানন্দ থাকে? রামচন্দ্রপুরে এমন আনন্দের ধ্বনি অনেক দিন উত্থিত হয় নাই। মনোমোহনের বাড়ীতে সে আনন্দ আজ কেন্দ্রীভূত। মনোমোহন শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কত বারই ডাকিয়াছেন,—"জগজ্জননী মা! তুই যে সর্ব্ব-ব্যাপিনী! তবে কেন মা, আমার পৈত্রিক চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য পড়ে রইলো? অকৃতী পুত্র বলে? কৃতিত্বের মূলাধার—সেও তো তুই! তবে কেন মা, আমার চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য রইলো?" মনোমোহন সারা-জীবন যে প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন, সেই প্রার্থনা আজ পূরণ হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের তুলনা আছে কি? মনোমোহনের মনে বড় সাধ ছিল,—তাঁরা দু'টী ভাই কৃতী হয়ে একাসনে বসে মহামায়ার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। বড় সাধে বড় বাদ পড়িয়াছিল। কি জানি কি কু-গ্রহ-ফলে, দুই ভাইয়ের মধ্যে বিষম বিচ্ছেদ-

ব্যবধান ঘটিয়াছিল। করুণাময়ীর এমনই করুণা, তিনি কেমন কৌশলে সে ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলেন! মা যে মঙ্গলময়ী—তাঁর সকল কার্য্যই যে মঙ্গলময়—মোহিনীমোহনের ও মনোমোহনের পুনর্মিলনে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন। মোহিনীমোহনকে মৃত্যুর করাল কবলে ফেলিয়াছিলেন, মনোমোহনের সহিত তাহার পুনর্মিলনের জন্য, কেমন কমল কর-স্পর্শে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। সে ব্যাপারে মনোমোহন ও মোহিনীমোহন উভয়েই দেখিলেন—উভয়েই বুঝিলেন—পরস্পরের কি বিভ্রমে কি ত্রুটিতে কি বিচ্ছেদ ঘটিতে বসিয়াছিল।

আনন্দময়ীর আগমনে, এখন আনন্দের সহস্র নির্ঝর মুখরিত! কমলমণির প্রাণে আনন্দের সহস্রধারা বিনির্গত! তাঁর সকল আশা—সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে। তবে একটী সাধ এখনও অপূর্ণ কেন? আনন্দ-জ্যোৎস্না-পরিস্নাত তাঁহার হৃদয়-গগনে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ঐ খণ্ডমেঘটুকু কেন—কেন এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে কমলমণির সকল মালিন্য দূরীভূত হইয়াছে: কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড-প্রায় কালিমাটুকু সে প্রবল স্রোতোবেগে কেন অপসৃত হইল না? সেই স্বর্ণ-বলয়—আসন্ন-মৃত্যু শয্যাশায়ী জননীর নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া যে স্বর্ণ-বলয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—সে স্বর্ণ-বলয় আজ কোথায়? যে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপের ভয়ে সারা-

জীবন সঙ্কুচিত হইয়া আছেন, যে সুবর্ণ-বলয়ের শোকে পতিসোহাগিনী হইয়াও ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় নিরাভরণা হইয়া আছেন,—সে সুবর্ণবলয় আজ কোথায়? আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে স্মৃতি বিস্মৃতির আঁধারে আবরিত বটে, কিন্তু চপলার চকিত চমকের ন্যায় এক এক বার হৃদয়ে উদয় হয় কেন? সব আনন্দ—সব সুখ। কিন্তু মা আনন্দময়ী এ নিরানন্দটুক্ রাখিলেন কেন? মার আগমনে, মার সন্তানের মনে নিরানন্দ থাকে কি কখনও?

.. ..

পঞ্চমী কাটিল। ষষ্ঠীর দিন প্রাতে আনন্দময় হাসি-হাসি মুখে আসিয়া মনোমোহনকে ডাকিলেন।

ষষ্ঠীর দিন প্রত্যুষে হঠাৎ আনন্দময়কে আসিতে দেখিয়া, মনোমোহন একটু বিস্মিত হইলেন। আনন্দময়ের ভবনেও আনন্দময়ী মা আসিয়াছেন। বাড়ীর পূজা ফেলিয়া এ সময় হঠাৎ তিনি কি জন্য আসিলেন? আনন্দময়কে দেখিয়া, ব্যস্ত-সমস্ত নিকটে গিয়া, মনোমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি দাদা?—হঠাৎ এ সময়? আমায় কোনও দরকার পড়েছে নাকি?"

আনন্দময়।—"হাঁ ভাই—দরকার পড়েছে বৈ কি। রামদাস পেছিয়ে আস্‌ছে। এলেই সব শুন্‌তে পাবে।"

মনোমোহনকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া, আনন্দময় কি এক

গোপনীয় কথা কহিলেন। তার পর, দুই জনে কথা কহিতে কহিতে বাহিরে আসিলেন। রামদাস তাঁহাদের সম্মুখে একটা টিনের বাক্স আনিয়া উপস্থিত করিল।

মনোমোহন কহিলেন,—"ন্যায্য গণ্ডা দিতে প্রস্তুত আছি। অনুগ্রহ চাই-নে।"

আনন্দময়।—"বৌ মার মতটা একবার জিজ্ঞাসা কর্‌বে না?"

মনোমোহন।—"দান শুন্‌লে, সে কিছুতেই সম্মত হবে না। সে বলে—'যদি ন্যায্য গণ্ডা দিয়ে বালা খালাস কর্‌তে পার্‌তাম, আর সেই বালা আমার রমাকে দিয়ে যেতে পার্‌তাম, তবেই আমার সব ক্ষোভ যেতো!' বালাচুরির মোকদ্দমার কথা শুনে, বালা-জোড়াটা এখনও গলানো হয়-নি শুনে, সে এই কথাই শুধু বলে থাকে। তার কাছে এ প্রস্তাব কর্‌লে, সে বড় ক্ষুণ্ণ হবে।"

আনন্দময় আনন্দ-প্রকাশে কহিলেন,—"ভাই! এই কথা শুন্‌বার জন্যই আমি প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম। বৌ-মা যে এই কথা বল্‌বেন, তা আমি জান্‌তাম। আমিও তাই, সেই রকমই বন্দোবস্ত করেছি। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আর আমার ভগ্নী—দু'জনে কাল আমাদের বাড়ীতে আসেন। পর্‌শু তাঁরা ঐ বালা আদালত থেকে ফেরত পেয়েছেন। তাঁদের বড় ইচ্ছে—বালা-জোড়াটা তাঁরা তোমায় অম্‌নি ফেরত দেন। চক্রবর্ত্তী-ম'শায় নিজেই আস্‌তেন। কিন্তু বড় লজ্জায় পড়ে, বড় সঙ্কুচিত হয়ে, নিজে

উঠিল। সে আনন্দে—কেবল ক্ষুদ্র রামচন্দ্রপুর নয়—পার্শ্ববর্ত্তী দশ-গ্রাম মুখরিত হইল। পূজার তিন দিন মনোমোহন পার্শ্ববর্ত্তী দশ-গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে, সকল গ্রামের সকলেই আসিয়া সানন্দে সে মহাপূজায় যোগ-দান করিলেন। পূজার সময় মনোমোহন, গললগ্নিকৃতবাসে মার সম্মুখে বসিয়া, মার নাম জপ করিতে লাগিলেন। পূজা-সমাপনান্তে সস্ত্রীক উভয় ভ্রাতা যখন মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন, তখন মনোমোহন ও মোহিনী-মোহন উভয়েরই মনে হইল—"মা! তুমি সত্যই দয়াময়ী।"

* * *

উপসংহার।

শুভক্ষণে শুভলগ্নে দুলালের সহিত রমার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। সে বিবাহে মনোমোহন এতই সমারোহ করিলেন যে, সে অঞ্চলে তেমন সমারোহ কেহ কখনও দেখে নাই। দারিদ্র্যের কি যন্ত্রণা, মনোমোহন মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সকল সৎকাজেই দরিদ্রের সেবার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের সকল জাঁক-জমকের উপর কাঙ্গালী বিদায়ে তিনি মুক্তহস্ততার পরিচয় দিলেন। যেখান হইতে

যত কাঙ্গালী আসিয়াছিল, পরিতোষ-পূর্ব্বক সকলকে ভোজন করাইয়া তিনি এক এক খানি নূতন বস্ত্র দান করিলেন। কাঙ্গালীরা দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হইলে, মোহিনীমোহনকে ডাকিয়া মনোমোহন কহিলেন,—"মোহিনী! আমরা দারিদ্র্য দুঃখে বড় কষ্ট পেয়েছি। দারিদ্র্য-যন্ত্রণা আমরা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করেছি। আমার তাই বড় ইচ্ছে হয়, দরিদ্রের সেবার জন্য যদি কিছু করে যেতে পারি। আমরা দুই ভাই এখন উপার্জ্জনক্ষম। দায়-দৈব যা-কিছু ছিল, সকলই কাটিয়ে উঠেছি। আমাদের আয় থেকে আমরা এখন বিপন্ন-দরিদ্রের সেবার জন্য কিছু করতে পারি না কি?"

মোহিনীমোহন উত্তর দিলেন,—"দাদা! আমি আপনার আদেশবাহী ভৃত্য মাত্র। যা আদেশ করবেন, তাই করবো।"